কলেমাতোল-কোফর

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতে অদ্দীন, এমামোল হোদা,

হাদিয়ে জামান,সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী জনাব, আলহাজ্জ্ব

হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

অনীস্কুপান্ত কর্তৃক

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী সু-প্রসিদ্ধ পীর,

মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নি ফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী,

আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ ''নবনূর কম্পিউটার''

ও

প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

মূদ্রণ মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله
سيد نا محمد واله واصحبه اجمعين

কলেমাতোল-কোফর

শামি, ১/৪৪ পৃষ্ঠা.—

فى تبين المهارم لا شك فى فرضيت علم الفرائض الخمس (الى) وعلى الالفاظ المحرمة او المكفرة ولعمرى هذا من اهم المهمات فى هذا او الزمان لانك تسمع كثيرا من العوام يتكلون بما يكفرو هم عنها غافلون ☆

"তবইনোল- মাহারেম কেতাবে আছে, পাঁচটি ফরজ সংক্রান্ত এলম এবং হারাম ও কাফেরীমূলক শব্দগুলির এলম শিক্ষা করা যে ফরজ, ইহাতে সন্দেহ নাই, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই জামানায় হারাম ও কাফেরীমূলক কথাগুলির এলম শিক্ষা করা প্রধানত জরুরী, কেননা তুমি অধিকাংশ নিরক্ষর লোকদিগকে শ্রবণ করিবে যে, তাহারা এরূপ কথা বলিতে থাকে—যাহাতে কাফের হইয়া যায় অথচ তাহারা ইহা অবগত হইতে পারে না।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা.

والاحتياط ان يجدد الجاهل ايمانه كل يوم و يجدد نكاح امر أته عند شاهدين فى كل شهر مرة او مرتين اذ الخطا وان لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير

"এহতিয়াত এই যে, নিরক্ষর ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস নিজের ঈমান নূতন করিয়া লইবে এবং প্রত্যেক মাসে একবার কিম্বা দুইবার দুইটি সাক্ষীর সমক্ষে নিজের স্ত্রীর নিকাহ দোহরাইয়া লইবে, কেননা ভ্রম যদিও পুরুষ কর্তৃক প্রকাশিত না হয়, তথাচ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা বহু সংঘটিত হয়।"

কোফর كفر শব্দের অভিধানিক অর্থ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা, উহার শরিয়ত সঙ্গত অর্থ এই যে, যে বিষয়গুলি অতি জ্বলন্তভাবে হজরত নবি (ছাঃ)-এর শরিয়ত হওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এইরূপ বিষয়গুলি এনকার (অস্বীকার) করাকে কোফর নামে অভিহিত করা হয়। দোঃ।

(মছলা) ফাতাওয়ায় ছোগরাতে আছে, কোফর গুরুতর বিষয়, যদি কাফের না হওয়ার কোন রেওয়াএত পাই, তবে আমি কোন ঈমানদারকে কাফের স্থির করি না। খোলাছা ইত্যাদি কেতাবে আছে, যদি কোন মছলায় কয়েকটি কাফেরীমূলক অর্থ এবং একটি ইছলামমূলক মর্ম্ম থাকে, তবে মুফতিকে মুছলমানের উপর ভাল ধারণা করিয়া ইছলামমূলক মর্ম্মের দিকে ঝুকিয়া পড়া উচিত। যদি এইরূপ কথা উচ্চারণকারীর ইছলামমূলক অর্থ অভিপ্রেত থাকে, তবে সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে মুছলামন থাকিবে, আর যদি কাফেরীমূলক অর্থ তাহার উদ্দেশ্য হয়, তবে মুফতির সদর্থ গ্রহণ করাতে কোন ফলোদয় হইবে না, কাজেই তাহাকে তওবা করিতে ও নিকাহ দোহরাইয়া লইতে হুকুম করা হইবে। জামেয়োল-ফছুলাএন, ২য় খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, শামি, ৩/৪৪০ ও বাহরোর-রায়েক, ৫/১২৪।

(মছলা) যে বিষয়টি সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফেরীমূলক, উহাতে তাহার

সমস্ত এবাদত বাতিল হইয়া যাইবে, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইবে, যদি হজ্জ করিয়া থাকে, তবে উহা পুনরায় করা লাজেম হইবে, পুনরায় নিকাহ করিয়া স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করিলে, জেনা হইবে, ঐ অবস্থায় সন্তান হইলে, হারামজাদা হইবে। আর যে বিষয়টির কাফেরী হওয়াতে মতভেদ হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিলে বা কার্য্য করিলে এস্তেগফার করিতে, ইছলামী কালেমা পড়িতে ও নেকাহ দোহরাইতে হুকুম করা হইবে।—শামী, ৩/৪৪৬, ৪৬২ ও ৪৬৩, ও জামেয়োল-ফছুলাএন, ২/২৯৮।

(মছলা) কাজি আজোদদ্দিন 'মাওয়াকেফে' লিখিয়াছেন, কোন আহলে-কেবলা যতক্ষণ সর্ব্বক্ষম সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তাকে অস্বীকার না করে, শেরক না করে, নবুয়ত ও শরিয়তের জরুরী বিষয়কে এনকার না করে ও এজমায়ি হারামকে হালাল না জানে, ততক্ষণ তাহাকে কাফের বলা হইবে না, ইহা ব্যতীত অন্যান্য কু-মতাবলম্বী কাফের হইবে না, বরং বেদায়াতি হইবে।

মোল্লা আলি কারী বলিয়াছেন, ইহা যেন অব্যক্ত না থাকে যে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, আহলে-কেবলাকে কোন গোনাহ কার্য্যের জন্য কাফের বলা জায়েজ হইবে না, ইহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, যে ব্যক্তি কেবল কা'বা শরিফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, তাহাকে কাফের বলা জায়েজ হইবে না। ইহার কারণ এই যে, যে গোঁড়া রাফিজিরা দাবি করিয়া থাকে যে, নিশ্চই আল্লাহতায়ালা (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কে (হজরত) আলি (রাঃ)র উপর ওহি নাজিল করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভ্রমবশতঃ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর ওহি নাজিল করিরাছিলেন। তাহাদের একদল বলে যে, (হজরত) আলি (রাঃ) প্রকৃত উপাস্য (খোদা), ইহারা কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়িলেও ঈমানদার নহে।

ছহিহ বোখারিতে এই হাদিছটি আছে, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা করিয়াছেন এবং আমাদের জবাহ করা জীব আহার করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মোসলমান, তাহার জন্য আল্লাহ্ ও রছুলের জেম্মাদারী রহিয়াছে, তোমরা আল্লাতায়ালার জেম্মাদারিকে নষ্ট করিও না। এই হাদিছের এই অর্থই হইবে যে, যে আহলে-কেবলা কাফেরীমূলক কার্য্য না করে, তাহাকে কাফের বলিও না।

একদল লোক বলেন, আমরা কোন আহলে- কেবলাকে কাফের বলিব না, অথচ তাহারা জানেন যে, কতক আহলে-কেবলা এরূপ মোনাফেক, যাহারা কোর-আন, হাদিছ ও এজমা অনুযায়ী য়িহুদী ও খৃষ্টান অপেক্ষা কঠিনতর কাফের, তাহারা প্রকাশ্যভাবে শাহাদাত কলেমা পড়িলেও সুযোগ মত উক্ত মোনাফেকি প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।

আরও মুছলমাগণের ইহাতে মতভেদ নাই যে, যদি কোন ব্যক্তি অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত অতিস্পষ্ট ওয়াজেব ও হারামগুলিকে এনকার করে, তবে তাহাকে তওবা করিতে বলা হইবে, যদি সে ব্যক্তি তওবা করে, তবে অতিশুভ, আর যদি অস্বীকার করে, তবে তাহাকে কাফের মোরতাদ্দরূপে হত্যা করা হইবে, বেদয়াত ও ফাছেকী হইতে কাফেরী ও মোনাফেকী উৎপন্ন হইয়াছে।

(এমাম) খাল্লাল 'কেতাবুছ-ছুন্নহ' গ্রন্থে ছনদসহ উল্লেখ করিয়াছেন, (হজরত) মোহাম্মদ এবনে ছিরিন (রঃ) বলিয়াছেন, লোকদের মধ্যে বেদয়াতি সম্প্রদায় অতি দ্রুতগতিতে কাফেরিকে আলিঙ্গন করিবে।

তিনি ধারণা করিতেন যে, নিম্নোক্ত আয়ত উক্ত বেদায়াতি সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছে।

আয়তটির ব্যাখা এই,- "এবং যে সময় তুমি উক্ত লোকদিগকে দেখিবে - যাহারা আমার আয়ত সমূহ সম্বন্ধে অযথা আলোচনা করিতে থাকে, তোমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান কর—যতক্ষণ তাহারা তদ্ব্যতীত অন্য কথায় আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়।"

এইহেতু অধিকাংশ এমাম লোককে কোন গোনাহ কার্য্যের জন্য কাফের না বলার মত সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন নাই বরং তাহারা বলেন, আমরা লোককে প্রত্যেক গোনাহ কার্য্যের জন্য কাফের বলি না, যেরূপ খারিজিগণ বলিয়া থাকে।

একদল আকায়েদ, ফেকহ ও হাদিছ তত্ত্ববিদগণ—গোনাহ কার্য্যের জন্য কাফের বলেন না, বরং বেদয়াতমূলক আকায়েদের জন্য কাফের বলিয়া থাকেন, কোন মোজতাহেদ ভ্রমবশতঃ কোন বেদয়াত মত অবলম্বন করিলেও তাঁহাকে এবং প্রত্যেক বেদয়াত মতাবলম্বীকে কাফের বলিয়া থাকেন। এই

মতটি খারিজি ও মো'তাজেলাদিগের মতের নিকট নিকট। ফেকহে-আকবরের টীকা, ১৯৯-২০১।

যে কোন বেদায়াতি সন্দেহের বশবর্ত্তি হইয়া বেদয়াত মতাবলম্বন করিয়াছে, তাহাকে কাফের বলা হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল ছুন্নত-জামায়াতভুক্ত বিদ্বান তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। এবনোল-হোমাম বলেন, তাহাকে কাফের বলা হইবে না। ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত।

যে বেদয়াতি শরিয়তের জরুরী বিষয়গুলিকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি আহলে কেবলা হইলেও কাফের হইয়া যাইবে, যথা—জগতের সৃষ্ট পদার্থ হওয়া, কেয়ামতে মনুষ্যদিগের পুনর্জীবিত হওয়া অস্বীকার করা, আল্লাহতায়ালার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয়ের অবস্থা অবগত হওয়া অস্বীকার করা, কোন আহলে-কেবলা চিরজীবন এবাদত বন্দেগী করিলেও যদি উপরোক্ত প্রকার মত ধারণ করে তবে সে নিশ্চই কাফের হইবে।

যে বেদয়াতি হজরত নবি (ছাঃ) কে গালি দেয়, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যে রাফিজি হজরত আলিকে মা'বুদ বলিয়া থাকে এবং ধারণা করে যে, (হজরত) জিবরাইল (আঃ) ভ্রমবশতঃ (হজরত) আলি (রাঃ)র উপর ওহি নাজিল না করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর ওহি নাজিল করিয়াছিলেন, তাহার কাফের হওয়াতে কোন মতভেদ নাই।

যে রাফিজি (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিককে হজরতের সহকারী বলিয়া স্বীকার না করে, সে নিশ্চয় কাফের হইবে। যে মো'তাজেলা বলে যে, আল্লাহ্তায়ালা অন্যান্য জেছমের ন্যায় একটি জেছম, সে কাফের হইয়া যাইবে।— (শামি, ১।৫৮৫।৫৮৬ পৃষ্ঠা)।

যে বেদয়াতি হজরত (ছাঃ) শাফায়াত, খোদার দর্শন লাভ, কবরের আজাব ও কেরামন কাতেবিন এনকার করে, সে কাফের হইবে।

যদি মোশাব্বেহা দল বলে, বান্দাগণের ন্যায় খোদার হস্ত পদ আছে, তবে কাফের ও অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে। যদি কেহ বলে, খোদা একটি জেছম কিন্তু অন্যান্য জেছমের তুল্য নহে, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, গোনাহ হইবে, কেহ কেহ বলেন, কাফের হইবে, ইহাই উত্তম মত, বরং ইহার কাফের হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত।

যে রাফিজি (হজরত) আবুবকর ও ওমারের খেলাফত অস্বীকার করে সে কাফের হইবে।

তুমি জানিয়া রাখ যে, এমাম আবুহানিফা ও শাফিয়ি (রঃ) বলিয়াছেন যে, আহলে কেবলা বেদয়াতিকে কাফের বলা হইবে না ইহা সত্ত্বেও উল্লিখিত বেদয়াতিগণকে কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ আকিদা কাফেরিমূলক যে ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফেরীমূলক কথা বলিয়াছেন, যদিও তাহাকে কাফের বলা না হয়। (ফৎহোল কদীর- ১/১৪২ পৃষ্ঠা)।

এবনোল হোমাম মোছামারাহ কেতাবে লিখিয়াছেন, জগত অনাদি নহে, কেয়ামতে স-শরীরে পুনর্জীবিত হইতে হইবে এবং আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয়ের অবস্থা অবগত আছেন, যে ব্যক্তি ইছলামের এইরূপ মূল আকিদা ও জরুরী বিষয়গুলি অস্বীকার করে, তাহার কাফের হওয়া সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, আর যে বিষয়গুলি ইছলামের জরুরী ও মূল বিধান নহে, এইরূপ বিষয়গুলি অস্বীকার করিলে, কাফের কি না, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে।

মুহিত কেতাবে আছে, কতক ফকিহ কোন বেদয়াতিকে কাফের বলেন না, আর কতক ফকিহ বলিয়াছেন, যে বেদয়াতি অকাট্য (কাৎয়ী) দলীলকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা অধিকাংশ ছুন্নত-অল জামায়াত সম্প্রদায়ের মত। (শামী)।

(মছলা) যে ব্যক্তি বিদ্রূপ কিম্বা কৌতুকভাবে কাফেরীমূলক কথা বলে, সে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে, তাহার আকিদা ভাল হইলেও উহা গ্রহণীয় হইবে না, কাজিখান ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কিম্বা—বলপ্রয়োগে উক্ত কথা বলে, সে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না।

যে ব্যক্তি উহা কাফেরীমূলক কথা বলে, যদিও তদনুরূপ তাহার আকিদা না হয়, তবু সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মনোনীত ও অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

যদি কেহ কাফেরীমূলক কথা বলে, কিন্তু সে ব্যক্তি উহার কাফেরমূলক

হওয়ার সংবাদ অবগত না থাকে, তবে ইহাতে কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখান কোন মতকে প্রবল প্রতিপন্ন করেন নাই।

বাহারোর-রায়েকে ও ফাতাওয়ায় খয়রিয়াতে উহাতে কাফের না হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। ফেকহে আকবরের টীকায় লিখিত আছে যে, সমধিক প্রকাশ্য মতে উহাতে কাফের হইবে না, কিন্তু যদি উহা দ্বীনের জরুরী বিষয় হয় এবং উহা না জানিয়া বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, তাহার উক্ত আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(ফাতাওয়ায় খয়রিয়া ১/১০৭, বাহারোর-রায়েকে, ৫/১২৫ ফেকহে আকবরের টীকা, ২০২ শামি, ৩/৪৪০, আলমগিরি, ২/৩০৯)।

(মছলা) কেহ মোবাহ কথা বলার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ভ্রমবশতঃ অনিচ্ছায় তাহার মুখে কাফেরীমূলক কথা বাহির হইয়া পড়িল, সে ব্যক্তি আল্লাতায়ালার নিকট কাফের হইবে না। কিন্তু শরিয়তের কাজি তাহার উপর কোফরের হুকুম জারি করিবেন। (শামি, ৩/৪৪৬, জামেয়োল-ফছুলাএন, ২/২৯৭)।

আল্লাহ-তায়ালার জাত ও ছেফাত সংক্রান্ত কতিপয় মসলা

(মছলা) যদি কেহ আল্লাহতায়ালাকে অনুপযুক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত করে, কিম্বা আল্লাহতায়ালার কোন নাম বা হুকুমের প্রতি বিদ্রুপ করে। অথবা আল্লাহতায়ালার 'ওয়াদা' বা 'অইদ' বেহেশত ইত্যাদির অঙ্গীকার বা দোজখ ইত্যাদির ভীতি (প্রদর্শন) এক এনকার করে, কিম্বা তাঁহার কোন শরিক (অংশী), সন্তান কিম্বা স্ত্রী স্বীর করে, কিম্বা তাঁহাকে অনভিজ্ঞ, অক্ষম কিম্বা দোষান্বিত বলিয়া প্রচার করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, যে কার্য্যে কোন ' হেকমত' (নিগূঢ়তত্ত্ব) না থাকে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এইরূপ কার্য্য করা জায়েজ হইবে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহতায়ালা কাফেরীমূলক কার্য্যের উপর রাজি থাকেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা বাহারোর-রায়েকে আছে।

(মছলা) যদি কেহ বলে যে, যদি আল্লাহতায়ালা এই কার্য্যের আদেশ করিতেন, তবে আমি উহা করিতাম না, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা কাফী কেতাবে আছে।

কোরআন শরিফে যে আল্লাহতায়ালার শব্দ আছে, উহার অর্থ অবয়ব নহে, উহার ফার্সি অনুবাদ করা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে জায়েজ হইবে না, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে যে, অমুক আমার চক্ষে যেরূপ য়িহুদী খোদার চক্ষে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, (যেহেতু সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার অবয়বধারী হওয়ার মত ধারণ করিল, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইহা ফছুলে এমাদিয়াতে আছে।

কেহ বলিল, دست خدای دراز است খোদার হস্ত লম্বা, যেহেতু সে খোদার অঙ্গ থাকার অভিমত ধারণ করিল, এইহেতু সে কাফের হইবে, আর যদি এই অর্থে বলে যে, খোদার ক্ষমতা মহান, তবে কাফের হইবে না।

ইহা জামেয়োল ফছুলোএনে আছে।

খোদার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করিলে, কাফের হইবে, যদি কেহ বলে, কোন স্থান খোদা হইতে শূন্য নহে, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ আছমানে আছেন, যদি সে হাদিছের স্পষ্ট শব্দ উদ্ধৃত করার ধারণায় বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

আর যদি আল্লাহতায়ালার স্থানে থাকার ধারণায় বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

আরও যদি কোন নিয়ত না করিয়া এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে, ইহাই সমধিক ছহিহ মত এবং ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ বিচারের জন্য বসিলেন কিম্বা দণ্ডায়মান হইলেন কিম্বা আল্লাহ উপরে কিম্বা নীচে আছেন, তবে কাফের হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

যদি কেহ বলে, আমার জন্য উপরে আল্লাহ ও জমিনে অমুক আছেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে যে, খোদা আছমান হইতে কিম্বা আরশের নিম্নদেশ হইতে দেখিতেছেন বা জানিতেছেন, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে যে, আল্লাহতায়ালাকে বেহেশতের মধ্যস্থলে দেখিব, অর্থাৎ তিনি বেহেশতের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিব, তবে কাফের হইবে, আর যদি বলে, আমি বেহেশতের মধ্যে উপস্থিত হইয়া খোদাকে দেখিব, তবে কাফের হইবে না। জামেয়োল-ফছুলাএন, ২।২৮৯ মাজমায়োল আনহোর, ১।৬৯০।৬৯১ আলমগিরি, ২।২৮৬।২৮৭ ও বাহরোর-রায়েক, ৫।১২০।

(মছলা) যদি কেহ বলে যে, হে খোদা তোমা হইতে কোন স্থান শূন্য নহে এবং তুমি কোন স্থানে নও, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। জামেয়োল ফছুলাএন, ২।২৯৮।

(মছলা) আবু-হাফছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উপর অত্যাচার করার দোষারোপ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা ফছুলে -এমাদিয়াতে আছে।

যদি কেহ বলে, খোদা তোমার মুখের সহিত পারেন না, কাজেই আমি তোমার সহিত কিরূপে পারিব, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, যদি আল্লাহ কেয়ামতে ন্যায় বিচার করেন, তবে আমি তোমার নিকট হইতে আমার হক বুঝিয়া লইব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ নিজের প্রতিপক্ষকে বলে যে, আমি খোদার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিব, আর তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলে যে, আমি খোদার হুকুম জানি না, কিম্বা বলে এস্থলে হুকুম চলিবে না, কিম্বা বলে, এস্থলে হুকুম নাই, অথবা খোদা আদেশদাতা হওয়ার উপযুক্ত নহেন, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা আলমগিরিতে আছে।

জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন এস্থলে হুকুম নাই, ইহা খোদার হুকুম অমান্য করা উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকিলে কাফের হইবে,

আর যদি জামানার অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে দেখিয়া দুঃখ করিয়া উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, ইহা অতি উৎকৃষ্ট মত।

যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার নিকট খোদা অপেক্ষা সমধিক প্রীতিভাজন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা ও জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে। বাহরোর-রায়েকে লিখিত আছে, উহাতে কাফের হইবে, কিন্তু কেহ কেহ উহাতে কাফের না হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। মাজমায়োল-আনহোরে আছে, যদি এই উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে যে, স্ত্রীর আদেশ পালন করা খোদার আদেশ পালন অপেক্ষা অগ্রগন্য, তবে কাফের হইবে, আরি যদি কাম-রিপুজনিত প্রতির (মহব্বতের) হিসাবে উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

দুইটি লোকের মধ্যে বিরোধ ছিল, তাহাদের একজন অন্যকে বলিল, সোপন স্থাপন কর, আছমানে যাও এবং খোদার সহিত যুদ্ধ কর, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, ইহাতে কাফের হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। জামে'ছগির প্রণেতা বলেন, আমাদের নিকট ইহাই ছহিহ মত। খানিয়াতে আছে, ইহাই ফৎওয়াগ্রাহ্য মত, এইরূপ তাতারখানিয়াতে আছে। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে, তুমি যাও ও খোদার সহিত যুদ্ধ কর, তবে ইহাতে কাফের হইবে, শেখ এমাম আবুবকর মোহাম্মদ বেনে ফজল এই মত সমর্থন করিতেন এবং তিনি বলিতেন, ইহাতে নেকাহ দোহরাইয়া লওয়া এহতিয়াত, ইহা কাজিখানে আছে। কাজিখান, ৪/৪৬৭, আলমগিরি, ২/২৮৬/২৮৮।

(মছলা) একজন লোক অন্যের উপর অত্যাচার করিতেছিল, এমতাবস্থায় সেই প্রপ্রীড়িত ব্যক্তি বলিতে লাগিল যে, হে প্রতিপালক, তুমি তাহার এই অত্যাচার পছন্দ করিও না, যদি তুমি পছন্দ কর, আমি পছন্দ করিব না, ইহা কাফেরীমূলক কথা। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে হে খোদা, আমার উপর জীবিকা প্রসারিত কর; কিম্বা আমার বাণিজ্যে উন্নতি প্রদান কর; অথবা আমার প্রতি অত্যাচার করিও না; আবু নছর দাব্বুছি (রঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি ইহাতে কাফের হইবে; যেহেতু সে খোদার উপর অত্যাচার করার আরোপ করিল। ইহা কাজিখানে আছে।

একজন লোক অন্যকে বলিল যে, তুমি মিথ্যা কথা বলিও না, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, মিথ্যা কিসের জন্য? এই হেতু যে, লোকে উহা বলিবে, তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি একজন অন্যকে বলে যে, তুমি আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভের চেষ্টা কর, তদুত্তরে সে বলিল, আমার পক্ষে ইহা জরুরী নহে, কিম্বা বলিল, যদি খোদা আমাকে বেহেশতে দাখিল করেন, তবে আমি উহা লুণ্ঠন করিব। যদি একজন অন্যকে বলে যে, তুমি আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা করিও না, কেননা আল্লাহ তোমাকে দোজখে দাখিল করিবেন, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে, আমি দোজখের চিন্তা করি না, কিম্বা যদি তাহাকে বলা হয় যে তুমি অধিক পরিমাণ ভক্ষণ করিওনা, কেননা আল্লাহ ইহা ভাল বাসেন না, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে, আমি ভক্ষণ করিব, ইহা খোদা ভাল বাসুক, আর মন্দ জানুক, উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে কাফের হইবে।

একটি লোক অন্যকে বলিল, তুমি গোনাহ করিওনা কেননা খোদার আজাবের পরিমাণ অধিক, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, খোদার আজাব এব হস্তে উত্তোলন করিব, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি একজন অন্যকে বলে, যদি তুমি জগতের খোদা হও, তবু আমার হক তোমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, খোদা তোমার এই মিথ্যাকে সত্য করুন কিম্বা তোমার এই মিথ্যাকে বরকত দিউন, ইহা কাফেরীমূলক কথার নিকট নিকট।

মেছবাহুদ্দিন কেতাবে আছে, একব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিল ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, খোদা তোমার মিথ্যাতে বরকত দিউন, এক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

(এমাম) নজমদ্দিন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যদি কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার সহিত সোজাভাবে চলিবেনা, তদুত্তরে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, খোদাতায়ালাও তাহার সহিত সোজাভাবে চলিবেন না, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি? তদুত্তরে এমাম বলিলেন, হাঁ কাফের হইবে।

(এমাম) ছদরুল ইছলাম জামালুদ্দিন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি বলিল, খোদা স্বর্ণ ভালবাসেন, এই হেতু আমাকে দেন নাই (ইহাতে কি হইবে?) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি খোদার উপর কৃপণতার দোষারোপ করা উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি 'ইনশায়াল্লাহ' এই কার্য্য করিবে ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল আমি বিনা 'ইনশায়াল্লাহ' এই কার্য্য করিব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খাজানাতোল-মুফ তিনে আছে।

প্রপীড়িত ব্যক্তি বলিল, ইহা খোদার 'তকদীর' অনুযায়ী হইয়াছে, ইহাতে অত্যাচারি বলিল, আমি আল্লাহতায়ালার 'তকদীর' ব্যতীত করিব, ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা ফছুলে-এমাদিয়া কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি বলিল, হে খোদা তুমি আমার উপর রহমত করিতে কৃপণতা করিওনা, ইহা কাফেরীমূলক কথা, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বহুক্ষণ কলহ হইতেছিল, ইহাতে স্বামী স্ত্রীকে বলিল, তুমি খোদাকে ভয় কর, তদুত্তরে স্ত্রী বলিল, আমি খোদার ভয় করি না, এই মছলা সম্বন্ধে শেখ এমাম আবুবকর মোহাম্মদ বেনে ফজল বলিয়াছেন, যদি স্বামী স্পষ্ট গোনাহ কার্য্যের জন্য তিরস্কার করা উপলক্ষে এইরূপ ভয় দেখাইয়া থাকে, আর স্ত্রী উক্ত প্রকার উত্তর দিয়া থাকে, তবে স্ত্রী মোরতাদ্দ (কাফের) হইয়া যাইবে এবং তাহাদের নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

আর যদি উহা গোনাহ কার্য্য না হয় এবং উহাতে খোদার ভয়ের কারণ না থাকে, তবে এইরূপ কথা বলায় কাফের হইবে না; কিন্তু যদি উহা আল্লাহতায়ালার উপর অবজ্ঞা করার ধারণায় বলিয়া থাকে তবে কাফের হইবে এবং নিকাহ ভঙ্গ হইবে।

একজন অন্য ব্যক্তিকে গোনাকার্য্য করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি কি খোদার ভয় কর না? তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি বলিল, না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বলা হইল, তুমি কি খোদার ভয় কর না?

তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি রাগান্বিতভাবে বলিল না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, আমরা যত দিবস সমধিক মন্দ থাকিব, খোদা আমাদের সম্বন্ধে ততদিবস সমধিক মন্দ থাকিবে, আমরা যতদিবস সমধিক সৎ থাকিব খোদা আমাদের সম্বন্ধে তত দিবস সমধিক সৎ থাকিবেন, তবে ইহাতে কাফের হইবে, ইহা খোলাছা, কেতাবে আছে।

এতাবিয়াতে আছে, যদি কেহ বলে, আমি আল্লাহতায়ালার হুকুম কিম্বা পয়গম্বরের শরিয়ত পছন্দ করি না, কিম্বা বলে আল্লাহ যে চারিটি স্ত্রী হালাল করিয়াছেন, আমি এই হুকুম পছন্দ করি না, তবে ইহা কাফেরীমূলক কথা হইবে। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, কেবল খোদা থাকিবেন, আর অন্য কোন বস্তু থাকিবে না, তবে ইহাতে কাফের হইবে, ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে। জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে, খোদা ভিন্ন অন্য বস্তু থাকিবে না, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, কাফেরদিগের মত কেননা ইহাতে বুঝা যায় যে, বেহেশত ও দোজখ এবং উভয়ের মধ্যস্থিত বস্তু সকল থাকিবে না, ইহা কাফেরী কথা। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা কাফেরী না হইলেও মহা গোনাহ হইবে। জামেয়োল ফছুলাএন, ২/২৯৯/৩০০, কাজিখান, ৪/৪৬৬ ও আলমগিরি, ২/২৮৮/২৮৯।

যদি কেহ বলে, খোদাতায়ালা আমার সম্বন্ধে সমস্ত কল্যাণ করিয়াছেন, অকল্যাণ আমা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তবে ইহাতে কাফের হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি একজন অন্যকে বলে, তুমি একটি স্ত্রীলোকের উপর শক্তি পরিচালনা করিতে পারিলে না? আর তদুত্তরে দ্বিতীয় লোক বলে, যখন খোদাতায়ালা স্ত্রীলোকদের উপর শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে পারিব? তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা ফাতাওয়া গেয়াছিয়াতে আছে।

একজন লোক অন্যকে বলিল, আল্লাহতায়ালা যেরূপ তোমাকে টাকাকড়ি দান করিয়াছেন, সেইরূপ তুমিও কিছু দান কর, ইহাতে সে ব্যক্তি

বলিল তুমি যাও এবং এই বলিয়া খোদার সহিত যুদ্ধ কর যে, কেন তিনি অমুককে এত টাকাকড়ি দান করিয়াছেন, এই ব্যক্তির কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।

যদি কেহ বলে যে, ইহা খোদা কর্ত্তৃক ও তোমা কর্ত্তৃক হইয়াছে ধারণা করি, কিম্বা বলে, খোদার নিকট এবং তোমার নিকট ইহার আশা করি, তবে ইহা (কাফেরীমূলক না হইলেও) মন্দ কথা, আর যদি বলে, ইহা খোদা হইতে হইয়াছে ধারণা করি এবং তোমাকে ইহার অবলম্বন স্বরূপ (অছিলা) জানি, তবে ইহা অতি উত্তম কথা, ইহা খাজানাতোল মুফতিন কেতাবে আছে।

যদি বাদী প্রতিবাদীকে হলফ করিতে বলে, তৎশ্রবণে প্রতিবাদী বলে, আমি খোদার নামের হলফ করিব, ইহাতে বাদী বলে আমি খোদার নামের হলফ পছন্দ করি না, স্ত্রীতালাক কিম্বা গোলাম আজাদ করার অঙ্গীকার হইলে, পছন্দ করিব, কতক হানাফী বিদ্বান বাদীর কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ হানাফী বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইবে না ইহা তজনিছে নাছিরিতে আছে, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

যদি কেহ অন্যকে বলে, খোদা জানেন যে, আমি সর্ব্বদা দোয়া উপলক্ষে তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি, তবে উপরোক্ত (মিথ্যা) কথার জন্য কাফের হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে।

যদি কেহ বিদ্রুপভাবে বলে যে, আমি খোদা, তবে সে কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি পীড়িত ও দরিদ্র অবস্থায় বলিয়া ফেলিল যে যখন আমার দুনইয়ার সুখ শান্তি কিছুই হইল না, তখন কেন খোদা আমাকে সৃষ্টি করিলেন? কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে কাফেরী না হইলেও মহা গোনাহ হইবে। ইহা জামেয়োল ফছুলাএন ও আলমগিরিতে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তোমার অহিত কার্য্যকলাপের জন্য আজাব করিবেন, তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি বুঝি খোদাকে এই হেতু নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ যে, তুমি যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, খোদা কি করিতে পারেন? তিনি দোজখ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই করিতে পারেন না, তবে সে ব্যক্তি কাফের হবে, ইহা তখয়ির কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি একটি কদাকার প্রাণীকে দেখিয়া বলিল যে, খোদার আর অন্য কার্য্য নাই, যে তিনি এইরূপ প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন দরিদ্র দরিদ্রতার কবলে পড়িয়া বলিল, অমুক লোক (আল্লাহতায়ালার) বান্দা, কিন্তু এইরূপ সম্পদ ও অর্থের অধিকারী, আর আমিও বান্দা, কিন্তু এরূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতেছি, ইহা কি সুবিচার হইতে পারে? উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি খোদার ভয় কর, তদুত্তরে সে বলিল, খোদা কোথায়? ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, হজরত নবি (ছাঃ) গোরে নাই, কিম্বা খোদার এলম (قديم) অনাদি নহে, অথবা যে বস্তু এখনও অস্তিত্বশীল (পয়দা) হয় নাই, কিন্তু পরে পয়দা হইবে, খোদা তাহার অবস্থা অবগত নহেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কোন আলেম আবদুল্লাহ নামক লোকটিকে ডাকিতে উক্ত নামের শেষে কাফে-(কলেমান)যোগ করিয়া বলে,হে আবদুল- লাহক(عبد اللهك) তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যেহেতু ইহার এইরূপ অর্থ হয়— ছোট খোদার বান্দা। ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

এইরূপ কোন আলেম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় الخالق (আলখালেক) আল্লাহতায়ালার এই নামটিকে (তছগির) تصغير এর নিয়ম অনুসারে اَلْخُوَيْلِقُ 'আল-খোওয়ায়লেক' বলিলে, কাফের হইয়া যাইবে, (যেহেতু আল-খালেক) শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা, আর আল-খোওয়ায়লেক শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা হয় না, ইহাতে খোদার উপর অবজ্ঞা করা হয়); ইহা বাহরোর- রায়েক কেতাবে আছে।

আর যদি সে ব্যক্তি নিরক্ষর হয় এবং উহার অর্থ না জানে কিম্বা অনিচ্ছায় বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, ইহাও জামেয়োল- ফছুলাএন, কাজিখান. ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে।

যদি কেহ অন্যকে বলে খোদা তোমার অন্তরে রহমত করুন, তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, তিনি তোমার অন্তরে অনুগ্রহ করুন, আমার অন্তরে যেন উহা নাজিল না করে, আল্লাহতায়ালার রহমতের অনবশ্যকতা ধারণায় এইরূপ বলিয়া থাকিলে, কাফের হইবে। আর যদি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ আমার মনকে স্থির রাখুন এবং বিব্রত না করেন, তবে ইহাতে কাফের হইবে না। ইহা জামেয়োল ফছুলাএন ও আলমগিরিতে আছে।

একজন লোক একটি অন্ধ কিম্বা পীড়িতকে দেখিয়া বলিল, খোদা তোমাকে দেখিয়াছেন এবং আমাকেও দেখিয়াছেন, আর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে আমার কি গোনাহ? ছহিহ মতে এইরূপ কথায় কাফের হইবে না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে খোদার কছম এবং তোমার পায়ের মৃত্তিকার কছম, তবে ইহাতে কাফের হইবে। ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

যদি কোন স্ত্রীলোক নিজের পুত্রকে বলে, তুমি এরূপ কার্য্য করিয়াছ কেন? তদুত্তরে তাহার পুত্র বলে খোদার কছম আমি করি নাই, ইহাতে স্ত্রীলোকটি রাগান্বিত হইয়া বলে, তুমি খোদার কছম রাখিয়া দাও। এস্থলে স্ত্রীলোকটি খোদার কছমের প্রতি অবজ্ঞা করিল বলিয়া কাফের হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

হাকেম আবদুর রহমান জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যদি কেহ বলে, দেশের রীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, (শরিয়তের) হুকুম অনুসারে কার্য্য করি না, তবে কি হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি তাহার উদ্দেশ্য এই হয় যে, লোকে ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়া শরিয়তের হুকুম ত্যাগ করতঃ দেশাচারের অনুসরণ করিয়া থাকে, আর উহার উদ্দেশ্য শরিয়তের হুকুম অমান্য করা না হয়, তবে কাফের হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

(লেখক বলেন, উপরোক্ত কথায় বুঝা যাইতেছে যে, যদি সে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম অমান্য করা উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে নিঃসন্দেহে কাফের হইবে)।

যদি কেহ নিজের বস্ত্রগুলি কোনস্থানে রাখিয়া বলে, এই সমস্ত খোদার উপর সমর্পন করিলাম তৎশ্রবণে দ্বিতীয় একটি লোক বলে, তুমি উহা এরূপ খোদার উপর সমর্পন করিলে—যিনি চোরকে যে সময়ে সে চুরি করে, বাধা প্রদান করেননা। এই মছলা সম্বন্ধে শেখ আবুবকর মোহাম্মদ বেন ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে না।

যদি এক ব্যক্তি বলে যে, যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে খোদা মিথ্যা বলেন, তবে ইহাতে কাফের হইবে না, (যেহেতু উহার অর্থ এই যে, আমরা মিথ্যা বলি না এবং আল্লাহতায়ালাও মিথ্যা বলেন না), ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন ও আলমগিরিতে আছে।

যদি কেহ রাগান্বিত হইয়া নিজের স্ত্রীকে বলে, যে স্ত্রী তোমাকে প্রসব করিয়াছে, সে বেশ্যা আর যে পুরুষ তোমার জন্মপ্রদান করিয়াছে, সে ন-পুংসক, আর যে খোদা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এস্থলে শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীকে গালি দেওয়ার পরে খোদার নাম উল্লেখ করিয়াছে, ইহাতে সে কাফের হইবে কিনা, জামেয়োল ফছুলায়েনে আছে যে, ইহাতে কাফের হইবে না। আলমগিরিতে আছে, আবু নছর দাব্বুছি (রঃ) ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন উত্তর দেন নাই, কাজিখান বলেন, ইহাতে কাফের হওয়া প্রকাশ্য মত।

দুইটি লোক বাদানুবাদ করিতেছিলেন, ইহাতে একটি লোক বলিয়া উঠিল, আল্লাহতায়ালা আমার এবং তোমার মধ্যে হুকুম করিবেন, তৎশ্রবণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, খোদা আমার হাকেম হওয়ার উপযুক্ত নহেন, তিনি তোমার হাকেম হওয়ার উপযুক্ত এমাম আবুল কাছেম (রঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

একজন লোক নিজের স্ত্রীকে বলিল, তুমি প্রতিবেশীর হক চাওনা? সে বলিল না। তৎপরে স্বামী বলিল, তুমি স্বামীর হক চাওনা? সে বলিল না। তৎপরে স্বামী বলিল, তুমি খোদার হক চাওনা? তদুত্তরে সে বলিল না। ইহাতে সে খোদার হকগুলি (নামাজ, রোজা, ইত্যাদি) অস্বীকার করিল, এইহেতু কাফের হইয়া যাইবে, ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন ও আলমগিরিতে আছে।

একটি বালক রোদন করিতে করিতে উহার পিতাকে ডাকিতেছিল, ইহতে

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি রোদন করিও না, কেননা তোমার পিতা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতেছেন, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে না, কেননা উক্ত কথার মর্ম এই যে, তোমার পিতা আল্লাহতায়ালার খেদমত করিতেছেন। ইহা জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে।

কোন লোকের একটি পুত্র সন্তান ছিল, তৎপরে উক্ত সন্তান মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, সে বলিয়া ফেলিল, হে খোদা যাহার একটি সন্তান, তাহার সন্তানটি মারিয়া ফেলিলে, আর যাহার দশিটি সন্তান তাহার একটিও মারিলে না (ইহা মহা গোনাহ হইলেও) কতক বিদ্বান বলিয়াছিলেন, আশা করা যায় যে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। আর যদি বলে, তুমি একটি পুত্র দিয়াছিলে, পুনরায় তাহা কাড়িয়া লইলে। ইহাতে কাফের হইবে না। ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন ও কাজিখানে আছে।

যদি কেহ বিপদে পতিত হইয়া বলে, হে খোদা, তুমি আমার অর্থ কাড়িয়া লইলে, আমার সন্তান কাড়িয়া লইলে, আর অমুক অমুক বস্তু কাড়িয়া লইলে, আর তুমি কিইবা করিবে এবং কিবা বাকী থাকিল যে, তুমি নাই, এইরূপ শব্দগুলি বলিলে, কাফের হইবে ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

একজন লোক মরিয়া গেলে, অন্য একটি লোক বলিয়া ফেলিল, ঐ ব্যক্তি খোদার পক্ষে আবশ্যক (লাজেম) হইয়াছিল, (তাই তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন), ইহাতে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

আর যদি বলে, আল্লাহতায়ালার পক্ষে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহা অতি মন্দ কথা, কিন্তু ইহাতে কাফের হইবে না, ইহা খাজানাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে। এই মছলা দুইটি আলমগিরিতে আছে।

যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি বেশী হাস্য করিও না, অধিক নিদ্রিত হইও না, আর তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলে, আমি যত ইচ্ছা করি-ভক্ষণ করিব, শয়ন করিব এবং হাস্য করিব, তবে ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা আলমগিরিতে আছে। (অতিরিক্ত নিদ্রিত হইলে ফরজ নামাজ নষ্ট হয়, অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ (বদহজম) হয়, ইহা হারাম, আর অতিরিক্ত হাস্য করা নিষিদ্ধ, উক্ত ব্যক্তি গোনাহ কার্য্যের উপর হঠকারিতা প্রকাশ করিল, এই হেতু কাফের হইবে।

একব্যক্তি বলিল, হে ইবলিছ, তুমি আমার কার্যটি সু'সম্পন্ন করিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি তাহাই করিব, এমন কি নিজের পিতা মাতাকে যন্ত্রণা দিব, আর তুমি যে কার্য্যের আদেশ প্রদান না করিবে, আমি তাহা করিব না। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। এই মছলাটি আলমগিরিতে আছে।

এক ব্যক্তি পীড়িত হয়না দেখিয়া অন্য একটি লোক বলিল, আল্লাহ ইহাকে বিস্মরণ করিয়াছেন (ভুলিয়া রহিয়াছেন), কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, বাহরোর-রায়েক, মাজমায়োল-আনহোর ও আলমগিরিতে ইহাকে ছহিহ বা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

একজন বলিল, যদি আমি গতকাল ইহা করিয়া থাকি, তবে কাফের হইব, আর সে ব্যক্তি জানে যে, সে উহা করিয়াছে, আরও জানে যে, এইরূপ কথাতে কাফের হইতে হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফেরী কার্য্যের উপর রাজি হওয়ার জন্য কাফের হইয়া যাইবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

যদি কেহ বলে, আল্লাহতায়ালা জানেন যে, আমি এইরূপ করিয়াছি, অথচ সে ব্যক্তি জানে যে, সে উহা করে নাই, কেহ কেহ ইহাতে কাফের না বলিলেও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ইহাতে কাফের হইবে, ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে। কাজিখানে ইহাকে সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েকে আছে, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে, কিন্তু ভয়ে পড়িয়া এইরূপ বলিলে কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, যদি আমি উহা বলিয়া থাকি, তবে কাফের হইব, অথচ সে জানে যে, সে উহা বলিয়াছে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

যদি কেহ বলে, আল্লাহতায়ালা জানেনা, যে তুমি আমার সন্তান অপেক্ষা সমধিক প্রিয়পাত্র অথচ মিথ্যাভাবে এইরূপ বলিয়াছে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মাজমায়োল-আনহোরে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি নামাজ ত্যাগ করিও না, কেননা নামাজ

ত্যাগ করিলে, খোদাতায়ালা তোমাকে শাস্তি দিবেন. ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার এত পীড়া ও আমার সন্তানের এত বিপদ থাকিতে যদি খোদা আমাকে শাস্তি দেন, তবে তিনি আমার প্রতি অত্যাচার করিবেন, এইরূপ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন কেতাবে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, ای بار خدای من(হে আমার বারে খোদা) কতক বিদ্বান বলিয়াছেন ইহাতে প্রথম ব্যক্তি কাফের হইবে, শেখ এমাম আবুবকর মোহাম্মদ বেনে ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, যদি ইহা আমার বোজর্গ এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, কেননা কখনও এই শব্দের এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

আর যদি কেহ অন্যকে বলে হে আমার খোদা; তবে কাফের হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে, তুমি খোদার গুপ্ততত্ত্ব জান কি? আর তদুত্তরে স্বামী বলে, হ্যাঁ জানি, তবে স্বামী কাফের হইবে, শেখ আবুল ফজল (রঃ) বলেন গুপ্ততত্ত্ব ও গায়েব একই মর্ম্মবাচক, আর যে কেহ গায়েবের দাবী করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা কাজিখান ও জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে। মাজয়োল-আনহোরে এই মছলায় মতভেদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত কেতাবে বাজ্জাজিয়া হইতে কাফের না হওয়ার মতও উল্লেখ করা হইয়াছে।

একজন লোক বিনা সাক্ষীদ্বয়ের একটি স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিয়া বলিল যে, আল্লাহ ও রাছুলকে কিম্বা আল্লাহ ও ফেরেশতাকে সাক্ষী করিলাম, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কাজিখান বলেন, কাফের হওয়ার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি বিশ্বাস করিল যে, (হজরত) রাছুল্লাহ (ছাঃ) গায়েবের সংবাদ জানেন কিন্তু তিনি যখন জীবিত অবস্থায় উহা জানিতেন না, তখন এন্তেকালের পরে কিরূপে উহা জানিবেন?

জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে, যদি কেহ বলেন যে, (হজরত) নবি (ছাঃ) কয়ছর ও খছরু রাজ্যগুলি অধিকৃত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এইরূপ তিনি বহু বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, (হজরত) ওমার (রাঃ) দূর দেশের 'ছারিয়া' নামক সেনাপতির অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ প্রাচীন বোজর্গদিগের বহু অদৃশ্য সংবাদ অবগত হওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য কেতাব সমূহে লিখিত আছে।

তদুত্তরে আমরা বলিব, স্বাধীনভাবে নিজের ক্ষমতায় গায়েব জানার দাবি করা কাফেরী, কিন্তু কাশফ্ কিম্বা এলহাম দ্বারা খোদা কর্ত্তৃক অবগত হওয়া কাফেরী নহে।

এক্ষণে যদি কেহ স্বাধীনভাবে নিজ ক্ষমতায় উহা জানার দাবি করে, তবে কাফের হইবে, আর যদি নিদ্রাযোগে কিম্বা চৈতন্যাবস্থায় এলহাম বা কাশফ কর্ত্তৃক অবগত হওয়ার দাবি করে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, আমি ডাহিন ও বাম হস্তের লিপিকার (কেরামন কাতেবিন) ফেরেশতাদ্বয়ের সাক্ষী করিলাম, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কেননা তাঁহারা অবিরত লোকের সঙ্গে থাকেন। ইহা জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি গায়েবের কথা জান কি? আর উক্ত স্ত্রী তদুত্তরে বলে যে, হাঁ জানি, তবে এই স্ত্রী কাফের হইয়া যাইবে।

কাজিখান কেতাবে এতৎসম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, শাদ্দাদ বেনে হাকিম (রঃ) ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী তাহার নিকট রমজান মাসে একটি দাসীর হস্তে ছেহরি খাদ্য পাঠাইয়াছিল, দাসী স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া যাইতে বিলম্ব করিয়াছিল, ইহাতে স্ত্রী তাঁহার উপর দোষারোপ করিল, শাদ্দাদ বলিলেন, আমাদের মধ্যে কোন অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, তৎপরে শাদ্দাদ ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, শাদ্দাদ বেনে হাকিম স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি কি গায়েব জান? তদুত্তরে স্ত্রী বলিল, হাঁ, তখন শাদ্দাদ (এমাম) মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ্ আলায়হের নিকট এই ঘটনা লিখিয়া পাঠাইলেন, তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, তুমি নেকাহ দোহরাইয়া লও, কেননা উক্ত স্ত্রীলোক কাফের হইয়া গিয়াছে।

আরও কাজিখানে আছে, একজন লোক বলিল, আমি অপহৃত বস্তু সমূহের সংবাদ জানি এতৎ সম্বন্ধে শেখ এমাম মোহাম্মদ বেনে ফজল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ বলিবে এবং যে ব্যক্তি ইহার এই কথা বিশ্বাস করিবে, উভয়ে কাফের হইবে। উক্ত এমামকে বলা হইল, যদি এইরূপ দাবিকারী বলে, জ্বেন আমাকে উক্ত বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে, এইহেতু আমি উহার সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি এবং যে কেহ তাহার এই কথা বিশ্বাস করে, উভয়ে কাফের হইবে।

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর প্রেরিত কোর-আনের উপর অবিশ্বাস করিল।

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন জেন ও মনুষ্য গায়েব জানে না। আল্লাহ্ জেনদিগের খবর সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

" যে সময় (হজরত) ছোলায়মান (আঃ) ভূপতিত হইলেন, জেনেরা বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা গায়েব জানিত, তবে তাহারা লাঞ্ছনা প্রদানকারী শাস্তিতে অবস্থিতি করিত না।

কোন পক্ষী শব্দ করিলে, একজন লোক বলিল, একটি লোক মরিবে, কিম্বা একজন লোকের মৃত্যুর সংবাদ দিল, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, উপরোক্ত কথায় কাফের হইবে, আর কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইবে না। ইহা সমধিক ছহিহ মত, ইহা বাহরোর রায়েকে ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে।

এইরূপ বিদেশ গমন কালে কোন পক্ষী শব্দ করিলে, উহা অশুভের লক্ষণ বুঝিয়া ফিরিয়া আসিলে, ইহাতে কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ইহা কাজিখান, বাহরোর-রায়েকে ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে।

যদি একজন বলে, অমুক এই পীড়াতে মরিয়া যাইবে, তবে কতক বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, এইরূপ যদি কেহ চন্দ্রের চারিদিকে জ্যোতিষ্মান বৃত্ত দেখিয়া গায়েবের এলমের দাবি করিয়া বলে যে, বৃষ্টিপাত হইবে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে ইহা বাহরোর-রায়েকে ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে—আলঃ ২/২৮৭-২৯০, মাজঃ ১/৬৭১, জামেঃ ২/২৯৯-৩০২, বাহঃ ৫/১২০, কাজিঃ ৪/৪৬৫-৪৬৯।

নবিগণের ও ফেরেশতাগণের সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। যাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে তাঁহার আদেশ ও নিষেধগুলি অবগত হইয়া লোকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া থাকেন, তাঁহারাই নবি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এই নবীর অর্থ অবগত হইয়া তাঁহাদের উপর ঈমান আনা এবং তাঁহারা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যে কোন বিষয় প্রচার করেন, তৎসমুদয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ওয়াজেব।

আমাদের সৈয়দ মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর ঈমান আনিতে গেলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব যে, তিনি বর্ত্তমানে আমাদের রাছুল এবং নবি ও রাছুলগণের শেষ।

যদি কেহ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) কে রাছুল বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহাকে নবিগণের শেষ বলিয়া বিশ্বাস না, করে সে ব্যক্তি ঈমানদার হইবে না। ফছুলে-এমাদিয়া কেতাবে আছে যদি কেহ কোন নবীকে নবী বলিয়া বিশ্বাস না করে, অথবা কোন নবীর উপর কোন প্রকার দোষারোপ করে, কিম্বা কোন রাছুলের কোন ছুন্নতকে না পছন্দ করে, তবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি কাফের হইবে। (হজরত) জোল-কেফ্ল ও খেজর (আঃ) নবি ছিলেন কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এবনো-মোকাতেল জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যাহাদের নবি হওয়ার প্রতি বিদ্বানগণের একমত (এজমা) হয় নাই, যদি কেহ এইরূপ লোককে নবি বলিয়া স্বীকার না করে, তবে কি হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

এমাম আবু হাফছ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন নবির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, যদি অমুক ব্যক্তি পয়গম্বর হইতেন, তবে আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিতাম না কিম্বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতাম না তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

এইরূপ যদি কেহ বলে, যদি আল্লাহ আমাকে এই কার্য্যের আদেশ করিতেন, তবে আমি ইহা করিতাম না, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন ও আলমগিরিতে আছে।

যদি কেহ বলে যে, যদি আল্লাহ দশ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ করিতেন, তবে আমি উহা আদায় করিতাম না, এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

(এমাম) জা'ফর বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে, আমি সমস্ত নবির উপর ঈমান আনিলাম, কিন্তু (হজরত) আদম (আঃ) নবি ছিলেন কিনা, ইহা জানি না, তবে সে ব্যক্তি কাফের ইহবে, ইহা এতাবিয়া কেতাবে আছে। আঃ ও মাজঃ।

ভ্রান্ত হাশবিয়া দল বলিয়া থাকে যে, (হজরত) ইউছুফ (আঃ) ব্যভিচার (জেনা) করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি পয়গম্বরগণের প্রতি উপরোক্ত প্রকার কুকার্য্য করার অপবাদ প্রয়োগ করে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আঃও মাজঃ।

আবুর্জার বলিয়াছেন, ব্যক্তি বলে, প্রত্যেক গোনাহ কাফেরি আর পয়গম্বরগণ গোনাহ করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।—আঃ।

যে ব্যক্তি ইহা না জানে যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) শেষ নবি, সে ব্যক্তি মুসলমান নহে, ইহা এতিমিয়াতে আছে।— আঃ।

কোন লোক তাহার শ্বশুরের সহিত বাদানুবাদ করিতে করিতে বলিল, যদি রাছুলল্লাহ ইশারা করেন, তবু আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব না, ইহা (মহা গোনাহ্জনক কথা হইলেও) কাফের হইবে না। আঃ ও জামেঃ।

যদি কেহ বলে, যদি পয়গম্বরগণের কথা সত্য ও ন্যায় হয় তবে আমরা নাজাত (নিষ্কৃতি) পাইব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। (যেহেতু সে তাহাদের কথাগুলি সত্য ও ন্যায় হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিল)। বাঃ, আঃ, মাজ ও জাঃ।

যদি কেহ বলে যে, আমি রাছুল কিম্বা পয়গম্বরের, তবে সে ব্যক্তি এইরূপ দাবীতে কাফের হইয়া যাইবে। যদি এইরূপ দাবী শ্রবণ করিয়া অন্য লোকে বলে যে, তুমি মো'জেজা (আলৌকিক কার্য্য) প্রদর্শন কর, তবে এই মো'জেজা প্রার্থী ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি এই ব্যক্তি তাহাকে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। মাজঃ জাঃ আঃ, বাহঃ।

যদি কেহ হজরত নবি (ছাঃ)-এর একটি কেশকে ক্ষুদ্র কেশ বলিয়া প্রকাশ করে, তবে একদল বিদ্বানের মতে কাফের হইবে আর কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি উহা অবজ্ঞাভাবে বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, নচেৎ না।

যে ব্যক্তি বলে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) মনুষ্য ছিলেন, কিম্বা জেন ছিলেন, তাহা আমি জানিনা, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা ফছুলে এমাদিয়াতে আছে।

যদি কেহ বলে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) ছোটো দরবেশ (ফকির কিম্বা ভিক্ষুক) ছিলেন, অথবা তাঁহার বস্ত্র কলুষিত ছিল, অথবা তাঁহার নখ লম্বা ছিল, এক্ষেত্রে একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক অবস্থায় সে ব্যক্তি কাফের হইবে, অন্যদল বলেন, যদি অবজ্ঞাভাবে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।— জাঃ, মাজঃ, আঃ, বাহঃ।

যদি কেহ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে যে ঐ ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তবে সে ব্যক্তি (এইরূপ শব্দ ব্যবহার করাতে) কাফের হইবে কি না, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে।— আঃ ও জাঃ।

একটি লোকের নাম মোহাম্মদ আহমদ কিম্বা আবুল কাছেম, অন্য একটি লোক তাহাকে গালি দেওয়া মানসে বলিল, তুমি এবং খোদার যে বান্দার এইরূপ নাম, কিম্বা كنيت 'কুনিএত' হয়, সে বেশ্যার সন্তান এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যদি (হজরত) নবি (ছাঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।— জাঃ ও আঃ।

হজরত নবি (ছাঃ) কে গালি দিলে কাফের হইবে, এমাম আবু হাফছ বলেন, হজরত নবি (ছাঃ) -এর একটি কেশের উপর দোষারোপ করিলে কাফের হইবে। তাঁহার উপর কোন প্রকার দোষারোপ করিলে, কাফের হইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কেহ متواتر 'মোতাওয়াতের' হাদিছের প্রতি এনকার করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আর যদি مشهور 'মশহুর' হাদিছের প্রতি এনকার করে, তবে কতক বিদ্বানের মতে কাফের হইলেও (এমাম) ইছা বেনে আব্বান বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইবে না বরং গোমরাহ হইবে, ইহাই ছহিহ মত।

আর 'আহাদ' হাদিছের প্রতি এনকার করিলে কাফের হইবে না, কিন্তু উহাতে গোনাহগার হইবে, ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে।— আঃ।

ফেকহে-আকবরের টীকার ২০৪ পৃষ্ঠায় আছে, যদি আহাদ হাদিছ ছহিহ কিম্বা হাছান হয়, তবে উহা আমল না করিলে গোনাহগার হইবে, (অর্থাৎ জইফ হাদিছ ত্যাগ করিলে গোনাহগার হইবে না।)।

খোলাছা কেতাবে আছে, আমাদের কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, হাদিছ

রদ করিলে কাফের হইবে, কিন্তু পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, হাদিছ যদি মোতাওয়াতের হয়, তবে উহা ত্যাগ করিলে কাফের হইবে, ইহাই ছহিহ মত; কিন্তু যদি অবজ্ঞা ঘৃণা ও এনকার করিয়া কোন আহাদ হাদিছ ত্যাগ করে, তবে কাফের হইবে।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, একটি লোকের নিকট এই হাদিছটি উল্লেখ করা হইল—হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, আমার কবর বা গৃহ এবং মিম্বরের মধ্যে বেহেশতের একটি উদ্যান আছে, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিদ্রূপ ও এনকার ভাবে বলিল, আমি মিম্বার ও কবর দেখিতেছি তদ্ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতেছি না, ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

লেখক বলেন, যে হাদিছটি এত বহু পরিমাণ লোক রেওয়াএত করিয়াছেন—যাহাদের একযোগে মিথ্যা বলা জ্ঞান বিবেক অস্বীকার করে, এইরূপ হাদিছকে মোতাওয়াতের বলে।

যে হাদিছটি প্রথম অবস্থায় একজন বা অল্পসংখ্যক রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে অনেক লোক রেওয়াএত করিয়াছেন, এই হাদিছটি মোতাওয়াতের হাদিছের ন্যায় অকাট্য সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে নাই, উহাকে মশহুর হাদিছ বলা হয়।

আর যে হাদিছটি সকল অবস্থায় একজন কিম্বা অতি অল্পসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে আহাদ হাদিছ বলা হয়।

হজরত নবি (ছাঃ) এর কোন ছুন্নতের প্রতি ঘৃণা (অবজ্ঞা) করিলে কাফের হইবে, বিশেষতঃ যে কার্যগুলি হজরতের ছুন্নত বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, উহা এনকার করিলে কাফের হইবে।

যদি কেহ কোন মোতাওয়াতের হাদিছ শুনিয়া অবজ্ঞা ভাবে বলে, আমি উহা অনেকবার শুনিয়াছি, তবে কাফের হইবে।

যদি একজন অন্যকে বলে, হজরত নবি (ছঃ) লাউ পছন্দ করিতেন, তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলে, আমি উহা পছন্দ করিনা, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা (এমাম) আবুইউছুফ (রঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী জামানার কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি উহা অবজ্ঞা ভাবে বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, নচেৎ না।

যদি কেহ অন্যকে বলে, (হজরত) নবি (ছাঃ) যে সময় ভক্ষণ করিতেন, তখন তিনি তিনটি অঙ্গুলি চাটিয়া লইতেন, তৎশ্রবণে এই ব্যক্তি বলে ইহা বে-আদবি, এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। একজন অন্যকে বলিল, তুমি নিজের মস্তক মুণ্ডন কর এবং নখ কর্ত্তন কর কেননা ইহা ছুন্নত, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি এনকার ভাবে বলিল, যদিও উহা ছুন্নত হয়, তবু আমি উহা করিব না; তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, কৃষকদিগের ইহা কি আশ্চর্য্যজনক রীতি যে, তাহারা রুটি ভক্ষণ করিয়া হস্ত ধৌত করে না, যদি ইহা সুন্নতের উপর ঘৃণা করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

গোঁফ ছোট করা এবং গলার নিম্নদেশে পাগড়ীর পার্শ্ব ঝুলাইয়া রাখা কি রীতি? হজরতের ছুন্নতের উপর এনকার করিয়া এইরূপ বলিলে কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি গোঁফ সমান করিয়া লও, কেননা ইহা ছুন্নত, সে ব্যক্তি এনকার করিয়া বলিল, আমি উহা করিব না, এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ ছুন্নতের উপর এনকার করিয়া বলে, গোঁফ ছাটিয়া কি লাভ হইবে? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি আশুরার দিবস একে অন্যকে বলে, তুমি চক্ষে ছোরমা দাও, কেননা, এই দিবস চক্ষে ছোরমা দেওয়া ছুন্নত, ইহাতে এই ব্যক্তি বলে, চক্ষে ছোরমা দেওয়া স্ত্রীলোক ও নপুংসকদের কাজ, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।— জাঃ আঃ, বাঃ, কাঃ, মাজঃ,।

মেছওয়াক করা হজরতের ছুন্নত, ইহা মোকাতেল বলিয়াছেন, যদি কোন শহরের সমস্ত লোক উহা ত্যাগ করে, তবে আমরা তাহাদের সহিত কাফেরদের ন্যায় জেহাদ করিব।— জাঃ।

যদি কেহ বলে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) উম্মাদ হইয়াছিলেন, তবে

পীর ফুরফুরাভী উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন, পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আর যদি কেহ বলে, তিনি পীড়াবশতঃ অচৈতন্য হইয়া গিয়াছিলেন, তবে ইহাতে কাফের হইবে না।— জাঃ, কাঃ।

কেহ তাহার গোলামকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি উহাকে প্রহার করিওনা, তৎশ্রবণে মনিব বলিল, যদি (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রহার না করিতে সুপারিশ করেন, তবু আমি তাহাকে ছাড়িব না, কিম্বা বলিল, যদি আছমান হইতে শব্দ হয় যে, তুমি মারিও না, তবু আমি মারিব, আলমগিরিতে ইহাতে কাফের হওয়ার কথা আছে।

একজন (হজরত) নবি (ছাঃ)-এর একটি হাদিছ পড়িতেছিল, তৎশ্রবণে অন্য একটি লোক বলিল, এই ব্যক্তি সমস্ত দিবস মৃত্তিকা পড়িতেছে। ছদরল-ইছলাম জামালদ্দিনকে এই মছলা জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহাতে তিনি বলেন, যদি এই ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ)- এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা না বলিয়া থাকে, বরং হাদিছ পাঠকারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, উক্ত হাদিছটি দ্বীন ও শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত হয় কিনা? যদি হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আর যদি না হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না এবং তাহার কথায় এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইবে যে, পাঠকারীর পক্ষে দ্বীন ও আহকাম সংক্রান্ত হাদিছ পাঠ করা শ্রেয়ঃ। - আঃ।

এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, আরবি ছোট যুবকের অছিলায় ইহাতে (হজরতের প্রতি অসম্মানসূচক কথা বলায়) কাফের হইয়া যাইবে। এক ব্যক্তি বলিল, পয়গম্বর কোন্ সময় পয়গম্বর থাকেন, আর কোন্ সময় পয়গম্বর থাকেন না, ইহাতে সে কাফের হইবে।— আঃ।

এক ব্যক্তি (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর গালি দিবার জন্য বল প্রয়োগপূর্ব্বক বাধ্য করা হইল, ইহা তিন প্রকার হইতে পারে, প্রথম এই যে, সে ব্যক্তি বলিল, আমি বল প্রয়োগকারীদের প্রার্থনামতে মুখে হজরতকে গালি দিয়াছি, আমি উহার উপর রাজি ছিলাম না এবং আমার অন্তরে ইহা উদয় হয় নাই, এই সূত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। এইরূপ তাহাকে খোদার প্রতি এনকার করিতে বাধ্য করা হয়, আর সে ব্যক্তি মৌখিক এনকার করিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

দ্বিতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমার অন্তরে একজন মোহাম্মদ নামক খৃষ্টানের কথা উদয় হইয়াছিল, আর আমি তাহাকে গালি দেওয়ার ধারণায় উক্ত কথা বলিয়াছি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

তৃতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমার অন্তরে মোহাম্মদ নামক একজন খৃষ্টানের কথা উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে কটুকথা বলি নাই, বরং (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে কটু কথা বলিয়াছি, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাজির নিকট এবং আল্লাহতায়ালার নিকট কাফের হইয়া যাইবে। ইহা জামেয়োল-ফছুলাএন আলমগিরি ও মাজমায়োল আনহোরে আছে। ফেকহে-আকবরের টীকার ২০৪ পৃষ্ঠায় আছে, মোহাম্মদ নামক খৃষ্টান ব্যক্তির কথা মনে উদয় হইল না আর সে ব্যক্তি বল প্রয়োগে বাধ্য হইয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) কে গালি দিল, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না কিন্তু এই কাফের না হওয়ার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে তাহাকে হত্যা করার কিম্বা মারাত্মক প্রহার করার ভয় দেখান হয়, দ্বিতীয় বল প্রয়োগকারী উহা করিতে সক্ষম হয়, তৃতীয় যাহার উপর বল প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে অন্য কোন প্রকারে উহা রোধ করিতে না পারে।

যদি কেহ বলে, (হজরত) নবি (ছাঃ) গোরের মধ্যে ঈমানদার অবস্থায় আছে, অথবা কাফের অবস্থায় আছেন, তাহা আমি জানি না, তবে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, নবি (ছাঃ)এর পক্ষ হইতে আমাদের উপায় কোন অনুগ্রহ (নেয়া'মত) নাই, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। (বাহঃ ও মাজঃ)।

এক ব্যক্তি কোন কথা বলিল, ইহাতে অন্য ব্যক্তি বলিল, পয়গম্বর হইলেও মিথ্যা কথা বলেন, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, ইহা তখয়ির কেতাবে আছে। এইরূপ যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, উক্ত ব্যক্তি পয়গাম্বর হইলেও তাহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, উক্ত ব্যক্তি পয়গম্বর হইলেও কঠোর স্বভাবের লোক, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি রাছুল বা খোদার দরবারের নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা হইলেও কঠোর প্রকৃতির লোক, এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে। আঃ।

গোরারোল-মায়ানিতে আছে, যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি ন্যায়ের বিপরীত বলিও না ইহাতে সে বলে পয়গম্বরেরা ন্যায়ের বিপরীত বলিয়াছেন, তবে ইহাতে সে কাফের হইয়া যাইবে এক্ষেত্রে তওবা করিয়া নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। আঃ।

যদি কেহ আকাঙ্খা করিয়া বলে যে, যদি অমুক নবি, নবি না হইতেন, ইহার যদি এইরূপ মর্ম্ম হয়, আল্লাহ অমুকের নবি করিয়াছেন, ইহাতে আল্লাহতায়ালার হেকমত (নিগূঢ়তত্ত্ব) নিহিত আছে, আর যদি তিনি তাঁহাকে নবি না করিতেন, তবে উহাও খোদার হেকমত ভিন্ন নহে, এই মর্ম্মে ইহা কাফেরীমূলক কথা নহে। আর যদি অবজ্ঞা ও শত্রুতামূলে উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে। কাঃ, বাহঃ, মাজঃ ও আঃ।

এক ব্যক্তি বলিল, যদি পয়গম্বর (ছাঃ) আমাকে ছোট লোক বলিতেন, তবে আমি তাহাকে ছাড়িতাম না। ইহাতে সে কাফের হইবে না। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি নবি হইলেও আমি নিজের হক তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতাম, তবে ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।—আঃ কাঃ।

যদি কেহ বলে, স্বেচ্ছায় যে কোন গোনাহ করা হয় উহা কবিরা হইবে, আর কবিরা অনুষ্ঠানকারী ফাছেক, আরও নবিগণ স্বেচ্ছায় গোনাহ করিয়াছেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা এতিমিয়া কেতাবে আছে। আঃ।

যদি কেহ বলে, যদি (হজরত) আদম (আঃ) গম ভক্ষণ না করিতেন, তবে আমরা হতভাগ্য (বদবখত) ইহতাম না, তবে ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

একজন অন্যকে বলিল, নিশ্চয় (হজরত) আদম (আঃ) বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন, কাজেই আমরা জোলা সন্তান হইলাম, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আঃ।

একজন অন্যকে বলিল, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ মালাকোল-মওতের সহিত সাক্ষাৎ করার তুল্য ইহা মহা গোনাহমূলক কথা, এই ব্যক্তি কাফের

হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইবে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ইহাতে কাফের হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

খানিয়া কেতাবে আছে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি (হজরত) মালাকোল-মওতের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা হেতু বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি মৃত্যুকে না পছন্দ করা উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, অমূকের চেহারাকে মালাকোল-মওতের চেহারার ন্যায় শত্রু ধারণা করি, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।

তখ্‌য়ির কেতাবে আছে। যদি কেহ বলে আমি অমুকের সাক্ষ্য শ্রবণ করিব না, যদিও সে ব্যক্তি জিবারাইল ও মিকাইল হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি কোন ফেরেশতার উপর দোষারোপ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি আমাকে এক সহস্র দেরহম (টাকা) প্রদান কর, তাহা হইলে আমি মালাকোল-মওতকে প্রেরণ করিব, যেন তিনি অমুকের হত্যার জন্য তাহার আত্মা কাড়িয়া লন, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না?

আবুর্জার বলিয়াছেন, ফেরেশতার প্রতি অবজ্ঞা করা কাফেরীমূলক কার্য্য। আঃ ও কাঃ।

যদি কেহ বলে (হজরত) আজরাইল (আঃ) অমুকের প্রাণ লইতে ভ্রম করিয়াছেন তবে সে কাফের হইবে। মাজঃ।

যদি কেহ অন্যকে বলে, আমি অমুক স্থানে তোমার ফেরেশতা হইব, অমুক কার্য্যে তোমার সাহায্য করিব, এইরূপ যদি কেহ বলে, আমি ফেরেশতা, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

আর যদি কেহ বলে, আমি নবি, তবে তাহার কাফের হওয়া সম্বন্ধে কাহার মতভেদ নাই।— আঃ ও জাঃ।

নবীগণের সংলগ্ন আরও কতকগুলি মছলা

যদি রাফেজি (শিয়া) হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) কে গালি দিয়া থাকে, কিম্বা তাঁহাদের উপর অভিসম্পাত (লা'নত) প্রদান করিয়া থাকে, সে কাফের হইবে।

যে রাফেজি (হজরত) আলি (রাঃ) কে (হজরত) আবুবকর (রাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধারণা করে, সে কাফের হইবে না। কিন্তু বেদয়াতি হইবে।

মো'তাজেলা সম্প্রদায় বেদয়াতি, অবশ্য যদি তাঁহারা পরকালে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ অসম্ভব ধারণা করে, তবে কাফের হইবে. ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যে রাফেজি (হজরত) আএশার (রাঃ) উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করে, সে কাফের হইবে। আর যে রাফেজি (হজরত) নবী (ছাঃ) -এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করে, সে কাফের হইবে না, কিন্তু লা'নতের উপযুক্ত হইবে।

যে ব্যক্তি বলে, (হজরত) ওমার, ওছমান ও আলি (রাঃ) সাহাবা দলভুক্ত ছিলেন না, সে কাফের হইবে না, কিন্তু অভিসম্পাতের যোগ্য হইবে। ইহা খাজানাতোল ফেকহ কেতাবে আছে।

যে রাফেজি (হজরত) আবুবকর (রাঃ) এমামত (খেলাফত) অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কতক বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না, কিন্তু বেদয়াতি হইবে, কিন্তু ছহিহ মতে কাফের হইবে। এইরূপ যে ব্যক্তি (হজরত) ওমারের খেলাফত এনকার করে, সে ব্যক্তি সমধিক ছহিহ মতে কাফের হইবে। ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে।

যে ব্যক্তি (হজরত) আবুবকর (রাঃ) কে ছাহাবা বলিয়া স্বীকার করে না, সে কাফের হইবে।

মাজমায়োল আনহোরে আছে, হজরত ওমারের (রাঃ) ছাহাবা হওয়া অস্বীকার করিলে, সমধিক ছহিহ মতে কাফের হইবে।— আঃ ও মাজঃ।

যে ব্যক্তি (হজরত) ওছমান, আলি, তালহা, জোবাএর ও আএশা (রাঃ) কে কাফের বলে, তাহাকে কাফের বলা ওয়াজেব।

যে জয়দিয়ারা বলিয়া থাকে যে, আজম দেশ হইতে একজন নবী প্রকাশিত হইবেন—তিনি আমাদের নবী ও ছৈয়দ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ)এর দান মনছুখ করিয়া দিবেন, এইরূপে সমস্ত জয়দিয়াকে কাফের বলা ওয়াজেব, ইহা আজিজ-কোরদোরিতে আছে।

যে রাফিজিরা বলিয়া থাকে যে, শেষ জামানায় এমাম মেহদী প্রকাশিত হইলে মৃতেরা দুনইয়ায় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে লোকদের আত্মা সকল মৃত্যু অন্তে নব নব দেহে প্রবেশ করিয়া পুনর্জীবিত হইবে, খোদার আত্মা এমামগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। শেষ জামানায় বাতেনি এমাম প্রকাশিত হইবেন, যতদিন উক্ত এমাম প্রকাশিত না হইবেন ততদিবস শরিয়তের আদেশ ও নিষেধগুলি অকর্ম্মণ্য ভাবে থাকিবে।

আরও বলিয়া থাকে যে, (হজরত) জিবরাইল (আঃ) ভ্রমবশতঃ (হজরত) আলির (রাঃ) উপর অহি নাজিল না করিয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর অহি নাজিল করিয়াছিলেন, এই দল ইছলাম হইতে খারিজ, ইহাদের ব্যবস্থা মোরতাদ্দদিগের ন্যায় হইবে, ইহাদিগের কাফের বলা ওয়াজেব, ইহা জাহেরিয়াতে আছে— আঃ।

কোর-আন সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

যে ব্যক্তি কোর-আন শরিফের কোন আয়তকে অস্বীকার করে, কিম্বা কোন আয়তের প্রতি বিদূপ অথবা দোষারোপ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা খাজানা ও তাতারখানিয়াতে আছে।— আঃ।

যে ব্যক্তি কোর-আন, মছজিদ কিম্বা এইরূপ শরিয়তের সম্মানিত বস্তুকে অবজ্ঞা করে, কিম্বা কোর-আনের কোন আয়তকে কোর-আন বলিয়া অস্বীকার করে, অথবা কোর-আনের কোন অংশের প্রতি দোষারোপ করে, কিম্বা কোন অংশে ভ্রান্তিমূলক ধারণা করে, অথবা কোন অংশের প্রতি বিদ্রূপ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।— মাজঃ।

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার প্রেরিত কোন কেতাবের প্রতি ঈমান না আনে, কিম্বা কোর-আন উল্লিখিত বেহেশ্‌ত ইত্যাদি ওয়াদা (অঙ্গীকার) এবং দোজখের শাস্তি ইত্যাদির ভীতিকে অস্বীকার করে কিম্বা উহা উল্লিখিত কোন

সংবাদের প্রতি অসত্যারোপ করে, সে ব্যক্তি বিনা সন্দেহে কাফের হইবে। ইহা ফেকহে আকবরের টীকার ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ছুরা নাছ ও ফালাক কোর-আন শরিফের অংশ বিশেষ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সমস্ত ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি উক্ত ছুরাদ্বয়ের কোর-আন হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন।

হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি উক্ত ছুরাদ্বয় কোর-আন শরিফে লিখিতেন না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ধারণা করিতেন যে, উক্ত ছুরাদ্বয় পীড়িতদের শরীরে ফুঁক দেওয়ার জন্য নাজিল হইয়াছে, উহা সকলের কণ্ঠস্থ থাকিবে, কাজেই উহা কোর-আনে লেখার আবশ্যক নাই।

তিনি উক্ত ছুরাদ্বয়ের কোর-আন না হওয়ার মত ধারণা করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, উহা অ-অমূলক কথা, কারণ (হজরত) হাফছা (রাঃ) তাঁহা হইতে উক্ত ছুরাদ্বয়ের কোর-আনের অংশ হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যদি কেহ হজরত এবনো মছউদের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উক্ত ছুরাদ্বয়কে কোর-আন বলিতে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক অবস্থায় সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, হজরত এবনো মছউদের কার্য্যের বিপরীত মর্ম্ম বুঝিয়া যে ব্যক্তি উক্ত মত ধারণ করে তাঁহার উপর কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, আর যদি ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উক্ত মত ধারণ করে তবে কাফের হইবে। মোল্লা আলিকারী ফেকহে-আকবরের টীকায় ২০৫ পৃষ্ঠায় এই মতটি ছহিহ বলিয়াছেন। বাহরোর রায়েকে ও মাজমায়োল-আনহোরে আছে, যে ব্যক্তি ছুরা নাছ ও ফালাককে কোর-আনের অংশ না বলে, তাহার কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, ছহিহ মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি সাধারণ লোক হয়, তবে কাফের হইবে, আর যদি আলেম হয়, তবে (ভুল বুঝিবার জন্য) কাফের হইবে না।

আলমগিরিতে জহিরিয়া কেতাব হইতে তাহার কাফের না হওয়ার ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

জামায়োল-ফছুলাএনে উহাতে কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকার কথা উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে। আবুল্লাএছের তফছিরের শেষাংশে আছে, যাহারা ধারণা করে যে, ছুরা নাছ ও ফালাক কোর-আনের অংশ নহে, তাহাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সমস্ত লোকের লা`নত হউক। উম্মতেরা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উক্ত ছুরাদ্বয়ের কোর-আনের অংশ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন।

ফওজোন্নাজাতে আছে, যদি কেহ বলে, আল্লাহ কেন এই বিষয়টি কোর-আনে উল্লেখ করিলেন? তবে সে কাফের হইবে। মোল্লা আলিকারী লিখিয়াছেন, যদি এনকার ভাবে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি কোর-আনের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। শারহে ফেকহে-আকবর, ২০৫।

হলফ করা উদ্দেশ্যে যদি কেহ কোর-আন শরিফের উপর পা তুলিয়া দেয়, তবে কাফের হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

মোল্লা আলিকারী, ফেকহে-আকবরের টীকায় লিখিয়াছেন, হলফ করা উপলক্ষ্যে হউক, আর নাই হউক, কোর-আন মজিদের উপর পা তুলিয়া দিলে কাফের হইবে।

দফ বা অন্য কোন বাদ্য উপলক্ষ্যে কোর-আন পড়িলে, কাফের হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে, মাজমায়োল আনহোরে, আলমগিরি ও শরাহ ফেকহে-আকবরে খোলাছা ওছুলে এমাদিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও শরাহ ফেকহে-আকবরে আছে, আল্লাহতায়ালার জেকেরকালে ও নবী (ছাঃ)-এর প্রশংসা উপলক্ষ্যে দফ ইত্যাদি বাদ্য বাজাইলে, কাফের হইবে। এইরূপ আল্লাহতায়ালার জেকরকালে হাতে তালি দিলে, কাফের হইতে হয়।

এক ব্যক্তি কোর-আন পড়িতেছিল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইহা প্লাবনের ন্যায় কি আওয়াজ? এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।— আঃ।

এক ব্যক্তি কোর-আন পড়িতে শুনিয়া বিদ্রূপভাবে বলিল, ইহা কি চমৎকার সঙ্গীত, এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইবে মোল্লা আলীকারি লিখিয়াছেন, যদি কোর-আন পাঠের উপর বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের

হইবে, আর যদি কারীর কুৎসিত শব্দ ও অশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে (ইহা গোনাহ হইলেও) কাফেরী হইবে না।— শঃ. ফেঃ, আঃ।

এক ব্যক্তি বলিল, অনেক সময় কোর-আন পাঠ করিলাম কিন্তু উহা আমাদের নাপাকি দুর করিতে পারিল না, তবে সে কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।—আঃ।

যদি কেহ বলে কোর-আন প্রকৃত পক্ষে সৃষ্ট পদার্থ, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।— বাঃ, মাজঃ।

যদি কেহ বলে, কোর-আন আরবী নহে, বরং 'আজমি' (গর আরবী) ভাষায় নাজিল হইয়াছে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি কেহ বলে, উহাতে একটি শব্দ গর-আরবী (আজমি) আছে, তবে তাহার সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, ইহা ফছুলে এমাদিতে আছে।— আঃ, বাঃ ও মাজঃ।

যদি কোন লোককে বলা হয়, তুমি কেন কোর-আন পাঠ কর না? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি কোর-আনের উপর নারাজ হইয়াছি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খাজানাতোল- ফেকহে কেতাবে আছে।

যদিএ ক ব্যক্তি কোর-আনের একটি ছুরা স্মরণ করিয়া অনেক সময় উহা পাঠ করে, ইহাতে অন্য একটি লোক বলে, এই ছুরাটি খারাপ (কিম্বা দুর্বল) করিয়া দিলে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা ছদরোছ্-ছোদুর ও কাজিল কোজাত কামালুদ্দিনের কেতাবদ্বয়ে আছে।— আঃ।

ফার্সি পদ্যে কোর-আন লিখিলে, কাফের হইবে। বাঃ ও মাজঃ।

লেখক বলেন, ইহার কারণ এই যে, পদ্যে অনেক হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হয়, কোর-আনের অর্থ প্রকাশে হ্রাস বৃদ্ধি করিলে, কাফের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এমাম ফজলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়ে, কিম্বা اصحاب الجنة স্থলে اصحاب النار অথবা উহার বিপরীত পড়ে, তবে কি হইবে?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার এমামত জায়েজ হইবে না এবং স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি কোন শব্দ দোয়াদ ও জোয়া দুই কেরাত থাকে, যথা ضنين তবে দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, কোন দোষ হইবে না, তদ্ব্যতীত সমস্ত স্থলে স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে (কোর-আনের অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলেও) দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে,কাফের হইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শঃ, ফেঃ, আঃ।

শেফায় কাজি এয়াজ, ২।২৬৪ পৃষ্ঠা—

'মুছলমান দিগের এজমা (একমাত) হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোর-আন শরিফের একটী অক্ষর কম করিবে কিম্বা একটি অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িবে, কিম্বা যে কোর-আন শরিফের উপর এজমা হইয়াছে, উহার এরূপ একটি অক্ষর স্বেচ্ছায় বেশী করে যাহার কোর-আন ভুক্ত না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কাফের হইবে।

বিদ্রূপ কিম্বা ক্রীড়া কৌতুকভাবে মনুষ্যের কথার স্থলে কোর-আনের আয়াত উল্লেখ করিলে কাফের হইতে হয়। যথাঃ- যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি قُلْ هُوَ اللّٰه কোল হু ওয়াল্লাহু'র চামড়া খুলিয়া লইয়াছে, কিম্বা اَلَمْ نَشْرَحْ আলাম নাশরাহ'- এর গলা ধরিয়াছ' অথবা তুমি اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ ইন্না আ'তায়না কাল-কাওছার' অপেক্ষা সমধিক বেঁটে, অথবা দেগে قُلْ هُوَ اللّٰه 'কোলহুওয়াল্লাহ' রন্ধন করা হইয়াছে, কিম্বা তুমি وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ অছ্ছমায়ে অত্তরেক'-এর ন্যায় গৃহ পরিস্কার করিয়াছে, অথবা اَلَمْ نَشْرَحْ 'আলাম নাশরাহ' এর পাগড়ী বাঁধিয়াছ, তবে সে ব্যক্তি কোর-আনের সহিত বিদ্রূপ করায় কাফের হইবে।

একটী লোক পীড়িতের নিকট ছুরা ইয়াছিন পড়িতেছিল, ইহাতে অন্য ব্যক্তি বলিল, তুমি ছুরা ইয়াছিনকে মৃতের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিও না। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি অন্যকে জামায়াতে নামাজ পড়িতে ডাকিল, ইহাতে সে বলিল, আমি নামাজ পড়িব, কেননা আল্লাহ, বলিয়াছেন إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى এস্থলে আরবী শব্দের অর্থ বিরত রাখে কিন্তু সে ব্যক্তি ফার্সি تَنْهٰى (একা) অর্থে ব্যবহার করিয়া কোর-আনের শব্দ ও মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিল এবং কাফের হইয়া গেল। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

একজন কোর-আন পড়িতে পড়িতে একটি শব্দ, স্মরণ করিতে পারিতেছিল না, ইহাতে অন্য এক ব্যক্তি বলিল, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ কিম্বা একব্যক্তি পিয়ালা পূর্ণ করিয়া আনিয়া বিদ্রূপভাবে বলিল, وَكَاسًا دِهَاقًا কিম্বা বলিল, فَكَانَتْ سَرَابًا অথবা একব্যক্তি কোন বস্তু পরিমাণ বা ওজন করা কালে বলিল وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ বা এক ব্যক্তি এক স্থানের কতকগুলি লোককে একত্রিত করিয়া বলিল, فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا কিম্বা বলিল, وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ أَحَدًا এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

এক ব্যক্তি অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল দেগে কি আছে? তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বিদ্রূপভাবে ঐরূপ বলিয়াছে, অথবা নিজের কথা স্থলে খোদার কালাম ব্যবহার করিয়াছে, এইহেতু কাফের হইবে।

এবরাহিম নামক একজন মোদার্রেছ আগমন করা উপলক্ষে একজন ক্বারী এই আয়াত পড়িল يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ইহাতে ক্বারী কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে قَاعًا صَفْصَفًا হইয়া গিয়াছে, তবে কাফের হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে।— বাঃ, আঃ, মাজঃ।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি وَالنّٰزِعٰتِ نَزْعًا পড়িয়া থাক, কিম্বা وَالنّٰزِعٰتِ نَزْعًا পড়িয়া থাক, এস্থলে সে কোর-আনে ভ্রম জন্মান বা বিদ্রূপ করা উদ্দেশ্যে উহা বলিয়াছেন এইহেতু কাফের হইয়া যাইবে।— জাঃ ও শাঃ ফেঃ, আঃ।

অন্যান্য জেকর সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

জাহিরিয়া কেতাবে আছে, দুইটি লোক বিরোধ করিতেছিল, এমতাবস্থায় একজন বলিল, لا حول ولا قوة الا بالله 'লাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, লাহাওলা আমার উপর হুকুম নহে, লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ দ্বারা কি করিব? লাহাওলা ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে না, লা হাওলা ফলদায়ক নহে, লাহাওলাতে কোন উপকার হয় না, লাহাওলাতে রুটীর কার্য্য হয় না এবং লাহাওলা পিয়ালাতে 'ছরিদ' প্রস্তুত করিতে পারে না, উপরোক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

মুহিত কেতাবে আছে, যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি তছবিহ (ছোবহানাল্লাহ) কিম্বা কলেমা পড়ে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার কথাগুলি বলে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

এইরূপ যদি কেহ ছোবহানাল্লাহ বলে, আর তৎশ্রবণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, তুমি আল্লাহতায়ালার নামের চামড়া খুলিয়া ফেলিলে, কিম্বা কতক্ষণ পর্য্যন্ত ছোবহানাল্লাহ? অথবা কতক্ষণ পর্য্যন্ত ছোবহানাল্লাহ বলিবে, তবে আল্লাহতায়ালার নামের প্রতি অবজ্ঞা করা হেতু কাফের হইবে। শতরঞ্জ খেলার সময় বিছমিল্লাহ বলিলে, কাফের হইবে।

তাতেম্মা কেতাবে আছে, মদপান ব্যভিচার (জেনা) ও হারাম ভক্ষণ আরম্ভ করার সময় বিছমিল্লাহ বলিলে কাফের হইবে।

মোল্লা আলীকারী বলিয়াছেন, যে হারামের হারাম হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত মত এবং জ্বলন্তভাবে ইছলামে উহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ হারাম ভক্ষণ আরম্ভ করা কালে বিছমিল্লাহ বলিলে কাফের হইবে।

হারাম ভক্ষণ করিয়া الحمد لله আলহামদো লিল্লাহ বলিলে কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন ইহাতে কাফের হইবে না, যেহেতু হারাম ভক্ষণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হওয়ায় আলহামদো লিল্লাহ পড়িয়াছে। অন্যদল বলেন, ইহাতে কাফের হইবে, যেহেতু হারামের উপর উহা পড়িয়াছে। আর যদি কিছু নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে।

মোল্লা আলীকারী লিখিয়াছেন, যদি হারাম খাদ্যের কথা স্মরণ করিয়া উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি কেবল খাদ্যের কথা স্মরণ করিয়া উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। যদি একজন অন্যকে বলে, তুমি লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলিল, আমি উহা বলিব না, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, আর কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি এই উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে যে, আদেশকারীর আদেশে পড়িব না, তবে কাফের হইবে না।

আর যদি বলে, তুমি কলেমা পড়িয়া কি কার্য্য করিয়াছ যে, আমি উহা পড়িব? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। এক ব্যক্তির কয়েকবার হাঁচি হইয়াছিল, তাহার নিকট অন্য ব্যক্তি ছিল, সে কয়েকবার يرحمك الله 'ইয়ার হামোকাল্লাহ্' বলিল, তৎপরে পুনরায় তাহার হাঁচি হইল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, এই 'ইয়ার হামোকাল্লাহ' বলায় আমি বিব্রত (হয়রান) হইলাম, ইহাতে কাফের হইবে কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে, ছহিহ মতে কাফের হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

একজন বাদশাহর হাঁচি হইয়াছিল তৎশ্রবণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'ইয়ার হামোকাল্লাহ' ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি বাদশাহর জন্য ইহা বলিও না এই তৃতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা ফছুলে-এমাদিয়াতে আছে। আঃ, ২।৩০০। ৩০১ জাঃ, ২।৩০৭।

যদি কোন পীড়িত ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি লাএলাহা ইল্লাল্লাহ বল, ইহাতে সে বলে না, তবে তাহার উপর কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, ইহা বাহারোর-রায়েকের ৫।১২২ পৃষ্ঠায় আছে।

যদি এক ব্যক্তি কোন আজানদাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ (অর্থাৎ তোমার আজান মিথ্যা) তবে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা হাবি ও কাজিখানে আছে।— আঃ, ২।২৯৭ ও শঃ ফেঃ, আঃ ২২৭ ও জাঃ, ২।৩০৭।

যদি কেহ আজান শুনিয়া বলে, ইহা ঘণ্টার আওয়াজ, কিম্বা চৌকিদারের

আওয়াজ, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে. ইহা ফছুলে- এমাদি ও তাতারখানি কেতাবে আছে। আঃ ঐ পৃঃ ও জাঃ ঐ পৃঃ।

তখরির কেতাবে আছে, যদি কেহ আজান শুনিয়া বলে, ইহা হট্টগোলের শব্দ, ইহা আজান এনকার করিয়া বলায় কাফের হইয়া যাইবে। আঃ ঐ পৃষ্ঠা।

যদি কেহ বিদ্রূপ করিয়া দ্বিতীয়বার আজান দেয়, তবে কাফের হইয়া যাইবে। জাঃ ঐ পৃষ্ঠা ও মাজঃ ১।৬৯৪।

যদি কেহ আজান শুনিয়া বলে, ইহা আশ্চার্য শব্দ, কিম্বা অপরিচিতি শব্দ, অথবা বেগানাদিগের শব্দ, তবে কাফের হইবে। ইহা জওয়াহের ও মুহিত কেতাবে আছে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি আজানের উপর বিদ্রূপ করিয়া আশ্চার্য্য শব্দ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি আজান দাতার কর্কশ শব্দ কিম্বা অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

এইরূপ যদি কোন অপরিচিত আজানদাতার আজান শুনিয়া উহা অপরিচিত ও বেগানার শব্দ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, কিন্তু বিদ্রূপ করিয়া উহা বলিয়া থাকিলে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি আজানের ওয়াক্তের পূর্ব্বে বিদ্রূপভাবে আজান দিতে লাগিল, ইহাতে অন্য ব্যক্তি বলিল, ইহা কি আশ্চার্য্য আওয়াজ কি অপরিচিত আওয়াজ, কি বেগানার আওয়াজ, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে না।

তাতেম্মা কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি অন্যকে আজান দিতে শুনিয়া বিদ্রূপভাবে বলিল, এই মহরুম আজানদাতা কোন্ ব্যক্তি যে, আজান দিতেছে? উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। শঃ ফেঃ, আঃ ২২৭ ও মাজঃ ২।৬৯৪।

বদরোর- রশিদ কিম্বা তাতেম্মা লেখক বলিয়াছেন, প্রাচীন কোন বিদ্বানের নিকট শুনিয়াছি, এক ব্যক্তি বলিল, আমি গৃহে প্রবেশ করিব কি? অগ্রসর হইব কি? দণ্ডায়মান হইব কি? উচ্চে আরোহণ করিব কি? ভ্রমণ করিতে যাইব কি? তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, বিছমিল্লাহ, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

দাওয়াতকারী ব্যক্তি উপস্থিত লোকদিগের 'খাওয়া আরম্ভ করুন স্থলে বলিয়া থাকে বিছমিল্লাহ ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

উপরোক্ত দুইস্থলে মনুষ্যের কথাস্থলে আল্লাহতায়ালার কালাম ব্যবহার করিয়াছে, এইহেতু কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

বাজ্জাজি কেতাবে খোওয়ারেজমের বিদ্বানগণ হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, পরিমাণ ও ওজনকারীরা গণনা আরম্ভ করা কালে, 'এক' শব্দ স্থলে 'বিছমিল্লাহ' বলিয়া থাকে, তাহারা গণনা আরম্ভ করার নিয়তে উহা বলে না। যদি এই নিয়ত হইত, তবে বলিত 'বিছমিল্লাহ' এক, কিন্তু এইরূপ না বলিয়া কেবল 'বিছমিল্লাহ' বলিয়া থাকে, এইহেতু তাহারা কাফের হইবে। মোল্লা আলিকারী উপরোক্ত মছলাগুলিতে কাফের না হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।— শরাহ ফেকহে-আকবর ২০৮। ২০৯।

লেখক বলেন, যে কথাতে কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, এইরূপ কথায় কাফেরি ফৎওয়া না দিলেও লোকের উহা হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব। আমাদের দেশের লোকে ক্ষুধার সময় বলিয়া থাকে, পেট কোলহু-ওয়াল্লাহ পড়িতেছে, ইহাতে কাফের হইতে হয়, এইরূপ কথা হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব।

কোন কোন বে-শরা ফকির বলিয়া থাকে, কোর-আনে আছে, وكان من الكافرين 'অকানা মেনাল কাফেরীন' যত কানা সব কাফের। ইহাতে একে'ত কোর-আনের অর্থ পরিবর্ত্তন করিল, দ্বিতীয়, কোর-আনের উপর বিদ্রূপ করিল, ইহাতে বিনা সন্দেহে কাফের হইয়া যাইবে।

এই ধরণের বিস্তর কথা তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, এইরূপ কাফেরীমূলক কথা হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব।

নামাজ, রোজা ও জাকাত সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

যদি কেহ কোন পীড়িতকে বলে যে, তুমি নামাজ পড়, আর ইহাতে সে বলে, আমি কখনও নামাজ পড়িব না এবং সে নামাজ না পড়িয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

(এমাম) আবু-হাফছ বলিয়াছেন, যদি আমার পক্ষে জায়েজ হইত, তবে বলিতাম যে, উক্ত ব্যক্তিকে তীরবিদ্ধ কর, এবং সে কাফের হইয়া মরিয়াছে, এইহেতু তাহার জানাজা পড়িও না।

আর কেহ কেহ উহাতে কাফের না হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত।— জাঃ, ১।৩০৫, মাজঃ, ১।৬৯৩, আঃ, ২।২৯৫ ও বাঃ, ৫।১২২।

যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি ফরজ নামাজ পড়, আর তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলে, আমি অদ্য নামাজ পড়িব না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ আছে।

নাতেফি (এমাম) মোহাম্মদ (রঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যদি কেহ বলে, আমি নামাজ পড়িব না, ইহার চারি প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, আমি নামাজ পড়িব না, কেননা আমি নামাজ পড়িয়াছি। দ্বিতীয় আমি তোমার হুকুমে নামাজ পড়িব না, নিশ্চয় তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি আমাকে উহার আদেশ করিয়াছেন। তৃতীয়, ফাছেকী বশতঃ উহা পড়িব না, এই তিন অর্থে উহা বলিলে কাফের হইবে না।

চতুর্থ, আমি নামাজ পড়িব না, যেহেতু আমার উপর নামাজ ওয়াজেব নহে এবং আমি উহার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হই নাই। এই অর্থে উহা বলিলে কাফের হইবে।— কাঃ ৪।৪৬৬, ২।২৯৫ ও মাঃ,১।৬৯৩।৬৯৪।

যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি নামাজ পড়, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে আমি নামাজ পড়িব না, যদি ইহা নামাজের উপর এনকার করিয়া অথবা নামাজকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকে, কিম্বা নামাজকে ওয়াজেব ধারণা না করিয়া বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে। ইহা তাতেম্মা কেতাবে আছে।— শঃ ফেঃ, আঃ ২০৯।২১০।

একজন অন্যকে নামাজ পড়িতে বলে, তদুত্তরে এই ব্যক্তি বলিল যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে এবং নিজের উপর দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া লয়, সে 'দাইউছ' دیوث কিম্বা আমার যে সময় আছে, তাহা বৃথা নষ্ট করি নাই, কিম্বা কোন ব্যক্তি এই কার্য্য পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে? অথবা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে— যাহা সে সু-সম্পন্ন করিতে না পারে, অথবা লোকেরা আমাদের জন্য (পরিবর্ত্তে) নামাজ পড়িয়া থাকে, অথবা আমি নামাজ পড়িয়া থাকি, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না, কিম্বা তুমি নামাজ পড়িয়া থাক,

ইহাতে তুমি কি ফল লাভ করিয়াছ, কিম্বা কাহার জন্য নামাজ পড়িব, আমার পিতামাতা মরিয়া গিয়াছেন, কিম্বা নামাজ পড়া না পড়া সমান, কিম্বা আমি এত পরিমাণ নামাজ পড়িয়াছি যে, উহাতে আমার অন্তর ক্ষুব্দ (বা বিচলিত) হইয়া গিয়াছে, অথবা নামাজ এরূপ বস্তু নহে যে, যদি উহা ত্যাগ করা যায়, তবে দুর্গন্ধ হইয়া যাইবে, উপরোক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। ইহা খাজানাতোল-মোফতিন কেতাবে আছে।

যদি লোকে এক ব্যক্তিকে বলে, তুমি আইস, আমরা অমুক উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িব, ইহাতে সে ব্যক্তি বলে, আমি বহু নামাজ পড়িয়াছি, কিন্তু আমার কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই, ইহা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করা উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকিলে, কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, নামাজ ত্যাগ করা উৎকৃষ্ট কার্য্য, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ অন্যকে বলে, নামাজ পড় তাহা হইলে তুমি এবাদত কিম্বা নামাজের মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে, আর তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, তুমি নামাজ ত্যাগ কর, তাহা হইলে নামাজ ত্যাগের মিষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে, যদি কোন গোলামকে বলা হয় যে, তুমি নামাজ পড়, আর তদুত্তরে সে বলে, আমি নামাজ পড়িব না, কেননা (নামাজ পড়িলে) উহার ছওয়াব মনিব প্রাপ্ত হইবে, তবে গোলাম কাফের হইবে। যদি কোন লোককে বলা হয় যে, তুমি নামাজ পড়, আর তদুত্তরে সে বলে যে, যখন আল্লাহ্ আমার অর্থ কম করিয়া দিয়াছেন, তখন আমিও তাহার হক কম করিব, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ কেবল রমজানে নামাজ পড়ে, আর অন্য মাসে নামাজ না পড়ে এবং বলে যে রমজান মাসে নামাজ পড়াই অধিক হইয়া যাইবে, কেননা রমজানের প্রত্যেক নামাজ ৭০টি নামাজের সমান হইয়া থাকে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।— আঃ ২।২৯৫-২৯৬, জাঃ, ২।৩০৫।৩০৬।

যদি কেহ স্বেচ্ছায় কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিয়া উহা আরম্ভ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেবলার দিকে মুখ হইয়া যায় তবে (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

ফকিহ আবুল্লাএছ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।

এইরূপ যদি কেহ স্বেচ্ছায় নাপাকি অবস্থায় কিম্বা নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে, তবে কাফের হইবে।

যদি কেহ স্বেচ্ছায় বিনা ওজু নামাজ পড়ে, তবে কাফের হইবে, ছদরোশ-শহিদ (রঃ) বলিয়াছেন, আমরা এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়া থাকি।

যদি কেহ কেবলা স্থির করিতে না পারিয়া অনুমান করিয়া একদিকে কেবলা স্থির করিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ে, তবে (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা করি।

পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ তাহার কাফের হওয়ার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, শামছোল-আএম্মার হোলওয়ানি বলিয়াছেন, সমধিক প্রকাশ্য মত এই যে, যদি বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যভাবে কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ে, তবে কাফের হইবে।

বাহরোর রায়েকে ও মাজমায়োল-আনহোরে লিখিত আছে, কেবলা বিনা ওজু স্বেচ্ছায় নামাজ পড়িলে ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে কাফের হইবে।

লেখক বলেন, ইহাতে বুঝা যায়, কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে কিম্বা নাপাক কাপড়ে স্বেচ্ছায় নামাজ পড়িলে, কাফের না হওয়া তাহাদের মনোনীত মত।

জামেয়োল-ফছুলাএন ২।৩০৬ পৃষ্ঠায় আছে, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ কাফের বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ কাফের না হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। মোল্লা আলিকারী ফেকহে-আকবরের টীকার ২১২।২১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ফাতাওয়ায়-ছোগরা ও জাওয়াহের কেতাবে লিখিত আছে, কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে, কিম্বা নাপাক কাপড়ে অথবা বিনা ওজু স্বেচ্ছায় নামাজ পড়িলে, কাফের হইবে, কিন্তু যদি উহা হালাল জানিয়া কিম্বা বিদ্রূপভাবে এইরূপ করে, তবে কাফের হইবে, আর যদি উহা উদ্দেশ্য না হয়, তবে কাফেরি ফৎওয়া না দেওয়া উচিত।

এইরূপ মুহিত কেতাবে (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) হইতে যে কাফের হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম এইরূপ হইবে যে, যদি তাচ্ছিল্যভাবে কিম্বা হালাল জানিয়া করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে নচেৎ গোনাহগার হইবে।

জামেয়োল-ফছুলাএনের ২।৩০৬ পৃষ্ঠায় ও মাজমায়োল আনহোরের ১।৬৯৪ পৃষ্ঠায় ও আলমগিরির ২।২৯৬ পৃষ্ঠায় আছে;—

কেহ জামায়েতের সহিত নামাজ পড়িতেছিল, হঠাৎ তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যায়, সে উহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে এবং গোপন করা উদ্দেশ্যে ঐ অবস্থায় নামাজ পড়িতে থাকে, কিম্বা এক ব্যক্তি শত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া হঠাৎ বিনা ওজু নামাজে দাঁড়াইয়া যায়, আমাদের কতক প্রাচীন বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কেননা সে ব্যক্তি বিদ্রূপ করা উদ্দেশ্যে এরূপ করে নাই।

যে ব্যক্তি জরুরতের জন্য অথবা লজ্জায় পড়িয়া এইরূপ কার্য্যে লিপ্ত হয় সে ব্যক্তি কোর-আন পড়িবে না, দণ্ডায়মান হওয়াকালে নামাজের কেয়ামের নিয়ত করিবে না, যখন পৃষ্ঠদেশ ঝুকাইয়া দেয় তখন রুকু করার নিয়ত করিবে না, যখন মস্তক জমিতে রাখে তখন ছেজদার তছবিহ পড়িবে না, এক্ষেত্রে সে সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না।

আলমগিরি ও জামেয়োল-ফছুলাএনে আছে, যদি কেহ নাবালেগ পাগল, স্ত্রীলোক, নাপাক কিম্বা বে-ওজু ব্যক্তির এক্তেদা করে, অথবা কাজা নামাজ বাকী থাকার স্মরণ করা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে, তবে সে সকলের মতে কাফের হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

আলমগিরির ২।২৯৬। ২৯৭ পৃষ্ঠায় আছে, যদি কেহ বলে, আমার পক্ষে নামাজ পাঠ উপযুক্ত নহে, কিম্বা হালাল কার্য্য করা শ্রেয়ঃ নহে, কিম্বা বলে নামাজ কাহার জন্য করিব, আমার স্ত্রী নাই এবং সন্তান নাই, কিম্বা বলে, নামাজ তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছি তবে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

ফেকহে আকবরের টীকার ২১৩ পৃষ্ঠায় আছে—

যদি কেহ নামাজের উপর তাচ্ছিল্য করিয়া উহা ত্যাগ করে, তবে কাফের হইবে, আর যদি শৈথিল্য বশতঃ উহা ত্যাগ করে, তবে কাফের হইবে না।

মাজমায়োল আনহোরের ১।৬৯৪ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর রায়েকের ৫।১২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

যদি কেহ স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে, উহার কাজা আদায় করার নিয়ত না করে এবং আজাবের ভয় না করে, তবে কাফের হইবে।

আলমগিরি, উক্ত পৃষ্ঠা ও মাজঃ উক্ত পৃষ্ঠা :—

নামাজের রুকু ও ছেজদাকে ফরজ না জানিলে, কাফের হইবে। এক ব্যক্তি মোশরেকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া এক ওয়াক্ত কিম্বা দুই ওয়াক্ত নামাজ ত্যাগ করিল (এমাম) আবুহাফছ কবির বলিয়াছেন, যদি তাহাদের সম্মানের জন্য ইহা করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি তাহাদের সম্মানের ধারণা না করিয়া থাকে, বরং ফাছেকিভাবে নামাজ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। ইহা মেছবাহ কেতাবে আছে।

এতিমিয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি একমাস দারোল-ইছলামে দ্বীন-ইছলাম স্বীকার করিয়াছে, একমাস পরে তাহাকে পাঞ্জাগাণা নামাজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহাতে সেই ব্যক্তি বলিল, আমার উপর যে পাঞ্জাগাণা নামাজ ফরজ করা হইয়াছে, আমি ইহা জানিনা, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি কেবল নূতন ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি এইরূপ বলিলে, কাফের হইবে না।— শঃ, ফেঃ, আঃ, ২১১—২১২।

যদি কেহ অন্যকে নামাজ পড়িতে বলে, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, রমজান মাস পর্য্যন্ত দেরী করিয়া থাকি, কিম্বা বলে, আমি এই বিপদে পতিত হইব না, কিম্বা বলে, কত দিবস এই বাতীল কার্য্য অনর্থক কার্য্য করিব, অথবা বলে, উহা অতি ভারি বা অতি কঠিন কার্য্য, অথবা বলে, আমি কেন নামাজ পড়িব, অথচ এখনও আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন, তবে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে, সেই ব্যক্তি কি সুন্দর বা কি উৎকৃষ্ট মানুষ। তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আঃ, ২।২৯৬ পৃষ্ঠা।

যদি কেহ বলে, যদি কা'বা কেবলা না হইত এবং বয়তুল মোকাদ্দাছ কেবলা হইত, তবে আমি কা'বার দিকে নামাজ পড়িতাম এবং বয়তুল মোকাদ্দাছের দিকে নামাজ পড়িতাম না, কিম্বা বলে যদি অমুক ব্যক্তি কেবলা হইত, তবে আমি তাহার দিকে মুখ করিতাম না, কিম্বা বলে, যদি অমুক কা'বা হইত, তবে আমি উহার দিকে মুখ করিতাম না, অথবা বলে, (আমাদের) কেবলা দুইটি কা'বা ও বয়তুল-মোকাদ্দাছ তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, ইহাতে ছওয়াব হইবে না বরং গোনাহ হইবে।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি ছওয়াব পাইবে না, এবং তাহার গোনাহ হইবে না।

আঃ, ২।২৯৭ পৃষ্ঠা;—

যদি কাহাকেও বলা হয় তুমি জাকাত প্রদান কর, আর তদুত্তরে সে বলে আমি জাকাত দিব না, তবে একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রত্যেক অবস্থায় কাফের হইবে। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, জাহেরি মালের জাকাত দিতে অস্বীকার করিলে, কাফের হইবে, বাতেনি মালের জাকাত দিতে অস্বীকার করিলে, কাফের হইবে না। নামাজ অস্বীকার করার যেরূপ চারি প্রকার অর্থ হইতে পারে, আর উহার তিন অর্থে কাফের হয় না এবং নামাজ ওয়াজেব নহে, এই অর্থে বলিলে, কাফের হইতে হয়, সেইরূপ জাকাত অস্বীকার করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহা ফছুলে-এমাদিয়াতে আছে। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২৩৫ পৃষ্ঠা—

যদি কাহাকে বলা হয়, তুমি জাকাত প্রদান কর না কেন? আর তদুত্তরে সে বলে আমি এই ধন প্রদান করিব না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

যাহার উপর জাকাত ফরজ হইয়াছে, যদি তাহাকে বলা হয় যে, তুমি জাকাত প্রদান কর না কেন? আর তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে আমি জাকাত জানি না, তবে কাফের হইবে, ছহিহ মত এই যে, যদি আল্লাহতায়ালার হুকুম রদ করা এবং উহার ফরজ হওয়া অমান্য করা উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, নচেৎ কাফের হইবে না। ইহা জওয়াহের কেতাবে আছে।

কাঃ,৪।৪৪৭, আঃ, ২।৩৯৭ পৃষ্ঠা, শঃ ফেঃ, আঃ, ২।৩৩, মাঃ, ১।৬৯৪, বাঃ, ৫।১২২ ও জঃ ২।৩০৬।

কেহ আকাঙ্খা করিয়া বলিল, যদি আল্লাহ রমজানের রোজা ফরজ না করিতেন, তবে আমার উপর কঠিন হইত না, এক্ষেত্রে কাফের হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, শেখ এমাম আবুবকর বালাখি ও শেখ আবুবকর মোহাঃ বেনোল ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, যদি এই উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে যে, তাহার দ্বারা উহার হক আদায় করা সম্ভব হইবে না, ইহাই ছহিহ মত।

লেখক বলেন, উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, যদি খোদার হুকুম রদ করা উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, তবে সর্ব্ববাদিসম্মত মতে কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ রমজান মাস উপস্থিত হইলে বলে যে, কঠিন মাস কিম্বা কঠিন অতিথি অথবা মাস উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে, যদি রমজানের উপর তাচ্ছিল্য করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি প্রাণের কষ্টের জন্য বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ রজব মাস উপস্থিত হইলে বলে, বিপদে পতিত হইয়াছি, এক্ষেত্রে সে বোজর্গ মাস কিম্বা রমজান মাসের উপর তাচ্ছিল্য করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি প্রাণের কষ্টের হিসাবে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, রমজানের রোজ সত্বর আসিয়া পড়ে, তবে এই ব্যক্তির কাফের হওয়ার মতভেদ হইয়াছে।

যদি কেহ বলে, এত অধিক রোজা যে, আমার অন্তর ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, আল্লাহতায়ালা এই এবাদতগুলি আমাদের উপর আজাব করিয়াছেন, কিম্বা আল্লাহ এই এবাদতগুলি আমাদের উপর ফরজ না করিতেন, তবে ভাল হইত, যদি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, এই এবাদতগুলি প্রাণের কষ্টের কারণ, তবে কাফের হইবে না, আর যদি এই অর্থে না বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, যদি আল্লাহ শতকরা আড়াই টাকার বেশী জাকাত এবং একমাসের অধিক রোজা ফরজ করিতেন, তবে আমি আদায় করিতাম না, এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

এল্‌ম ও আলেমগণ সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

যে ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত কোন আলেমের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা নেছাব ও খোলাছা কেতাবে আছে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যখন এস্থলে বিদ্বেষের দ্বীনি কিম্বা

দুনইয়াবি কোন কারণ নাই, তখন শরিয়তের এল্‌মের হিসাবে এই বিদ্বেষ হইবে, যে ব্যক্তি কোন আলেমকে এনকার করে, তখন তাহার কাফের হওয়ার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, যখন সে ব্যক্তি তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহার কাফের হওয়াতে সন্দেহ ইহবে কেন?

বাহরোর-রায়েকে আছে, যদি কেহ বিনা কারণে কোন আলেম কিম্বা ফকিহ্ কে গালি দেয়, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, আলেমগণের আলেম হওয়ার হিসাবে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে, এল্‌মের প্রতি অবজ্ঞা করা হয় আর এলম আল্লাহতায়ালার একটি ছেফাত, তিনি অনুগ্রহ করিয়া উহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ বান্দাগণকে প্রদান করিয়াছেন, যেন তাঁহারা তাঁহার রাছুলগণের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার বান্দাগণকে শরিয়তের পথ প্রদর্শন করেন, এক্ষেত্রে সেই আলেমগণকে তাচ্ছিল্য করিলে খোদাতায়ালাকে তাচ্ছিল্য করা হয়। আশরাফ ও আলেমগণকে তাচ্ছিল্য করিলে কাফের হইতে হয়।

যদি কেহ কোন ফকিহ্ কিম্বা 'আলাবী'র (হজরত আলির বংশধরগণের) মুখকে গালি দেয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, এবং তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইয়া যাইবে, মজমুয়া-মোয়াইয়েদী কেতাবে হাবি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে যে, বিনা তালাকে তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

খোলাছা কেতাবে আছে, যদি কেহ কোন নেক্‌কার ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে, তাহার দর্শন করা আমার নিকট শূকর দর্শন করার তুল্য, তবে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মুহিত কেতাবে আছে, একজন নিরক্ষর বলিল, যাহারা এলম শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা গল্প কাহিনী সকল শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিম্বা তাহারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা বাতাস ব্যতীত নহে, কিম্বা বলে উহা ধোকাবাজী, কিম্বা বলে, আমি হিলাছাজির এলমের এনকার করিয়া থাকি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

খোলাছা কেতাবে আছে, একজন লোক উচ্চস্থানে বসিল, আর লোকে

বিদ্রূপ ভাবে তাহার নিকট কতকগুলি মছলা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তৎপরে তাহাকে বালিশ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, এবং তাহারা হাস্য করিতে লাগিল, এক্ষেত্রে সকলেই কাফের হইয়া যাইবে।

আর যদি উচ্চস্থানে না বসিয়া এইরূপ করে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

একব্যক্তি এলমের মজলিস হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি গির্জাঘর হইতে আসিলে ইহাতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, এলমের মজলিশের সহিত আমার কি কার্য্য? কিম্বা বলে, আলেমেরা যাহা বলেন, তাহা সম্পাদন করিতে কে সমক্ষ হইবে? তবে কাফের হইবে। এতাবিয়া কেতাবে আছে;—

যদি কেহ বলে, এলমকে পাত্রে কিম্বা থলিতে স্থাপন করা যায় না ত, কিম্বা বলে, এলম কি করিব, আমার পকেটে রৌপ্য চাহি, তবে কাফের হইবে।

মজমুয়ান্নাওয়াজেল কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে, আমি ত অধিক স্ত্রী ও সন্তানদিগের কার্য্যে লিপ্ত থাকি যে, এলমের মজলিশে পৌঁছিতে পারি না, যদি ইহা এলমের প্রতি অবজ্ঞা করা উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, তবে (কাফের হওয়ার) মহা আশঙ্কা আছে।

মুহিত কেতাবে আছে, যদি কেহ কোন আলেমকে বলে, যাও তুমি এলমকে পিয়ালায় রাখিয়া দাও, তবে সে কাফের হইবে।

যদি একজন ফকিহ্ এলম সংক্রান্ত কোন বিষয় উল্লেখ করিতে ছিলেন, কিম্বা একটী ছহিহ্ হাদিছ রেওয়াএত করিতেছিলেন, ইহাতে একব্যক্তি বলিল, ইহা কিছুই নহে, কিম্বা বলিল, এই কথা কি কার্য্যে আসিবে, বর্ত্তমানে লোকের সম্পদ চাই, এলম্ কি কার্য্যে আসিবে তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে আলেম হওয়া অপেক্ষা অশান্তি (ফাছাদ) ঘটান উত্তম, তবে সে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, আলেম স্বামীর উপর লা'নত হউক, ইহাতে সে কাফের হইয়া যাইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, আলেমদিগের কার্য্য ও কাফেরদের কার্য্য সমান,

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি সমস্ত কার্য্য মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি কোন ফকিহ বিদ্বানের সহিত কোন ঘটনা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিল, ইহাতে তিনি শরিয়ত সঙ্গত যুক্তি বর্ণনা করিলেন তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি বলিল, এইরূপ আলেমগিরি করিও না ইহা কার্য্যে আসিবে না, এক্ষেত্রে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। ফছুলে-এমাদিয়াতে আছে;—

এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে খোদার এবাদত করিতে আহ্বান করিতেছিল এবং গোনাহ করিতে নিষেধ করিতেছিল, ইহাতে সে বলিল, আমি খোদাকে কি জানি? এলম কি জানি নিজেকে দোজখে নিক্ষেপ করিলাম। এস্থলে এই স্ত্রীলোকটি কাফের হইয়া যাইবে। তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, একজনকে বলা হইল তালেবোল এলমগণ ফেরেশতাগণের পক্ষগুলির উপর দয়া গমন করিয়া থাকে, ইহাতে সে বলিল, ইহা মিথ্যা কথা, এইরূপ কথা কাফেরি।

এক ব্যক্তি বলিল, (এমাম) আবুহানিফার (রঃ) কেয়াছ সত্য নহে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ফছুলে-এমাদিয়াতে আছে;—

এক ব্যক্তি বলিল, ছরিদ নামীয় খাদ্য বস্তুর এক পিয়ালা এলম অপেক্ষা উত্তম, ইহাতে সে কাফের হইবে। মুহিত কেতাবে আছে;—

যদি কেহ প্রতিপক্ষকে বলে তুমি আমাকে শরিয়তের নিকট লইয়া যাও, আর তদুত্তরে সে বলে তুমি (শরিয়তের) পিয়াদা আনয়ন কর। তাহা হইলে আমি যাইব, তবে সে কাফের হইবে।

আর যদি বলে, তুমি আমাকে কাজির নিকট লইয়া চল, ইহাতে সে বলে, তুমি কাজির পিয়াদা আনয়ন কর, তাহার জবরদস্তি ব্যতীত যাইব না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে না।

আর যদি বলে, আমার নিকট এই শরিয়ত ও হিলা সকল ফলোদয় হইবে না, কিম্বা কার্য্যে আসিবে না, অথবা বলে, আমি শরিয়ত চিনি না, শরিয়ত লইয়া কি কার্য্য করিব? শরিয়ত চলিবে না, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি বলে, তুমি সে সময় টাকা লইয়াছিলে, শরিয়ত ও কাজি কোথায় ছিল? তবে সে কাফের হইবে। পরবর্ত্তী জামানার কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি

শহরের কাজির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

একজন লোক অন্যকে বলিল, এই ঘটনায় শরিয়তের এইরূপ হুকুম, তৎশ্রবণে সে বলিল, আমি দেশাচার অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, শরিয়ত অনুসারে কার্য্য করি না, ইহাতে কতক বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন নিজের স্ত্রীকে বলিল, তুমি কি বল? শরিয়তের হুকুম কি? ইহাতে সে উচ্চ হাই তুলিয়া কিম্বা কুৎসিত শব্দ করিয়া বলিল—এই স্থানে শরিয়ত, ইহাতে এই স্ত্রীলোক কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

ফছুলে এমাদিয়াতে সমক্ষে এমামগণের একখানা ফৎওয়া পেশ করিল, ইহাতে সে উহা অমান্য করিয়া বলিল, তুমি কি ফরমান ফৎওয়া আনয়ন করিয়াছ? কতক বিদ্বানের মতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি সে ফৎওয়াখানা জমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলে, ইহা কি ফৎওয়া? তবে সে কাফের হইবে।

একব্যক্তি কোন আলেমের নিকট নিজের স্ত্রীর তালাকের সম্বন্ধে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে তিনি তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিলেন, তৎশ্রবণে ফৎওয়া প্রার্থী ব্যক্তি বলিল, আমি তালাক-মালাক কি জানি? সন্তানদের মাতা আমার গৃহে থাকিবে, কাজি এমাম আলি ছগতি তাহার কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

জখিরা কেতাবে আছে, একব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের নিকট এমামগণের ফৎওয়া আনয়ন করিল, ইহাতে সে বলিল, তাহারা যেরূপ ফৎওয়া দিয়াছেন, উহা ঠিক নহে, কিম্বা বলিল, আমরা তদনুযায়ী আমল করিব না, এইরূপ ব্যক্তি তা'জিরের উপযুক্ত। মুহিত কেতাবে আছে;—

কথিত আছে, একজন ফকিহ একখানা কেতাব কোন ব্যক্তির দোকানে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি উক্ত দোকানে উপস্থিত হইলে, দোকানদার বলিল, আপনি একখানা করাত ভুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ফকিহ বলিলেন, তোমার দোকানে আমার একখানা কেতাব আছে, করাত নহে। ইহাতে দোকানদার বলিল, করাতির দ্বারা কাষ্ঠ কাটিয়া থাকে, আর তোমার কেতাব দ্বারা লোকদের গলা কাটিয়া থাকে।

তৎপরে উক্ত ফকিহ এই ঘটনাটি শেখ এমাম মোহাম্মদ বেনেল-ফজলের

নিকট উপস্থিত করিলেন, ইহাতে তিনি উক্ত দোকানদারের হত্যা করার আদেশ দিলেন, যেহেতু সে ব্যক্তি ফকিহ্ ব্যক্তির কেতাবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কাফের হইয়াছে।

ফেকহে আকবরের টীকা ও মাজমায়োল আনহোরে আছে, শরিয়তের এলমের কেতাবের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু মন্তেক (ন্যায় শাস্ত্র) ও ফিলোছোফির কেতাবের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, কাফের হইবে না।

জহিরিয়াতে আছে, একজন ফকিহ্ গোঁফ ছাটিয়াছিল, ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, গোঁফ ছাটিয়া ফেলা এবং থুৎনীর নিম্নস্থান পাগড়ীর পার্শ্ব জড়াইয়া রাখা কি কুৎসিত দৃশ্য, ইহাতে সে ব্যক্তি আলেমদের উপর তাচ্ছিল্য করার জন্য কাফের হইয়া যাইবে।

মুহিত কেতাবে আছে, একব্যক্তি বিদ্রূপভাবে কোরআন শরিফের শিক্ষাদাতার (মোয়াল্লেমের) পোষাক পরিধান করিয়া একখানা বেত দ্বারা বালকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, কেননা কোর-আনের শিক্ষক শরিয়তের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তাঁহার উপর এবং তাহার এলমের উপর অবজ্ঞা করিলে কাফের হইতে হয়।

জহিরিয়াতে আছে, একব্যক্তি মদ পানের মজলিশে উচ্চ স্থানে বসিয়া ওয়াজকারী আলেমের প্রতি বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে হাস্যজনক কথা সকল বলিতে লাগিল এবং সে হাস্য করিতে লাগিল এবং শ্রোতারা হাস্য করিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা সকলেই কাফের হইয়া যাইবে।

তাতেম্মা কেতাবে আছে, একব্যক্তি অন্যকে বলিল, তুমি এলমের মজলিশে গমন করিও না, কেননা ইহাতে তোমার স্ত্রী তালাক ও হারাম হইয়া যাইবে।

ইহা বিদ্রূপ হউক, আর নাই হউক, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি শরিয়ত কিম্বা উহার জরুরী মছলাগুলি অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি তাচ্ছিল্য ভাবে ছোট আলেম কিম্বা ছোট আলাবি বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি তাচ্ছিল্যভাবে না বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ তায়াম্মামকারীকে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, আমি হালাল ও হারাম কিছুই চিনি না, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি বলিল, যে ব্যক্তির একটি দেরম নাই, সে ব্যক্তি এক দেরমের উপযুক্ত নহে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, যেহেতু সে ব্যক্তি আলেম, নেককার ও ঈমানদার ইত্যাদি সমস্ত লোককে এই কথা বলিল, কিন্তু যদি সে বলে দুনইয়াদারদের নিকট অর্থহীন লোক এক পয়াসার তুল্য নহে, আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি, ইহা আমার মত নহে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে; আমি আমার শেষ বয়সে এলম শিক্ষা করিতে মনোনিবেশ করিব না, যদি সে ব্যক্তি শরিয়তের এলমগুলির প্রতি একেবারে অনাস্থা স্থাপন করা উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়া থাকে, তবে কতক আয়নি ফরজের উপর অনাস্থা স্থাপন করা হইল, কাজেই সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মাজমায়োল আনহোরে আছে, যদি কোন লোককে বলা হয়, তুমি এলমের মজলিশে গমন কর, আর সে তদুত্তরে বলে আলেমগণ যাহা আদেশ করেন, তাহা পূর্ণ করিতে কে সক্ষম হইবে? তবে অধিকাংশ কেতাবে তাহার কাফের হওয়ার কথা লিখিত আছে, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি কোন মজলিশে প্রাচীন পয়গম্বর ও পীরগণের বহু নফল এবাদত, কঠোর রিয়াজত ও সাধ্য সাধনার কথা শুনিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের তুল্য কার্য্য করিতে ধারণা করতঃ উক্ত কথা বলে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, আলেম অপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তি উত্তম ও এলম অপেক্ষা বে-এলমি উত্তম তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, শরিয়তের এলমের মধ্যে তওহিদ নাই, কিম্বা হকিকতের এলম শরিয়তের এলম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অথবা এলমে শরিয়তের মধ্যে হকিকত নাই, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। —মাঃ,১।৬৯৫, ৬৯৬ জাঃ ১।৩০৯/৩১০, শঃ ফেঃ আঃ, ২১৩-২১৭, বাঃ ৫। ১২৩।১২৪, আঃ ২।২৯৭।২৯৮ ও কাঃ ৪-৪৬৭।

হালাল ও হারাম সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

যে ব্যক্তি হারামকে হালাল জানে কিম্বা হালালকে হারাম জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি হারাম আয়নির হারাম হওয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তবে উহা হালাল ধারণা করিলে, কাফের হইবে।

আর যদি উহা 'আহাদ' হাদিছ দ্বারা হারাম প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে উহা হালাল জানিলে, (গোনাহগার হইলেও) কাফের হইবে না। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কোন লোককে বলা হয় যে, তোমার নিকট একটি হালাল বস্তু সমধিক প্রীতিজনক অথবা দুইটি হারাম বস্তু? আর তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে, যেটি অতি সত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইটি সমধিক প্রীতিজনক, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

এইরূপ যদি সে ব্যক্তি বলে, হালাল হউক, আর হারাম হউক, অর্থের আবশ্যক, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

যদি কেহ বলে, যতক্ষণ হারাম পাই, ততক্ষণ হালালের পার্শ্বে ধাবিত হই না, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ ছওয়াবের আশায় কোন ফকিরকে কোন হারাম বস্তু দান করে, তবে সে কাফের হইবে।

যদি ফকির উহার হারাম হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া দাতার জন্য দোয়া করে এবং দাতা আমিন বলে, তবে উভয় কাফের হইবে।

যদি কোন লোককে বলা হয় যে, তুমি হালাল ভক্ষণ কর, আর তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলে, হারাম আমার নিকট সমধিক প্রীতিজনক, কিম্বা বলে, এই দুনইয়ায় একটি হালাল ভক্ষণকারীকে আনায়ন কর, আমি তাহার ছেজদা করিব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি হালাল ভক্ষণ কর, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার পক্ষে হারাম উপযুক্ত, ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। এই মছলাগুলি মুহিত কেতাবে আছে।

কোন বদকারের পুত্র মদ পান করিলে, ইহাতে তাহার আত্মীয়গণ উপস্থিত হইয়া তাহার উপর টাকাকড়ি, ছড়াইয়া দিল, (নেছার করিয়া দিল) কিম্বা ইহা না করিয়া মোবারকবাদ দিল, এক্ষেত্রে তাহারা কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ বলে, মদের হারাম হওয়া কোর-আন দ্বারা সপ্রমাণ হয় না, তবে সে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি অন্যকে বলিল, তুমি তওবা করিয়াছ এবং ইহা সত্ত্বেও তুমি মদ পান করিয়া থাক, তুমি কেন তওবা করনা? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, লোকে কি মাতার দুগ্ধ হইতে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে? এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

এমাম ছারাখছি বলিয়াছেন, যদি কেহ হায়েজওয়ালী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হালাল জানে, তবে সে কাফের হইবে। এইরূপ স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করিলে কাফের হইতে হয়।

এমাম মোহাম্মদের নাওয়াদেরে আছে, উক্ত দুই মছলাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, ইহাই ছহিহ মত।

এক ব্যক্তি মদ পান করিয়া বলিল, যে ব্যক্তি আমাদের আনন্দে আনন্দিত, তাহার পক্ষে আনন্দ, আর যে ব্যক্তি আমাদের আনন্দে আনন্দিত না হয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে নিরাশ ও ক্ষতি। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে।

যদি কেহ মদ পান করিতে আরম্ভ করিয়া বলে, মুছলমানী প্রকাশ করিতেছি, কিম্বা মুছলমানী প্রকাশ হইল, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

কোন ফাছেক বলিল, যদি এই মদের একবিন্দু পড়িয়া যায়, তবে (হজরত) জিবরাইল (আঃ) পক্ষ দ্বারা উহা উঠাইয়া লন, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কোন ফাছেককে বলা হয়, তুমি প্রত্যেক প্রভাতে আল্লাহ ও লোকদিগকে কষ্ট দিয়া থাক, আর তদুত্তরে সে বলে উত্তম কর্ম্ম করিতেছি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ গোনাহগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলে, ইহাও একটি পথ ও মজহাব, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

তজনিছে-নাতেফিতে আছে, সমধিক ছহিহ মতে উহা কাফের হইবে না। ইহা তাতারখানিতে আছে।

এক ব্যক্তি একটি ছগিরা গোনাহ করিল, ইহাতে তাহাকে বলা হইল, তুমি আল্লাহতায়ালার নিকট তওবা কর, তদুত্তরে সে বলিল, আমি কি করিয়াছি যে, তওবা করিব? এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যে ব্যক্তি শরিয়ত বিরুদ্ধ মন্দ কার্য্য করিতে দেখিয়া বলে, তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

একজন বাদশাহ কিম্বা আমীর কোন খতিব, এমাম কিম্বা মোদার্রেছকে হারাম পোযাক প্রদান করিলেন, ইহাতে তাহার সহচরগণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মোবারক হউক, যদি হারাম পোযাকের উপর লক্ষ্য করিয়া মোবারকবাদ দিয়া থাকে, তবে তাহারা কাফের হইবে, আর যদি পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মোবারকবাদ দিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যে ব্যক্তি বলে যে, কেহ নেশাপান না করে, সে ব্যক্তি মুছলমান নহে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যে ব্যক্তি বিমাতার সহিত নিকাহ করা ও সঙ্গম করা জায়েজ মনে করে, সে ব্যক্তি ত মোরতাদ হইবে, ইহা তাতেম্মা কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি বেগানা স্ত্রীলোককে চুম্বন করিয়া বলিল, ইহা আমার পক্ষে হালাল, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি আকাঙ্খা করিয়া বলে, যদি তৃপ্তির অতিরিক্ত ভক্ষণ করা হারাম না হইত, তবে ভাল হইত, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মুহিত কেতাবে আছে, যদি কোন ফাছেক মদ পানের মজলিশে নেককার লোকদিগের বলে, হে কাফেররা, তোমরা আইস, ইছলাম দেখিয়া লাও, যদি সে নেশা অবস্থায় বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, নচেৎ কাফের হইয়া যাইবে। (যেহেতু সে মদ পানকে ইছলাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে)।

জাওয়াহের কেতাবে আছে, একব্যক্তি বলিল, যদি মদ জেনা (ব্যাভিচার) অত্যাচার ও মনুষ্যের প্রাণ হত্যা করা হালাল হইত তবে ভাল হইত। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

খোলাছা কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি আকাঙ্খা করিয়া বলিল, যদি আল্লাহ, জেনা, অন্যায়ভাবে প্রাণ হত্যা, অত্যাচার ও হারাম ভক্ষণ কোন সময় হারাম না করিতেন তবে ভাল হইত, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

জাওয়াহের কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি মদ, জেনা, মলদ্বারে সঙ্গম ও সুদ এইরূপ এজমায়ি হারামকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস না করে কিম্বা উহার হারাম হওয়ার সন্দেহ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে কেহ কবিরা কিম্বা ছগিরা, গোনাহকে হালাল জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোল্লা আলীকারী বলেন, যদি অকাট্য দলীল হইতে উহা গোনাহ হওয়া সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তবে কাফের হইবে। এইরূপ যদি কোন গোনাহকে সামান্য সহজ ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করে, এবং মোবাহ কার্য্যের তুল্য জ্ঞান করিয়া করিতে থাকে, তবে সে কাফের হইবে। এইরূপ শরিয়তের উপর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে, কাফের হইবে।

তাতেম্মা-কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি কোন কার্য্য হারাম বলিয়া বিশ্বাস করার পরে বলে যে ইহা হালাল, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি মুছলমানদিগের জন্য মদ ক্রয় বিক্রয় করা জায়েজ বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মহরম স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিকাহ করা, মদ পান করা, মৃত ভক্ষণ করা, রক্ত পান করা ও শুকরের মাংস ভক্ষণ করা হারাম হওয়া অতি জলন্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ হারামগুলিকে হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়, কিন্তু যদি ক্ষুধায় প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, অথবা প্রাণ হত্যা কিম্বা মারাত্মক প্রহারের ভয় দেখাইয়া হারাম খাওয়াইতে বাধ্য হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় হারাম ভক্ষণ করা হালাল হইয়া থাকে।

যদি কেহ হারামকে হালাল জানিয়া করে, তবে সে কাফের হইবে, আর যদি হারাম জানিয়া করে, তবে কাফের হইবে না।

ফাতাওয়ায় ছোগরা ও মুহিত কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে মদ হালাল, কিম্বা বলে, উহা হারাম নহে, তবে সে কাফের হইবে।

কেয়ামত ও আখেরাত সংক্রান্ত কতকগুলি মসলা

যদি কেহ কেয়ামত, বেহেশত, দোজখ, নেকি-বদী ওজনের পাল্লা (মিজান) পোলছেরাত ও নেকি ও বদির খাতা (নামায় আ'মাল) অস্বীকার করে তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ কেয়মাতের মনুষ্যদিগের পুনর্জীবিত হওয়া অস্বীকার করে তবে সে কাফের হইবে। ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে।

যে ব্যক্তি বলে, (বর্ত্তমান) য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ যখন পুনর্জীবিত হইবে, তখন তাহারা দোজখে শাস্তিগ্রস্ত হইবে কিনা, তাহা আমি জানি না, এক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন বিদ্বানগণ এবং বালখের বিদ্বানগণ ফৎওয়া দিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা এতাবিয়া কেতাবে আছে।

যে ব্যক্তি বেহেশতে দাখিল হওয়ার পরে আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ, গোরের আজাব, ও আদম সন্তানদিগের কেয়ামতের পুনর্জীবিত হওয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি বলে, কেয়ামতে কেবল মনুষ্যদিগের রুহ (আত্মা) ছওয়াব কিম্বা শাস্তি ভোগ করিবে, (যদিও এই মতটি ভ্রান্তিমূলক বরং প্রকৃতপক্ষে শরীরও শাস্তি ও ছওয়াব ভোগ করিবে), তবু উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে না, ইহা বাহরোর রায়েক কেতাবে আছে।

যদি এক ব্যক্তি অন্যকে বলে, তুমি গোনাহ করিও না, কেননা ইহজগত (দুনইয়া) ব্যতীত অন্য একটি জগত (আখেরাত) আছে আর তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, পরজগতের সংবাদ কোন্ ব্যক্তি জানে? তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

মহাজন ঋণগ্রস্থকে বলিল, তুমি দুনইয়াতে আমার টাকাগুলি পরিশোধ করিয়া দাও, কেননা কেয়ামতে টাকাকড়ি থাকিবে না। তদুত্তরে ঋণী ব্যক্তি বলিল, তুমি আমাকে আরও দশটি টাকা প্রদান কর, আখেরাতে চাহিয়া লইও, কিন্তু আমি পরিশোধ করিয়া দিব, ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, এমাম ফজলি ও আমাদের অনেক বিদ্বান এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

আর যদি কেহ বলে, কেয়ামতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? কিম্বা বলে

আমি কেয়ামতের ভয় করি না, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কেহ প্রতি পক্ষকে বলে, আমি হাশরের দিবস তোমার নিকট হইতে আমার হক আদায় করিয়া লইব, আর তদুত্তরে প্রতিপক্ষ বলে, তুমি উক্ত জনতার মধ্যে আমাকে কোথায় পাইবে? তবে এই ব্যক্তির কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, ফাতাওয়ায় আবুল্লাএছে আছে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, সমস্ত নেকী এই দুনইয়ার জন্য চাহি , আখেরাতের জন্য যেরূপ ইচ্ছা কর হইতে পার, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা ফছুলে-এমাদিয়া কেতাবে আছে।

যদি লোককে বলা হয় যে, তুমি আখেরাতের জন্য দুনইয়াকে ত্যাগ কর, আর তদুত্তরে সে বলে, ধারের পরিবর্তে নগদ ত্যাগ করিতে পারব না, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, যে ব্যক্তি এই জগতে বুদ্ধিহীন হয়, সে ব্যক্তি পরজগতে ছিন্ন থলিয়া হইবে, শেখ এমাম মোহাম্মদ ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি আখেরাতের (পরকালের) প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল, এইহেতু কাফের হইয়া যাইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, তুমি কেয়ামতের দিবস যতক্ষণ রেদওয়ানের (বেহেশতের দ্বার রক্ষকের) নিকট কোন বস্তু (উৎকোচ) লইয়া না যাও, ততক্ষণ তিনি বেহেশতের দরওয়াজা খুলিবেন না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা এতাবিয়া কেতাবে আছে।

আঃ ২।৩০১।৩০২।

যদি এক ব্যক্তি অন্যকে বলে তুমি আমাকে গম প্রদান কর, আমি তোমাকে কেয়ামতে যব প্রদান করিব, কিম্বা বলে তুমি আমাকে যব প্রদান কর, আমি তোমাকে কেয়ামতে গম প্রদান করিব, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, যেহেতু সে কেয়ামতের উপর বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কেহ বলে, আদম সন্তানগণ বতীত অন্য কোন প্রাণী কেয়ামতে

পুনর্জীবিত হইবে না, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আলমগিরি ও বাহ্‌রার রারেয়েকে আছে যে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কিন্তু ফেকহে-আকবরের টীকার ২৪১ পৃষ্ঠায় হাবি কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উহাতে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, যদি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে হুকুম করেন যে, তুমি অমুকের সহিত বেহেশতে দাখিল হও, তবে আমি বেহেশতে দাখিল হইব না, এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা জওয়াহের কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি বলিল, যদি আল্লাহ আমাকে তোমা ব্যতীত বেহেশতে প্রদান করেন, তবে আমি উক্ত বেহেশতের আশা রাখি না, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন চাহি, কিন্তু বেহেশতের আশা রাখিনা, এই ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি বলিল, যদি আল্লাহ তোমার জন্য কিম্বা এই কার্য্যের জন্য আমাকে বেহেশত প্রদান করেন, তবে আমি বেহেশত চাহিনা, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ বলে, দুনিয়াতে রুটি চাই, আখেরাতে যাহা ইচ্ছা হয় হউক, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি ছওয়াব আজাব কিম্বা মওত ও ছওয়াব হইতে পাক, তবে কেহ কেহ এই ব্যক্তিকে কাফের বলিলেও ছহিহ মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

একজন অন্যকে বলিল, আমি তোমার সহিত দোজখের কিনারা কিংবা দরওয়াজা পর্য্যন্ত যাইতে পারি, কিন্তু দোজখে দাখিল হইব না, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। আলমগিরির ২।৩০২ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে। মোল্লা আলি কারী লিখিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইবে না বরং ফাছেক হইবে।

যদি কেহ বলে, খোদা দোজখের আজাব ব্যতীত আর কি করিতে পারেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা জওয়াহের কেতাবে আছে। শঃ, ফেঃ, আঃ ২৪১।২৪২। পৃষ্ঠা।

মওত সংক্রান্ত কতকগুলি মছলা

যদি কেহ আত্মবিয়োগ উপলক্ষে অন্যকে বলে, তোমার আত্মীয়ের আয়ু যাহা কমিয়া গিয়াছে তাহা তোমার আয়ুর সহিত যোগ হইবে, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর যদি দোয়া ভাবে বলে, তোমার আত্মীয়ের আয়ু যাহা কমিয়া গিয়াছে, তাহা আল্লাহ তোমার আয়ুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিন, তবে ইহা মহাভ্রম, অনভিজ্ঞ এবং ভ্রান্তদলের মত।

যদি কেহ বলে, আল্লাহ তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিন, কিম্বা তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন, অথবা তোমাকে জীবত রাখন, তবে ইহা ভ্রম ও অনভিজ্ঞতা হইবে।

এইরূপ যদি কেহ বলে, আল্লাহ অমুকের আয়ু কম করিয়া তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তবে ইহা ভ্রান্তিমূলক মত হইবে।

যদি কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে এবং তোমার জন্য আত্মা (রূহ) ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তবে আলমগিরিতে উল্লিখিত অবস্থায় কাফের হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মোল্লা আলি কারী লিখিয়াছেন, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা হইলেও কাফেরি নহে।

যদি কেহ বলে, অমুক মরিয়া গিয়াছে এবং তোমার জন্য আত্মা (রূহ) ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তবে আলমগিরিতে উল্লিখিত অবস্থায় কাফের হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মোল্লা আলীকারী লিখিয়াছেন, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা হইলেও কাফেরি নহে। তাহার রূহ তোমার দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহতায়ালা অমুককে তাহার মৃত্যুর পূর্বে মারিয়া ফেলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি মনিবকে কিংবা অমুককে নিজের প্রাণ দিয়াছে কিংবা তাহার জন্য নিজের রূহকে বাকি রাখিয়াছে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, অমুক দ্বিতীয়বার গর্দ্দভরূপে প্রেরিত হইয়াছে, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইল এবং বহু দিবস উক্ত অবস্থায় থাকিয়া বলিল, হে খোদা, তুমি ইচ্ছা কর আমাকে মুছলমান অবস্থায় মারিয়া ফেল, আর যদি ইচ্ছা কর, তবে কাফের করিয়া মারিয়া ফেল, ইহাতে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, অমুক ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়াছে কিম্বা বলে তোমার উপর মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তবে ইহাতে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বলখের কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। আর কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা কাফেরি নহে, বরং মহা গোনাহ। আর অন্য একদল বলিয়াছেন, ইহা কাফেরি নহে এবং গোনাহ নহে, হাকেম আবদুর রহমান ও এমাম আবু আলি নাছাফি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। আঃ ২।৩০২ ও শঃ ফেঃ, আঃ, ২৪০।

কাফেরি মূলক কথা শিক্ষা দেওয়ার মছলা

যে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কাফেরিমূলক কথা শিক্ষা দেয়, উহা কৌতুকভাবে হইলেও প্রথম ব্যক্তি কাফের হইবে।

এইরূপ যদি এক ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে এইহেতু মোরতাদ্দ হইতে আদেশ করে যে, সে তাহার স্বামী হইতে আলেহেদা হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা (এমাম) আবু ইউছুফ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে কেহ অন্যকে কাফের হইতে আদেশ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আদিষ্ট ব্যক্তি কাফের হউক আর নাই হউক।

(এমাম) মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন লোককে প্রাণ হত্যা কিম্বা সাংঘাতিক প্রহার করার ভয় দেখাইয়া কাফেরিমূলক কথা উচ্চারণ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তবে ইহা তিন প্রকার হইবে, প্রথম এই যে, তাহার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল থাকে, কিন্তু মৌখিক কাফেরিমূলক কথা উচ্চারণ করে, তদ্ব্যতীত অন্তরে অন্য কোন কথা উদয় না হয়, তবে এই ব্যক্তি শরিয়তের কাজী ও আল্লাহতায়ালার নিকট কাফের হইবে না।

দ্বিতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমি নিয়ত করিয়াছিলাম যে,

বিগতকালে কাফের হওয়ার মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিব, প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগ কারিদিগের কথার উত্তরে ভবিষ্যতে কাফের হওয়ার নিয়ত করি নাই, ইহাতে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট কাফের না হইলেও শরিয়তের কাজী তাহার উপর কাফেরির ফৎওয়া দিবেন, এমন কি তাহার স্ত্রীকে পৃথক থাকার আদেশ দিবেন।

তৃতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমার অন্তরে বিগতকালে কাফের হওয়ার মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার কথা উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি উক্ত নিয়ত করি নাই, আমি তাহাদের কথার উত্তরে ভবিষ্যতে কাফের হওয়ার নিয়ত করিয়াছি, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট ও শরিয়তের কাজীর নিকট কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কোন লোককে উল্লিখিত প্রকার ভয় দেখাইয়া ক্রুশের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে বাধ্য করা হয় তবে ইহাও তিন প্রকার হইতে পারে,—

প্রথম এই যে, যদি সে বলে, আমার অন্তরে অন্য কোন কথা উদয় হয় নাই, আমি কেবল প্রাণ ভয়ে ক্রুশের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়াছি, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ও শরিয়তের কাজীর নিকট কাফের হইবে না।

দ্বিতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমি নিয়ত করিয়াছিলাম যে, আল্লাহতায়ালার জন্য নামাজ পড়িতেছি, ক্রুশের জন্য নামাজ পরিতেছি না, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ও শরিয়তের কাজীর নিকট কাফের হইবে না।

তৃতীয় এই যে, সে ব্যক্তি বলে, আমার অন্তরে খোদাতায়ালার জন্য নামাজ পড়ার কথা উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি ক্রুশের জন্য নামাজ পড়িয়াছি, ইহাতে সে ব্যক্তি আল্লাহ ও কাজীর নিকট কাফের হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

মুহিত কেতাবে আছে। যদি এক ব্যক্তি অন্যকে কাফের হওয়ার আদেশ করে, কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তি উহা অস্বীকার করে, তবু আদেশ দাতা ব্যক্তি কাফের হইবে।

এইরূপ যদি এক ব্যক্তি অন্যকে ইছলাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন

করিতে আদেশ করে, তবে আদিষ্ট ব্যক্তি ইছলাম ত্যাগ না করিলেও আদেশদাতা কাফের হইবে।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তি অন্যকে এই উদ্দেশ্যে কাফেরিমূলক কথা শিক্ষা দেয় যে, সে উহা অবগত হইয়া উহা হইতে পরহেজ করিতে পারিবে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

মুহিত ও মাজমায়োল– ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কাফের হওয়ার হুকুম করার ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আঃ, ২।৩০২।৩০৩, শঃ, ফেঃ, আঃ, ২২৫।

মুহিত কেতাবে ওয়াকেয়াতে নাতেফি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি দারোল-হরবের কাফেরেরা কোন মুছলমানকে বলে, তুমি বাদশাহকে ছেজদা কর, নচেৎ আমরা তোমাকে হত্যা করিব, তবে তাহার ছেজদা না করা উত্তম, কেননা ইহা প্রকাশ্যভাবে কাফেরী, আর যাহা প্রকাশ্যভাবে কাফেরি, উহা করিতে জবরদস্তি করা হইলেও উহা না করা উত্তম।

যে ব্যক্তি এবাদতের নিয়তে কিম্বা বিনা নিয়তে বাদশাহকে ছেজদা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

খোলাছা কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সম্মান করার তুল্য সম্মান করা উদ্দেশ্যে বাদশাদিগকে ছেজদা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি ছালাম করা নিয়তে উক্ত ছেজদা করে, তবে কতক আলেমের মনোনীত মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। মোল্লা আলিকারী বলেন, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, এমাম আবু হানিফার মতে যদি বাদশাহর তুল্য ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করার ভয় দেখাইয়া ছেজদা করিতে আদেশ করে, আর এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদের মতে প্রাণ হত্যা করার সক্ষম হয় এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যদি উক্ত ভয় দেখাইয়া ছেজদার আদেশ করে, এইহেতু কোন লোক বল প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ছেজদা করে, তবে এইরূপ ছেজদাতে কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

আর যদি প্রাণ হত্যা কিম্বা সাংঘাতিক প্রহারের ভয় দেখানো না হয়, বরং কেবল ছেজদা করার আদেশ করা হয়, এইহেতু সে ছেজদা করে, তবে তিন এমামের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। জমি চুম্বন করা ছেজদার নিকট নিকট। কিন্তু জমি চুম্বন অপেক্ষা জমিতে ললাট কিম্বা চেহারা, রাখা সমধিক মন্দ ও দূষিত কার্য্য।— শঃ, ফেঃ, আঃ, ২৩৮।

এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি একটি লোক কোন লোকের সম্মুখে জমি চুম্বন করে, কিম্বা তাহার জন্য মস্তক অবনত করে, কিম্বা মস্তকের ইশারা করে, তবে সে কাফের হইবে না, যেহেতু সে ব্যক্তি তাহার এবাদতের ধারণা করে না, বরং সম্মানের ধারণা করে।

তাঁহা ব্যতীত অন্যান্য বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ এই অত্যাচারিদিগকে ছেজদা করে, তবে উহা কবিরা (মহা) গোনাহ্ হইবে। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক অবস্থায় কাফের হইবে।

আর অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা কয়েক প্রকার হইবে যদি সে এবাদতের ধারণা করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

আর যদি ছালামের নিয়ত করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, কিন্তু ইহা হারাম হইবে।

আর যদি কোন নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।

জমি চুম্বন করা ছেজদা করার নিকট নিকট, কিন্তু ইহা জমিতে চেহারা ও ললাট রাখা অপেক্ষা একটু লঘু, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ২।৩০৭। ৩০৮ ও শঃ, ফেঃ, আঃ ২৩৮।

অন্যান্য কতকগুলি মছলা—

হাবি কেতাবে আছে, যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বদ্ধমুল থাকে কিন্তু মুখে কাফেরি মূলক কথা বলিল, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

খোলাছাতোল-ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তির মনে এরূপ কথা উদয় হইল যে, যদি উহা মুখে উচ্চারণ করিত, তবে কাফের হইয়া যাইত, কিন্তু উহা মুখে উচ্চারণ করিল না, বরং সে উহা মন্দ জানিল ইহা বিশুদ্ধ ঈমানের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি একশত বৎসর পরে কাফের হওয়ার ইচ্ছা করিল, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করা মাত্র কাফের হইয়া যাইবে।

এক ব্যক্তি কাফেরিমূলক কথা বলিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিল, এক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা মাজমায়োল-ফাতাওয়াতে আছে।

আর যদি সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার কথার উপর আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাস্য করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। ইহা শরহে-ফেকহে আকবরে আছে।

যদি কোন উপদেশক, মোদার্রেছ কিম্বা কেতাব-লেখক একটি কাফেরিমূলক কথা উল্লেখ করে, আর শ্রোতারা কিম্বা পাঠকেরা উহা অবগত হইয়া উহা বিশ্বাস করিয়া লয়, তবে তাহারা কাফের হইয়া যাইবে। ইহাতে তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু যদি মছলাটি মতভেদ ঘটিত হয়, তবে কাফেরি ফৎওয়ায় যাইবে না। মুহিত কেতাবে আছে, একজনও ওয়াজকারী কাফেরি-মূলক কথা বলিল, আর শ্রোতারা উহা শ্রবণ করার পরে তাহার নিকট বসিয়া রহিল, ইহাতে কোন কোন বিদ্বানের মতে তাহারা কাফের হইয়া যাইবে। যেহেতু বিনা প্রতিবাদে তাহার নিকট বসিয়া থাকা সম্মতির লক্ষণ।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি শ্রোতারা উক্ত কথাটি কাফেরি-মূলক বলিয়া অবগত থাকে, তবে এই হুকুম হইবে। নচেৎ সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২০৩।

অগ্নি উপাসকদিগের ভাবাপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদের টুপি মস্তকে ধারণ করিলে, ছহিহ্ মতে কাফের হইবে, কিন্তু যদি রৌদ্রের তাপ ও শীত নিবারণের আবশ্যকতা হেতু উহা ব্যবহার করে তবে কাফের হইবে না। ইহা ফাতাওয়ায় ছোগরাতে আছে।

যদি কেহ রূপে কিম্বা রীতিতে য়িহুদী কিম্বা খৃষ্টানদিগের ভাবাপন্ন হয়, ইহা ঠাট্টা ও বিদ্রূপভাবে হইলেও কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ মজুছিদিগের (অগ্নিপূজকদিগের) বিশিষ্ট জরদ রং-এর রুমাল স্কন্ধে ধারণ করে এবং কোমরে সূতা বন্ধ করে এবং উহাকে পৈতা নামে অভিহিত করে, আর ইহাতে তাহাদের ভাবাপন্ন হওয়ার ধারণা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের

হইবে। আর যদি ইহাতে তাহাদের ভাবাপন্ন হওয়া উদ্দেশ্য না হয় ও কোমরের সূতাকে পৈতা নামে অভিহিত না করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

রাফিজিদের টুপি ব্যবহার করা কাফেরি না হইলেও মকরূহ তহরিমি হইবে. কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন. যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ভাবাপন্ন হয়, সে ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যদি কেহ রাফিজিদিগের দেশে থাকে এবং তাহাদের পোষাক পরিধান করিতে আদিষ্ট ও বাধ্য হয়, তবে উহা ক্ষতিকর হইবে না।

মুহিত কেতাবে আছে, শীত নিবারণের আবশ্যকতা হেতু মজুছিদিগের টুপি পরিধান করিলেও ছহিহ মতে কাফের হইবে, কেননা উহা ছিন্ন করিয়া উহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করিলে শীত নিবারণ হইয়া থাকে, কাজেই উহা পরিধান করার আবশ্যকতা অনুভুত হয় না।

মোল্লা আলিকারী লিখিয়াছেন, যদি কোন মুছলমান তাহাদের হস্তে বন্দী হয়, তবে এক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা আবশ্যকতা হইতে পারে।

যদি কেহ প্রাণভয়ে কোমরে পৈতা ধারণ করিতে এবং গলদেশে গলবন্ধন (নেকটাই) ধারণ করিতে বাধ্য হয়, তবে কাফের হইবে না।

খোলাছা কেতাবে আবুজা'ফর ওস্তরুশি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যদি কেহ মুছলমান বন্দীদিগকে উদ্ধার করা কল্পে পৈতা ব্যবহার করে, তবে কাফের হইবে না, নচেৎ কাফের হইবে।

য়িহুদী খৃষ্টানেরা যে বিশিষ্ট সূতা কিম্বা ফিতা ব্যবহার করে উহা ব্যবহার করিলে, যদিও তাহাদের গির্জ্জায় প্রবেশ না করে, তবু কাফের হইবে। যদি কেহ কোমরে একখানা সূতা বন্ধন করিয়া বলে যে, ইহা পৈতা, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, যেহেতু সে ব্যক্তি কাফেরি চিহ্ন প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী, তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে। ইহা খোলাছা, জাহিরিয়া ও মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কোন মুসলমান পৈতা ব্যবহার করিয়া বাণিজ্য করণেচ্ছায় দারোল-হরবে দাখিল হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে যেহেতু সে বিনা জরুরতে কোফরের পোষাক ব্যবহার করিল।

যদি কেহ (মজুছিদিগের সমভাবাপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে) তাহাদের ন্যায়

কাল বস্ত্র পরিধান করে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোলতাকাৎ কেতাবে আছে, যদি কেহ পৈতা নেকটাই কিম্বা অগ্নি উপাসকদিগের (পারশিকদিগের) টুপি সন্তুষ্টচিত্তে হউক কিম্বা বিদ্রূপভাবে হউক, ব্যবহার করে, তবে কাফের হইবে, কিন্তু যদি জেহাদে কাফেরদিগের প্রতারিত করা উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে, তবে কাফের হইবে না।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি পারশিকদিগের টুপি মস্তকে ধারণ করিল, ইহাতে এক ব্যক্তি তাহার উপর এনকার করিল, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, মন ঠিক থাকিলেই হইবে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা সে ব্যক্তি শরিয়তের প্রকাশ্য হুকুম বাতীল করিল।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, কাফের ও বেদয়াতিদিগের খাস রীতি, পোষাক ও পরিচ্ছদে অনুকরণ করা নিষিদ্ধ 'তাশাব্বোহ' ইহাতে বুঝা যায় যে, যে পোষাক পরিচ্ছদ তাহাদের খাস নহে, তাহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নহে, আর যে বেদয়াত কার্য্য মোবাহ তাহা করিলে দোষ হইবে না। খোলাছা কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে, এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা তাহার কাফের হওয়া অপেক্ষা উত্তম, (এমাম) আবুল কাছেম ছাফফর রহমতুল্লাহে আলায়হের ফৎওয়া অনুযায়ী কাফের হইবে।

একজন শিক্ষক বলিল, য়িহুদীরা মুসলমানদিগের চেয়ে উত্তম, যেহেতু তাহারা নিজের সন্তানদিগের শিক্ষকগণের হক (পারিশ্রমিক) প্রদান করিয়া থাকে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি এই ধারণায় বলিয়া থাকে, যে সমস্ত বিষয়ে য়িহুদীরা মুসলমানদিগের চেয়ে উত্তম তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, আর যদি এই ধারণায় বলিয়া থাকে যে, খাস এই বিষয়ে য়িহুদীরা উত্তম, তবে কাফের না হওয়া সঙ্গত।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে গোনাহ করিতেছিল ও বদকারদিগের সহিত মিলিতভাবে থাকিত, তজ্জন্য লোকে তাহাকে উপদেশ দিতে ও তিরস্কার করিতে লাগিল, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, বর্ত্তমানে আমি পারশিকদিগের টুপি ব্যবহার করিব। যদিও সে ব্যক্তি মন ঠিক রাখিয়া এইরূপ

বলিয়া থাকে, তবু কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি উহা গোনাহ ধারণা করিয়া করে, তবে কাফের হইবে না।

একব্যক্তি খৃষ্টানদিগের পল্লীতে গমন করিয়া তাহাদের একদলকে মদ পান করিতে, সঙ্গীত ও বাদ্য করিতে দেখিয়া বলিল, ইহা আনন্দ উৎসবের পল্লী, মনুষ্যের উচিৎ এই যে, কোমরে ফিতা বন্ধন করিয়া তাহাদের দলভুক্ত হয় এবং এই পৃথিবীতে আনন্দ উপভোগ করে, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২২৭-২২৯।

যদি কেহ বলে, পারশিকদিগের কার্য্য আমাদের ইসলাম অপেক্ষা উত্তম, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, পারশিক হওয়া অপেক্ষা খৃষ্টান হওয়া উত্তম, কিম্বা য়িহুদী হওয়া চেয়ে খৃষ্টান হওয়া উত্তম, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ বলে,পারশিক হওয়া খৃষ্টান হওয়া অপেক্ষা সমধিক মন্দ, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

যদি কেহ বলে, তোমার কার্য্য অপেক্ষা কাফেরি কার্য্য উত্তম, তবে কতক বিদ্বানের মতে সে সর্বোতভাবে কাফের হইবে। আর ফকিহ আবুল্লাএছ বলিয়াছেন, যদি তাহার কার্য্যকে মন্দ জানা উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। আর যদি কাফেরি কার্য্য ভাল জানা উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আঃ, ২।৩০৩। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২২৭-২২৯।

খোলাছা কেতাবে আছে, যে কেহ 'নওরোজ' পর্ব্বদিবসে কোন পারশিককে একটি ডিম তোহফা (উপঢৌকন) প্রদান করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি কেহ উক্ত দিবসে উক্ত পর্বের সম্মান উদ্দেশ্যে কোন মুছলমানকে কিছু নজর দেয়, তবে কাফের হইবে, কিন্তু যদি উক্ত নিয়ত করিয়া অন্যান্য দিবসে যেরূপ তাহাকে তোহফা দিয়া থাকে, উক্ত দিবসে সেইরূপ তাহাকে কিছু তোহফা দেয়, তবে কাফের হইবে না।

মাজমায়োন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে, পারশিকেরা নওরোজ পর্বের দিবস একস্থানে সমবেত হইতেছিল, ইহাতে একজন মুসলমান বলিল, ইহারা একটি নিয়ম করিয়াছে, এক্ষেত্রে সে কাফের হইবে।

ফাতাওয়ায় ছোগরাতে আছে, যে লোক 'নওরোজ' পর্ব্ব দিবসে এরূপ একটি বস্তু খরিদ করিল যাহা ইতিপূর্ব্বে খরিদ করিত না, উক্ত দিবসের সম্মানের জন্য উহা করিয়া থাকিল, সে কাফের হইবে।

আর যদি কেহ উক্ত দিবসে ঐ বস্তু খরিদ করিল, কিন্তু সে ইহা অবগত ছিল না যে, উহা নওরোজের দিবস, তবে সে কাফের হইবে না। এইরূপ যদি সে উহা নওরোজ-দিবস বলিয়া জানে, কিন্তু জেয়াফত ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার কারণে উহা খরিদ করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কোন শিক্ষক নওরোজ পর্ব্বের পার্ব্বনী যাচএা করে, আর ছাত্রের কর্ত্তৃপক্ষ উহা প্রদান না করে, তবে শিক্ষকের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর যদি ছাত্রের কর্ত্তৃপক্ষ উহা প্রদান করে, তবে উভয়ের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

তাতের্খানী কেতাবে আছে, একজন 'নওরোজ' পর্ব্বের দিবস এরূপ বস্তু খরিদ করিল যাহা অন্যান্য মুসলমানেরা খরিদ করিয়া থাকে না, এক্ষেত্রে সে কাফের হইবে।

আবু লাএছ কবির বোখারি বলিয়াছেন, যদি কেহ ৫০ বৎসর আল্লাহতায়ালার এবাদত করে, তৎপরে 'নওরোজ' পর্ব্বের দিবস উপস্থিত হইল উক্ত দিবসে সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন মোশরেককে তোহফা প্রদান করে, তবে সে আল্লাহতায়ালার সহিত কাফেরি করিল এবং তাহার ৫০ বৎসরের আমল নষ্ট হইয়া যাইবে।

আলমগিরিতে আছে, পারশিকেরা 'নওরোজ' পর্ব্বের দিবস যাহা করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত উক্ত কার্য্য অনুসরণ করা উদ্দেশ্যে যে কেহ তথায় গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

শরহে-ফেকহে আকবরে আছে, যে কেহ নওরোজ পর্ব্বের দিবস কাফেরদের মেলায় গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

'নওরোজ' পর্ব্বের দিবস কাফেরেরা যাহা করিয়া থাকে, উক্ত কার্য্যে যে ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করে, সে কাফের হইবে। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২২৯।২৩০, আঃ, ২।৩০৩।

যদি কেহ কোন পারশিকের সন্তানের মস্তক মুণ্ডন উপলক্ষীয় দাওয়াত স্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

যদি কেহ কাফেরদের রীতিকে ভাল জানে, এমন কি যদি বলে, পারশিকেরা যে খাদ্য ভক্ষণ করাকালে কথা বলা ত্যাগ করিয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকদের হায়েজ হওয়া কালে স্বামীরা পৃথক শয্যার শয়ন করিয়া থাকে, ইহা উত্তম রীতি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। আঃ, ২।৩০৩, শঃ ফেঃ, আঃ, ২২৯।২৩০।

একজন লোক স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল, ইহাতে স্ত্রী তাহাকে বলিল, তুমি মুসলামন নও। তদুত্তরে স্বামী বলিল, তুমি ধরিয়া লও যে, আমি মুসলমান নহি। শেখ এমাম আবুল ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাতে কাফের হইবে না।

আমাদের কতক হানাফী বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি একজনকে বলা হয় যে, তুমি মুসলমান নও, আর তদুত্তরে সে বলে না। তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

স্ত্রী স্বামীকে বলিল, তোমার লজ্জা ও দ্বীন ইসলাম নাই কি যে, তুমি বেগানা পুরুষদিগের সহিত আমার নির্জ্জন বাস পছন্দ করিতেছ? তদুত্তরে স্বামী বলিল, আমার লজ্জা ও দ্বীন ইসলামন নাই। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি স্ত্রীকে বলিল, হে কাফের, য়িহুদী কিম্বা পারশিক, তদুত্তরে স্ত্রী বলিল, আমি ঐরূপ, কিম্বা বলিল, আমি ঐরূপ, তুমি আমাকে তালাক দাও, কিম্বা বলিল, আমি যদি ঐরূপ না হইতাম, তবে তোমার সঙ্গে থাকিতাম না, কিম্বা বলিল, যদি আমি ঐরূপ হইতাম, তবে তোমার সহচারী হইতাম না, অথবা বলিল, তুমি আমাকে রাখিও না, ইহাতে উক্ত স্ত্রীলোক কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি বলে, যদি আমি ঐরূপ হই, তবে তুমি আমাকে রাখিও না, তবে ইহাতে সে কাফের হইবে না, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতেও সে কাফের হইবে।

প্রথম মতটি সমধিক ছহিহ্, কাজি এমাম জামালুদ্দিন প্রথম মতের উপর ফৎওয়া দিতেন।

এইরূপ যদি স্ত্রী স্বামীকে কাফের, য়িহুদী কিম্বা পারশিক বলিয়া ডাকে, আর তদুত্তরে স্বামী বলে, আমি ঐরূপ, তুমি আমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাও, কিম্বা বলে যদি আমি ঐরূপ না হইতাম, তবে তোমাকে রাখিতাম না, এক্ষেত্রে স্বামী কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামী বলে, যদি আমি এইরূপ হই, তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকিও না, তবে এক্ষেত্রে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, ছহিহ্ মতে সে কাফের হইবে না।

আর যদি স্বামী বলে, তুমি ধরিয়া লও যে, আমি ঐরূপ, তুমি আমার সঙ্গে থাকিও না, কেহ কেহ বলেন, ইহাতে কাফের হইবে না, সমধিক প্রকাশ্য মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ বেগানা (অপর) লোককে কাফের কিম্বা য়িহুদী বলিয়া ডাকে, আর সে ব্যক্তি তদুত্তরে বলে, আমি ঐরূপ তুমি আমার সঙ্গে থাকিও না, কিম্বা বলে, আমি ঐরূপ না হইতাম, তবে তোমার সঙ্গে থাকিতাম না, ইহার ব্যবস্থা প্রথমোক্ত মছলার তুল্য হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি একটি কার্য্য করার জন্য ইচ্ছা করিল, ইহাতে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, যদি তুমি এইরূপ কার্য্য কর, তবে তুমি কাফের হইয়া যাইবে, তৎপরে সে ব্যক্তি উক্ত কার্য্য করিল এবং তাহার কথার প্রতি লক্ষ্য করিল না, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে, হে কাফের তদুত্তরে সে বলে আমি কাফের নহি, বরং তুমি কিম্বা স্ত্রী নিজের স্বামীকে বলে, হে কাফের, ইহাতে স্বামী বলে, আমি কাফের নহি, বরং তুমি এক্ষেত্রে উভয়ের নিকাহ ভঙ্গ হইবে না, ফকিহ আবুল্লাএছ (রঃ) এইরূপ ফৎওয়া দিয়াছেন।

যদি কেহ কোন বেগানা পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে কাফের বলে, কিন্তু ঐ লোকটি কিছু না বলে, এইরূপ যদি স্বামী স্ত্রীকে, কিম্বা স্ত্রী স্বামীকে কাফের বলে, আর তদুত্তরে সে কিছু না বলে, তবে ফকিহ আবুবকর বালাখির মতে কাফের শব্দ প্রয়োগকারী কাফের হইয়া যাইবে, বালাখের অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না।

এই প্রকার মছলাগুলিতে ফৎওয়ার পক্ষে মনোনীত মত এই যে, যদি এইরূপ শব্দ প্রয়োগকারী গালি দেওয়ার ধারণায় বলিয়া থাকে এবং উক্ত ব্যক্তিকে কাফের বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকে, তবে সে কাফের হইবে না। আর যদি সে তাহাকে কাফের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কাফের বলিয়া থাকে, তবে সে কাফের হইবে. ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

যদি একটি স্ত্রীলোক নিজের পুত্রকে পারশিক পুত্র, কাফের পুত্র কিম্বা য়িহুদী পুত্র বলে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সে কাফের হইবে না। কোন বিদ্বানের মতে সে কাফের হইবে। যদি পিতা নিজের পুত্রকে পারশিকপুত্র, কাফের পুত্র কিম্বা য়িহুদীপুত্র বলে, তবে ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। সমধিক ছহিহ মতে যদি সে নিজের কাফের হওয়ার ধারণা না করিয়া ইহা বলিয়া থাকে তবে কাফের হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কেহ নিজের চতুষ্পদ জন্তুকে কাফেরের চতুষ্পদ বলিয়া অভিহিত করে, তবে সে সকলের মতে কাফের হইবে না, ইহা আলমগিরিতে আছে। ফেকহে আকবরের টীকায় আছে, খোলাছা কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যদি কেহ নিজের চতুষ্পদকে কাফেরের চতুষ্পদ, কিম্বা কাফেরের স্বত্ব বলে, এক্ষেত্রে যদি সেই চতুষ্পদটি তাহার বাটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, তবে সে কাফের হইবে, নচেৎ কাফের হইবে না।

ফাতাওয়ায়-কাজিখানে আছে, যদি নিজের কাফের হওয়ার ধারণা করিয়া কাফেরপুত্র কিম্বা কাফেরের চতুষ্পদ বলিয়া থাকে, তবে সকলের মতে কাফের হইবে।

যদি এক ব্যক্তি অন্যকে বলে, হে কাফের, হে য়িহুদী কিম্বা হে পারশিক, আর তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ হাজির, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে। এইরূপ যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে হ্যাঁ, এইরূপ ধরিয়া লও, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে।

আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, তুমি কাফের, কিম্বা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি কাফের হইবে না

যদি একজন অন্যকে বলে, আমি ভয় করিয়াছিলাম যে, পাছে কাফের হইয়া যাই, তবে সে কাফের হইবে না।

উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি আমাকে এত অধিক কষ্ট দিয়াছ যে, আমি কাফের হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, ইহা মুছলমানি পালন করার জামানা নহে, বরং কাফেরীর জামানা, কতক বিদ্বানের মতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে। মুহিত প্রণেতা বলিয়াছেন, ইহা আমার নিকট ছহিহ মত নহে।

ফেকহে-আকবরের টীকায় আছে, যদি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, এই জামানায় কাফেরী করা উচিৎ, ইছলাম পালন করা উচিৎ নহে, তবে সে কাফের হইবে।

আর যদি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, ইহা কাফেরদের ও নিরক্ষরদের পরাক্রমের জামানা, ইহা ইছলাম ও এলমের দুর্বলতার জামানা, তবে সে কাফের হইবে না।

ওয়াকয়াতে নাতেফিতে আছে, একস্থানে একজন মুছলমান ও একজন পারশিক ছিল, এমতাবস্থায় তৃতীয় এক ব্যক্তি পার্শিককে 'হে পার্শিক' বলিয়া ডাকিল, ইহাতে মুছলমান ব্যক্তি 'হ্যাঁ' বলিয়া উত্তর দিল, যদি তাহারা উভয়ে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির এক কার্য্যে লিপ্ত থাকে, আর মুছলমান ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকে যে, সে তাহাকে উক্ত কার্য্যের জন্য ডাকিতেছে, তবে সে কাফের হইবে না। আর যদি উভয়ে কেহ কার্য্যে না থাকে, তবে তাহার কাফের হইবার আশঙ্কা আছে।

কোন মুছলমান বলিল, আমি মোলহেদ, ইহাতে সে কাফের হইবে। যদি সে বলে যে, আমি উহা কোফর বলিয়া জানি না, তবে তাহার ওজর গ্রাহ্য হইবে না।

এক ব্যক্তি একটি কথা বলিল, লোকেরা উহা কোফর বলিয়া ধারণা করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কাফেরিমূলক কথা ছিল না, ইহাতে তাহারা তাহাকে বলিল, তুমি কাফের হইয়া গিয়াছ এবং তোমার স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে, তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি বলিল, তোমরা ধরিয়া লও যে, আমি কাফের হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, ইহা ফছুলে এমাদিয়াতে আছে।

এতিমিয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি বলিল, আমি ইবলিছ কিম্বা

ফেরাউন, তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে ইহা আলমগিরিতে আছে। শরেহ্-ফেকহে-আকবরের ২২৪ পৃষ্ঠায় আছে—

যদি কেহ বলে, আমি ফেরাউন ও ইবলিছের আকিদার (মতের) উপর আছি, কিম্বা আমার মত ফেরাউন কিম্বা ইবলিছের মতের তুল্য, তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, আমি ইবলিছ কিম্বা ফেরাউন, তবে সে কাফের হইবে না, যেহেতু নামের একতা নফছের দুষ্টামির উদ্দেশ্যে সে বলিয়াছে, ফেরাউনের কাফেরি ও ইবলিছের না-ফরমানির ধারণায় ইহা বলে নাই।

এক ব্যক্তি কোন বদকারকে উপদেশ দিতেছিল এবং তওবা করিতে বলিতেছিল, ইহাতে সে তাহাকে বলিল, ইহার পরে আমি পার্শিকদের টুপি মস্তকে ধারণ করিব, এক্ষেত্রে এই বদকার কাফের হইবে।

একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে বলিল, তোমার সহিত থাকা অপেক্ষা কাফের হওয়া ভাল, ইহাতে সে কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ বলে, যদি আমি অমুক কার্য্য করি তবে ইছলামের যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি, তৎসমুদয় কাফেরদিগকে দিব, এবং তৎপরে সে উক্ত কার্য্য করে, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না এবং তাহার পক্ষে কছমের কাফ্ফরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। একটি স্ত্রীলোক বলিল, যদি আমি অমুক কার্য্য করি, তবে আমি কাফের। এমাম মোহাম্মদ বেনেল-ফাজল (রঃ)- এর মতে সে কাফের হইবে ও তাহার নিকাহ্ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজি এমাম আলি ছাগদি (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা কোফর নহে, কছমের 'ওয়াদা' হইবে।

একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে বলিল, যদি তুমি ইহার পরে আমার উপর অত্যাচার কর, কিম্বা আমার জন্য অমুক বস্তু খরিদ না কর, তবে আমি কাফের হইয়া যাইব, ইহাতে তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে, ইহা ফছুলে এমাদিয়াতে আছে।

এক ব্যক্তি বলিল, আমি পার্শিক ছিলাম, কিন্তু আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুছলমান হইয়াছি এবং এইরূপ তাহার বিশ্বাস ছিল না, এক্ষেত্রে তাহার উপর কোফরের হুকুম দেওয়া যাইবে, শামছোল-আয়েম্মায় হোলওয়ানি ইহা বলিয়াছেন।

খাজানা কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি কোন মুছলমানকে বলিল,

খোদাতায়ালা তোমা হইতে মুছলমানি কাড়িয়া লন, অন্য এক ব্যক্তি বলিল, 'আমিন' এক্ষেত্রে উভয়ে কাফের হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিয়াছিল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি মুছলমান, তুমি আমাকে কষ্ট দিও না, তদুত্তরে সে বলিল, ইচ্ছা হয় তুমি মুছলমান থাক, আর ইচ্ছা হয় তুমি কাফের হও, ইহাতে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। এইরূপ সে যদি বলে, তুমি কাফের হও, তবে আমার কি ক্ষতি হইবে? তবে সে কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

একজন কাফের মুছলমান হইল এবং লোক তাহাকে নানাবিধ বস্তু দান করিল, ইহাতে অন্য এক মুছলমান বলিল, যদি আমি কাফের থাকিয়া মুছলমান হইতাম, তবে লোকে আমাকে কিছু দান করিত, কিম্বা মুখে না বলিয়া অন্তরে উহার আকাঙ্খা করিল, এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে। ইহা কতক বিদ্বান, কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

একজন মুছলমান কোন হৃষ্ট-পুষ্ট খৃষ্টান রমণী দেখিয়া আকাঙ্খা করিয়া বলিল, যদি আমি খৃষ্টান হইতাম, তবে তাহার সহিত নিকাহ্ করিতে পারিতাম। এক্ষেত্রে সে কাফের হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি অন্যকে বলিল, তুমি ন্যায়ভাবে আমার সাহায্য কর, তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, লোকে ন্যায়ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে, আর আমি অন্যায়ভাবে তোমার সাহায্য করিব, ইহাতে এই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। ইহা ফছুলে-এমাদিয়া কেতাবে আছে।

এক ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিল, আমি প্রত্যেক দিবস তোমার তুল্য দশগুণ কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া থাকি, যদি সে মৃত্তিকা খামির করা অর্থে ইহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, আর যদি সৃষ্টি করা অর্থে বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

গ্রামবাসী একব্যক্তি বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমি এই বৃক্ষটি প্রস্তুত করিয়াছি, ইহাতে মুফতিগণ একমতে ফৎওয়া দিলেন যে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, যেহেতু সে রোপণ করা অর্থে উহা বলিয়াছে। যদি সে সৃষ্টি করা অর্থে উহা বলিত,তবে কাফের হইত।

যদি কেহ বলে, যত দিবস অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকে, কিম্বা স্বর্ণের বাজু স্থায়ী থাকে, ততদিবস আমার জীবিকা কম হইবে না তবে আমাদের কতক বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে আর কতক বিদ্বানের মতে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

এই ব্যক্তি বলিল, দরিদ্রতা দুরদৃষ্ট ব্যতীত নহে, ইহা মহা গোনাহমূলক কথা।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি খোদার জন্য একটি ছেজদা কর, আর আমার জন্য দ্বিতীয় ছেজদা কর, ইহাতে কতক বিদ্বানের মতে এই ব্যক্তি কাফের হইবে না।

এক ব্যক্তি শতরঞ্জি খেলা করিতেছিল, ইহাতে তাহার স্ত্রী বলিল তুমি শতরঞ্জি খেলা করিও না, কেননা আমি আলেমগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহারা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শতরঞ্জি খেলা করে, সে ব্যক্তি খোদার শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত, ইহাতে স্বামী বলিল, আয় নিকৃষ্টা, আমি খোদার শত্রু, আমি ধৈর্য্যধারণ করিব না, এবং আরাম করিব না। কাজি আবুবকর ইহা শ্রবণে বলিয়াছিলেন, ইহা কঠিন ব্যাপার, আমাদের আলেমগণের মতানুযায়ী তাহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইবে, তাহার নিকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে। অন্যান্য বিদ্বান বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। এক ব্যক্তি একদল লোকের সহিত কলহ করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল, আমি দশজন পারশিক অপেক্ষা সমধিক অত্যাচীর, কিম্বা দশজন পারশিক অপেক্ষা সমধিক জঘন্য। (এমাম) আব্দুল করিম তৎশ্রবণে বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। তাহার পক্ষে তওবা ও এস্তেগফার করা জরুরী।

এক ব্যক্তিকে বলা হইল, একটি দেহরম দান কর, আমি মসজিদের সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করিব, কিম্বা তুমি নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হও, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি মসজিদে উপস্থিত হইব না,ও দেরেম দিব না, মসজিদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? আর সে ব্যক্তি এই কার্য্যে রত থাকে, ইহাতে (এমাম) আবদুল করিম বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কিন্তু তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

জামে ছগিরে আছে, আলি রাজি বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে, আমার

আয়ুর কছম, কিম্বা তোমার আয়ুর কছম, কিম্বা এইরূপ কোন বিষয়ের কছম করে, তবে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা করি।

আল্লাহ্ বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার এবাদতে কাহাকেও শরিক করিও না।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের হলফ করে, নিশ্চয় সে শেরেক করিল।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর কছম, তাঁহার রুহের কছম, তাঁহার আয়ুর কছম, কা'বার কছম ও আমানতের কছম উল্লিখিত প্রকার হইবে।

যদি কেহ বলে, সাধারণ লোকে উক্ত প্রকার কছম করিয়া থাকে এবং উহা শেরেক বলিয় ধারণা করে না, তদুত্তরে আমি বলি উহা স্পষ্ট শেরেক, কেননা আল্লাহতায়ালার নাম ব্যতীত অন্যের কছম হয় না, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের হলফ করে, সে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে শেরেক করিল এবং মোশরেকদিগের সমভাবাপন্ন হইল।

হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নামের মিথ্যা হলফ করা অপেক্ষা অন্যের নামের সত্য হলফ করা সমধিক কঠিন।

যদি কেহ বলে, রুজি আল্লাহতায়ালা হইতে, কিন্তু বান্দা হইতে আন্দোলন আবশ্যক, তবে কতক বিদ্বানের মতে ইহা শেরেক।

নওয়াজেল কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে, অমুকে যাহা কিছু বলে, যদিও উহা কোফর হয়, তবু আমি উহা প্রতিপালন করিব, এক্ষেত্রে সে কাফের হইবে।

ফেকহে আকবরের টীকার ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে, যদি কেহ বলে, যদি আমাকে অমুক পীর, আলেম কিম্বা আমীর আদেশ করেন, যদিও উহা কাফেরি কার্য্য বা কথা হয়, তবু আমি উহা প্রতিপালন করিব, ইহাতে সে তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ বলে আমি মুছলমানি হইতে আলাহেদা হইয়া যাইব, তবে কতক বিদ্বানের মতে সে কাফের হইবে। ইহা আলমগিরিতে আছে।

ফেকহে আকবরের টীকার ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে, ইহা কতক বিদ্বানের মত নহে, বরং সমস্ত বিদ্বানের মত। অবশ্য যদি কেহ বলে, যদি আমি এইরূপ কার্য্য করি, তবে ইছলাম হইতে আলাহেদা হইয়া যাইব, তৎপরে উহা করে, তবে ইহাতে কতক বিদ্বানের মতে কাফের হইয়া যাইবে।

যদি কেহ কোন ফকিরকে হতভাগা ও কাল কম্বল বলিয়া অভিহিত করে তবে সে কাফের হইবে, ইহা এতাবিয়া কেতাবে আছে।

এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি (রঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ বর্ত্তমান জামানার বাদশাহকে ন্যায় বিচারক বলে, সে আল্লাহতায়ালার সহিত কোফর করিল। কতক বিদ্বানের মতে ইহাতে সে কাফের হইবে না।

ফেকহে আকবরের টীকায় ১৯৮ পষ্ঠায় আছে, বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ আমাদের জামানায় বাদশাহকে আ'দেল বলে, তবে তাহার উপর কোফরের ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, কেননা সে যে অত্যাচারী, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর অত্যাচারককে 'আদল' বলিলে কাফের হইতে হইবে। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে সে কাফের হইবে না, কেননা 'আদেল' শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথমত ন্যায় বিচারক, দ্বিতীয় সত্যপথভ্রষ্ট, আর দ্ব্যর্থবাচক শব্দের কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইতে পারেনা, কিন্তু যদি ন্যায়বিচারক অর্থে উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে।

ওছুলে-ছাফফাতে লিখিত আছে, খতিবেরা জুমার দিবস মিম্বরের উপর খোৎবা পাঠকালে বাদশাহদিগের উপাধি বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠতম ন্যায় বিচারক, শ্রেষ্ঠতম শাহানশাহ,বহু সম্প্রদায়ের গ্রীবাদেশের মালিক, আল্লাহতায়ালার জমিনের সুলতান আল্লাহতায়ালার শহরগুলির মালিক, আল্লাহতায়ালার খলিফার সহকারী, ইহার মধ্যে কতক শব্দ কোফর, কতক শব্দ গোনাহ ও কতক শব্দ মিথ্যা। শাহানশাহ আল্লাহতায়ালার খাছ নাম, মনুষ্যের পক্ষে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নহে, বহু সম্প্রদায়ের গ্রীবাদেশের মালিক, ইহা খাঁটি মিথ্যা কথা, আল্লাহতায়ালার জমিনের সুলতান ইত্যাদি বিশুদ্ধ মিথ্যা কথা। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

মজমুয়োল্লাওয়াজেল কেতাবে আছে, যে সময় বাদশাহ কোন লোককে

মূল্যবান পোষাক পরিধান করাইয়া দেন, কিম্বা এতদুপক্ষ্যে মোবারকবাদ দেন, তখন যদি কেহ তাহার সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে একটি পশু কোরবানি করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। উক্ত পশু মৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে না।

দোর্রোল-মোখতারে আছে, কোন আমীর,বাদশাহ কিম্বা কোন বোজর্গের আগমন উপলক্ষ্যে তাঁহাদের সম্মানের জন্য যে পশু জবাহ্ করা হয় এবং উহা জবাহ্ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এইরূপ পশু জবাহ হারাম হইবে।

শেখ এছমাইল জাহেদ বলিয়াছেন, হাজী কিম্বা গাজিদের (ধর্ম যোদ্ধাদের) আগমন উপলক্ষ্যে তাহাদের সম্মানের জন্য গরু কিম্বা ছাগল জবাহ করা হয়, একদল বিদ্বান ইহা কোফর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কাজিখানে আছে। (ইহা জবাহ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়)।

কোন মেহমান আগমন করিলে, তাহাদের ভক্ষণ করান উদ্দেশ্যে যে পশু জবাহ্ করা হয়, উহা হালাল। কেননা ইহাতে আল্লাহতায়ালার হুকুম ও হজরত এবরাহিম (আঃ) এর ছুন্নত পালন করা হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মেহমানকে উহা ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়, আর প্রথম ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উহা ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয় না, বরং অন্যকে উহা বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে তাঁহাদের তা'জিমের জন্য জবাহ করা বুঝা যায়, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কোফর, কেবল ফজলি ও এছমাইল উহা কোফর বলেন নাই। দোঃ ৪।৪৫।

স্ত্রীলোকেরা শিশুদের বসন্ত হইলে, একটি প্রস্তরের প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া শিতলা দিবী নামে অভিহিত করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে, উহার নিকট সন্তানের পীড়া আরোগ্য কামনা করিয়া থাকে এবং ধারণা করিয়া থাকে যে, উক্ত দেবী আরোগ্য প্রদান করিবে, এই স্ত্রীলোকেরা এইরূপ কার্য্যে ও বিশ্বাসে কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহাদের স্বামীর কার্য্যে রাজি হওয়ার জন্য কাফের হইয়া যাইবে।

এইরূপ কতক স্ত্রীলোকেরা পানির ঝরণার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার পূজা করিয়া থাকে এবং মনস্কাম পূর্ণ হওয়ার ধারণায় তথায় একটি ছাগল জবাহ করিয়া থাকে, ইহাতে এই স্ত্রীলোকেরা কাফের হইয়া যাইবে, ছাগলটি নাপাক হইয়া যাইবে এবং উহা খাওয়া হালাল হইবে না। এইরূপ স্ত্রীলোকেরা পার্শিকদের

ন্যায় ভবানী নামের একটি প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া থাকে, সন্তান প্রসব হওয়ার কালে সিন্দুর দ্বারা উহার উপর নকশা করিয়া থাকে, এবং উহার উপর তৈল নিক্ষেপ করিয়া থাকে, এইরূপ করায় তাহারা কাফের হইয়া থাকে এবং তাহাদের স্বামীর নিকাহ ভঙ্গ হইয়া থাকে।— আঃ, ২।৩০৩-৩০৮।

খোলাছা কেতাবে আছে, একজন কাফের কোন মুছলমানকে বলিল, তুমি আমাকে মুছলমান করিয়া লও, ইহাতে সে বলিল, তুমি অমুক আলেমের নিকট গমন কর, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, যেহেতু সে ব্যক্তি আলেমের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কোফর অবস্থায় থাকিতে রাজি হইল, কিম্বা কলেমা শাহাদাতের প্রতি একরার করিলে যে ঈমানদার হওয়া যায়, ইহা সে জানে না, এইহেতু তাহার উপর কোফরের হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

ফকিহ আবুল্লাএছ বলিয়াছেন, একজন আলেমের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কেননা একজন আলেম উক্ত কার্য্যটি যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পান্ন করিতে পারেন, একজন নিরক্ষর তদ্রূপ করিতে পারে না, কাজেই উহার কাফেরিতে তাহার রাজি থাকা সপ্রমাণ হয় না, বরং তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে ইছলাম গ্রহণের প্রতি রাজি হওয়া বুঝা যায়।

জওয়াহের কেতাবে আছে, কোন ব্যক্তিকে বলা হইল, ঈমান কি বস্ত্র? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি জানিনা। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, ঈমান কি বস্তু, ইহা ঈমান এজলামী ও ঈমান তফছিলী উভয় বিষয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে প্রত্যেকে ঈমান তফছিলী কিরূপে জানিবে? কাজেই এইরূপ প্রশ্নে উত্তর দিতে না পারিলে, কেন সে কাফের হইবে? অবশ্য যদি কোন লোককে বলা হয়, যে তুমি ঈমানদার কি না? আর সে তদুত্তরে বলে, আমি জানিনা, তবে সে কাফের হইবে।

আরও জওয়াহের কেতাবে আছে, একজন কাফের কোন মুছলমানের নিকট মুছলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, ইহাতে সে বলিল, আমি মুছলমান করার নিয়ম জানিনা, কিম্বা তুমি ছবর (ধৈর্য্যধারণ) কর কিম্বা বিলম্ব কর, কিম্বা কোন আলেমের নিকট যাও, অথবা অমুকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে ইসলাম শিক্ষা দিবেন, অথবা মজলিশের শেষে পর্য্যন্ত বিলম্ব কর, সে ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, শেষ মছলাটিতে কাফের হওয়া প্রকাশ্য মত, আর অবশিষ্ট মছলাগুলিতে যে মতভেদ আছে, তাহা ইতিপুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জহিরিয়া কেতাবে আছে, একজন কাফের কোন মুছলমানকে বলিল, তুমি আমার নিকট ইছলাম পেশ কর, তদুত্তরে সে বলিল, আমি উহার ছিফাত জানি না, এক্ষেত্রে সে কাফের হইবে।

যে লোক কাফেরী কার্য্যে রাজি হয়, নিজের কাফেরি কার্য্যে হউক, আর অন্যের কাফেরি কার্য্যে হউক, সে কাফের হইয়া যাইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যিনি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, আমি ইছলামের বিস্তারিত ব্যাখা জানি না, তবে তাহাকে কাফের না হওয়া প্রকাশ্য মত।

হাবি কেতাবে আছে, একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তুমি তওহিদ জান কি? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি আল্লাহতায়ালার তওহিদ জানি না, ইহাতে সে কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, যদি তাহাকে তওহিদের ব্যাখা জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে, তবে সে কাফের হইবে না। আর যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে যে, তুমি তওহিদ অবলম্বী (একত্ববাদী) কি না, আর ইহাতে সে বলিয়া থাকে যে, আমি একত্ববাদী নহি, তবে সে কাফের হইবে।

মুহিত কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি বলে আমি ইছলামের ছেফাত জানি না, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

শামছোল-আয়েম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির দ্বীন, নামাজ রোজা ও এবাদত কবুল হইবে না, তাহার নেকাহ স্থায়ী থাকিবে না এবং তাহার সন্তানগণ হারামজাদা হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান রাখে ও মুখে একরার করে, সে ব্যক্তি এজমা মতে মুছলমান হইবে। তৎপরে সে ব্যক্তি ইছলামের ছেফাত অবগত না হইলে, ইছলাম হইতে বিনা মতভেদে খারিজ হইবে না।

যদি এক ব্যক্তি শর্ত্ত ও রোকনগুলিসহ নামাজ ও রোজা আদায় করে, কিন্তু উভয়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত না থাকে, এমন কি প্রশ্ন করিলে উহার

উত্তর দিতে না পারে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, এইরূপ ইছলামের বিস্তারিত ব্যাখা বলিতে না পারিলে, সে কাফের হইবে না। যদি ইহা স্বীকার করা না হয়, তবে মুষ্টিমেয় আকায়েদতত্ত্বজ্ঞ লোক ব্যতীত দুনইয়ায় ঈমানদার কেহ থাকিবে না।

একটি নাবালেগা মুছলমান স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী হইয়া বালেগা হইল, কিন্তু সে ইছলাম এবং উহার ছেফাত জানে না, ইহাতে তাহার স্বামীর নেকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং স্বামী হইতে সম্বন্ধশূন্য হইয়া যাইবে, যেহেতু সে এলমহীনা, তাহার কোন খাস দ্বীন নাই, আর নেকাহ্ স্বামী থাকার জন্য দ্বীনের জ্ঞান থাকা শর্ত্ত।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, তাহার ঈমান সাব্যস্ত থাকার জন্য কেবল অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুখে একরার যথেষ্ট হইবে, ইছলামের হুকুম ও এজমালি ও তফছিলি ছেফাত জানা জরুরী নহে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কোন দ্বীনের উপর আছ? তবে নিশ্চয় সে বলিবে, আমি দ্বীন-ইছলামের উপর আছি।

অবশ্য যদি তাহাকে বলা হয় যে, তুমি কোন দ্বীনের উপর আছ? আর তদুত্তরে সে বলে, আমি কোন দ্বীনের উপর নহি, কিম্বা বলে, আমি কোন দ্বীনের উপর আছি, তাহা জানি না, তবে তাহার কাফের হওয়া অতি স্পষ্ট।

এবনোল-হোমাম উল্লেখ করিয়াছেন, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ একটি দাসী খরিদ করে, কিম্বা একটি স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করে, তৎপরে তাহার নিকট ইছলামের ছেফাত জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সেই দাসী কিম্বা স্ত্রী উহা না জানে, তবে সে মুছলমান বলিয়া গন্য হইবে না।

কতক আম লোকে এই নাজানার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছে যে, যদি তাহাকে ঈমান ইছলাম কি, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে সে উহার উত্তর দিতে সক্ষম হয় না, ইহা তাহাদের ভ্রমাত্মক অর্থ।

না-জানার প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহার অন্তরে ঈমান ও ইছলামের বিশ্বাস না থাকা, যথা—যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেয়ামতের দিবস মনুষ্যেরা পুনর্জীবিত হইবে কি না? তাহাদের উপর রাছুলগণকে প্রেরণ করা হইয়াছে কিনা?

তাহাদের উপর আছমানী কেতাব সকল নাজিল করা হইয়াছে কিনা ? আর তদুত্তরে সে বলে যে, হ্যাঁ প্রেরণ ও নাজিল করা হইয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে ঈমান ও ইছলাম জানে। আর যদি তদুত্তরে সে বলে যে, আমি ইহা জানি না, তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঈমান ও ইছলাম জানে না, কিন্তু যে মুছলমানেরা দারোল-ইছলামে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অতি কম লোক এইরূপ থাকিতে পারে।

এবনোল-হোমামের উপরোক্ত বর্ণনা আমার মতের সমর্থন করে।

আরও আমি মোজমারাত কেতাবে দেখিয়াছি (এমাম) মোহাম্মদ বেনোল-হাছান জামে কবিরে লিখিয়াছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক ঈমান ও ইছলামের ছেফাত নাজানে, তবে তাহার স্বামী হইতে তাহাকে আলাহোদা করিয়া দেওয়া হইবে, ইহার বিবরণ এই যে, দ্বীন ঈমান ও ইছলামে ছেফাত তাহার নিকট উল্লেখ করা হইবে, ইহাতে যদি সে বলে, আমি এইরূপ ঈমান আনিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি, তবে তাহাকে ঈমানদার ধরিতে হইবে ও তাহার সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে। আর যদি সে বলে, আমি জানি না, তবে তাহার সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে না।

এই মছলাটি আমার মতে অনুমোদন করে।

মোজম্মারাত কেতাবে উল্লিখিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে তাহার স্বামী হইতে আলাহেদা হইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাফের হইয়া যাইতে ফৎওয়া দেয়, তবে তাহার কাফের হইয়া যাওয়ার পূর্বে স্বয়ং ফৎওয়াদাতা কাফের হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটিকে ইছলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে এবং ৭৫টি বেত মারা হইবে, আর তাহার পক্ষে প্রথম স্বামী ব্যতীত অন্যলোকের সহিত নেকাহ করা জায়েজ হইবে না। (এমাম) আবুবকর ফজলি এইরূপ বলিয়াছেন। আবুজা'ফর এইরূপ ফৎওয়া দিতেন।

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, মোরতাদ্দ হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করা উদ্দেশ্যে তাহার নেকাহ ফাছেদ না হওয়ার ও নেকাহ না দোহরাইবার হুকুম দেওয়া যাইবে, (কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত)। বোখারার অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাকে প্রথম স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য করা

হইবে। বিদ্বানগণের এজমাতে ইহাতে বিনা তালাকে নেকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহা মেনহাজোল মুছল্লিন কেতাবে আছে।

খোলাছা কেতাবে আছে, একব্যক্তি অন্যের উপর বদদোয়া করিতে গিয়া এইরূপ বলিল, আল্লাহতায়ালা তাহাকে কাফেরির উপর ধৃত করুন, এই দোওয়াকারী অন্যের কাফেরির উপর রাজি হইল, এইহেতু কাফের হইয়া যাইবে।

শেখ আবুবকর মোহাম্মদ বেনোল-ফজল (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন কাফেরের উপর এইরূপ বদদো'য়া করে তবে সে কাফের হইবে না, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কোন মুছলমানের উপর এইরূপ বদদো'য়া করে, তবে কাফের হইবে, কিন্তু ছহিহ মত এই যে, যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে এইরূপ বদদো'য়া করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

জওয়াহের কেতাবে আছে, যদি কেহ্ কোন মুছলমানকে বলে আল্লাহতায়ালা তোমা হইতে ইছলামকে কাড়িয়া লন, তবে সে কাফের হইবে। এইরূপ যদি কেহ উহা শুনিয়া আমিন বলে তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, আমি অমুক মুছলমান ব্যক্তি কাফের হওয়ার কামনা করি, কিম্বা অমুক ব্যক্তির কাফের হওয়ার কামনা করি, অথবা অমুক ব্যক্তির কাফের হওয়া ভিন্ন কামনা করি না, কিম্বা আল্লাহ তাহাকে বে-ঈমান অবস্থায় কিম্বা কাফের অবস্থায় দুনিয়া হইতে তুলিয়া লন, কিম্বা বে-ঈমান বা কাফের অবস্থায় মারিয়া ফেলেন, কিম্বা আল্লাহ তাহাকে দোজখে চিরস্থায়ী করেন, অথবা আল্লাহ তাহাকে দোজখ হইতে বাহির না করেন, তবে এই বদদোয়াকারী কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যেহেতু সে অন্যের কাফের হওয়া পছন্দ করিল, এইহেতু কাফের হইয়া যাইবে, কিন্তু অত্যাচারীর নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে এইরূপ বলিয়া থাকিলে, কাফের হইবে না।

মুহিত কেতাবে আছে, যে নিজের কাফের হওয়া পছন্দ করে, সে সমস্ত বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।

আর যে অন্যের কাফের হওয়ার প্রতি রাজি হয়, সে কাফের হইবে কি না, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, যদি

অন্যের কাফের হওয়া পছন্দ করে, কিম্বা জায়েজ মনে করে, তবে কাফের হইবে। আর যদি উহা পছন্দ না করে ও জায়েজ মনে না করে, কিন্তু অত্যাচারীর কাফেরীর উপর এইহেতু মরিবার কিম্বা নিহত হওয়ার কামনা করে যে আল্লাহতায়ালা তাহা হইতে প্রতিশোদ গ্রহণ করেন, তবে সে কাফের হইবে না। কোর-আন শরীফের কোন কোন আয়তে চিন্তা করিলে, আমাদের দাবির সত্যতা সপ্রমাণ হয়। এই হিসাবে যদি কেহ কোন অত্যাচারীর উপর বদদো'য়া করিয়া বলে, আল্লাহ তোমাকে কাফেরীর উপর মারিয়া ফেলুন, কিম্বা তোমা হইতে ঈমান কাড়িয়া লউন, যেহেতু তুমি আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছ, কিম্বা আমার উপর অত্যাচার করিয়াছ এবং একটু দয়া কর নাই, তবে সে কাফের হইবে না।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে একটি রেওয়াএত এই মর্ম্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্য লোকের কোফরের উপর রাজি হওয়া কাফেরী কার্য্য, ইহাতে কোন প্রকারভেদ না থাকিলেও হানাফী মজহাবের নিয়ম অনুসারে উহা স্থান বিশেষ সীমাবদ্ধ হইবে।

যে ব্যক্তি মোরতাদ্দ হইয়া যায়, কিম্বা অন্যায়ভাবে জ্ঞাতসারে মারণ অস্ত্র দ্বারা লোককে হত্যা করিয়া থাকে, অথবা বিবাহিত হইয়া জেনা করিয়া থাকে, অথবা ডাকাতি করিয়া থাকে, কিম্বা শহর সমূহে অশান্তি করিয়া থাকে, তাহার হত্যা সাধন করা মোবাহ।

যে ব্যক্তির হত্যা করা শরিয়তে হালাল নহে, যদি কেহ এরূপ ব্যক্তির হত্যা করা হালাল বলে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে বলে, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ কোন আমিরকে অন্যায়ভাবে কাহাকে হত্যা করিতে দেখিয়া বলে, তুমি ভাল করিয়াছ, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে, অমুক মুছলমানদের অর্থ আত্মস্মাৎ করা হালাল, তবে সে কাফের হইবে।

যদি একজন অন্যকে বলে, তোমার ইছলামের উপর লান'ত হউক, তবে সে কাফের হইবে। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। আরও ঐ কেতাবে আছে,

একব্যক্তির পিতা কাফেরী অবস্থায় মরিয়া গেল, ইহাতে সে বলিল, যদি আমি এই সময় অবধি মুছলমান না হইতাম, তবে কাফের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারেছ হইতাম, এক্ষেত্রে কাফেরির আকাঙ্খা (আরজু) করা হেতু সে কাফের হইবে।

ফাতাওয়ায় ছোগরাতে আছে, একজন কাফের মুছলমান হইল, ইহাতে একজন মুছলমান বলিল, যদি তুমি মুছলমান না হইতে, তবে পৈত্রিক সম্পত্তির ওয়ারেছ হইতে, এক্ষেত্রে উক্ত মুছলমান কাফের হইয়া যাইবে। কাজিখান ও ফাতাওয়ায় ছোগরাতে আছে, যদি কেহ বলে, আমি যে সময় কোন মুছলমানের নিকট বসি, সেই সময় আমি মুছলমান, আর যে সময় আমি খৃষ্টান কিম্বা য়িহুদীর নিকট বসি, সেই সময় আমি খৃষ্টান কিম্বা য়িহুদী, তবে সে ব্যক্তি জিন্দিক (বড় কাফের) হইবে এবং সমস্ত দ্বীন হইতে খারিজ হইবে।

খোলাছা কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি কোন নব ইছলামধারীকে বলিল, তুমি যে ধর্মে ছিলে, উহা তোমার কি ক্ষতি করিল যে, তুমি মুছলমান হইলে? উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে।

যদি কেহ ইবলিছের উপর লান'ত না দেয়, তবে সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে না এবং কাফের হইবে না, কিন্তু যদি এক ব্যক্তি বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইবলিছের উপর লা'নত দিয়াছেন, আর তৎশ্রবণে দ্বিতীয় একটি লোক বলে, আমি কিন্তু উহার উপর লান'ত প্রদান করি না, তবে সে খোদার বিরুদ্ধাচারণ করা হেতু কাফের হইয়া যাইবে। শঃ, ফেঃ, আঃ, ২১৮-২২৩।

যদি কেহ প্রতিমা প্রস্তুত করে, তবে সে কাফের হইবে, যেহেতু সে উহাতে রাজি হইল এবং উহা প্রচলিত করার ইচ্ছা করিল।

একটি লোক শরিয়তের কতক আহ্কাম জানিত না, এই ওজর প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে বলিল, আমি কাফের ছিলাম, অল্প দিবস হইল মুছলমান হইয়াছি, ইহাতে বিদানগণের মতভেদ হইয়াছে, সমধিক প্রকাশ্যমতে সে কাফের হইবে না।

ফাতাওয়ায়-কাজিখানে আছে, যদি কেহ বলে, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কাফের হইয়াছি, কিম্বা হইব, তবে সে কাফের হইবে। আর যদি বলে, প্রায়

কাফের হইয়াছি, ইহা যদি এই অর্থে বলিয়া থাকে যে, কাফের হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু হই নাই, তবে সে কাফের হইবে।—শঃ, ফেঃ, আঃ, ২২৪-২২৫।

তফছির আজিজী, ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা।

খোদার এবাদতে শরিক করা কয়েক প্রকার হইতে পারে, এক প্রকার-পীর পূজকগণ, ইহারা বলিয়া থাকে যে, বোজর্গ লোকেরা কঠোর পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনাদ্বারা আল্লাহতায়ালার নিকট মুকবুলোদায়া (বাকসিদ্ধ) এবং শাফায়াতের যোগ্য হইয়া থাকেন, যখন তাহারা এই পৃথিবী ত্যাগ করেন, তখন তাহাদের রূহের মহাক্ষমতা ও অতিরিক্ত প্রসারতা লাভ হয়, যে ব্যক্তি তাহাদের ছুন্নত খেয়াল করিতে থাকে কিম্বা তাহাদের উপবেশন ও উত্থান অথবা গোরে ছেজদা ও পূর্ণনম্রতা প্রকাশ করে, তাঁহাদের রুহ প্রসারতা ও মুক্ত হওয়া হেতু উক্ত অবস্থা অবগত হইয়া থাকে এবং দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাহার সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়া থাকে, এবাদত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যাহারা খোদার শরিক করে, তাহারা কয়েক প্রকার, একদল আল্লাহতায়ালার নামের তুল্য অন্যান্য লোকদের নামের জেকের করিয়া থাকে, দ্বিতীয়দল কোরবাণী ও মানতায় অন্যকে আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করে তৃতীয়দল-আব্দুর রছুল ও আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখে, ইহাকে শেরেক -ফিত্তছমিয়া বলা হয়। চতুর্থদল-বিপদ সমূহ মোচনের জন্য পীর, দেবতাদিগকে ডাকিয়া থাকে, এইরূপ উপকার সাধন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ত্তা ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু যদি তাহাদিগের অছিলায় আল্লাহতায়ালার নিকট যাচঞা করে, তবে শেরেক হইবে না।

শরহে-ফেকহে আকবরের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

'যদি কেহ কোন অত্যাচারীকে 'ইয়া মা'বুদ' কিম্বা 'ইয়া আমার উপাস্য' বলে, তবে সে কাফের হইবে।

যদি কেহ কোন লোককে 'ইয়া কুদ্দুছ' 'ইয়া কাইউম' কিম্বা 'ইয়া রহমান' ইত্যাদি আল্লাহতায়ালার নামে ডাকে, তবে সে কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, যদি কাহাকেও আজিজ নামে ডাকে তবে সে কাফের হইবে, কিন্তু যদি আল্লাহতায়ালার নামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উক্ত

নামের আভিধানিক অর্থের হিসাবে ঐ নামে ডাকে, তবে সে কাফের হইবে না। এস্থলে আবদুল আজিজ, আবদুর রহমান নামে ডাকাই সমধিক এহতিয়াত। লোকেরা আবাদুন্নবী নামে নামকরণ করিয়া থাকে, ইহার প্রকাশ্য অর্থের হিসাবে কাফের হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি 'আব্দ' শব্দের অর্থ (বান্দা না লইয়া) দাস (গোলাম) অর্থ গ্রহণ করে, তবে সে কাফের হইবে না।

আরও ১৮৪ পৃষ্ঠা;—

অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, লোক যাদুর ক্রিয়াতে পীড়িত কিম্বা বিনষ্ট হইয়া থাকে, ঐ প্রকার যাদুতে সাতটি নক্ষত্রের নামের অর্চ্চনা কিম্বা ছেজদা করিতে হয়।

কিম্বা উহাদের নৈকট্য লাভের ধারণায় পোষাক, আঙ্গুটি কিম্বা সুগন্ধি বস্তু ভোগে দিতে হয়, ইহা কাফেরি ও মহা অনিষ্টকর বিষয়।

আরও বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যে মন্ত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের দোহাই থাকে, উহা পাঠ করা জায়েজ নহে। এইরূপ যে মন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া না যায়, উহা পাঠ করা জায়েজ নহে, যেহেতু উহাতে শেরেকমূলক শব্দ থাকিতে পারে।

এইরূপ বিপদে পড়িয়া যেন শয়তানের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা জায়েজ নহে।

জাহেলিয়াতের জামানায় মনুষ্যেরা বিদেশে কোন ময়দানে উপস্থিত হইয়া বলিত, এই ময়দানের নেতার নিকট তাহার সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টদিগের অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি ইহাতে তাহারা প্রভাত অবধি শান্তিতে থাকিত, ইহার নিন্দাবাদে কোর-আনের আয়ত নাজিল হইয়াছে।

আলমগিরির ২।৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি কেহ বলে, এই জামানায় যতক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতা না করি ও মিথ্যা কথা না বলি, ততক্ষণ এক দিবসও চলিতে পারে না, কিম্বা বলে, যদি তুমি ক্রয়-বিক্রয় মিথ্যা না বল, তবে খোরাকের রুটী সংগ্রহ করিতে পারিবে না, তবে সে কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কর কেন, কিম্বা মিথ্যা কথা বল কেন? তদুত্তরে সে বলিল, ইহা ব্যতীত কোন উপায় নাই, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

একজন অন্যকে বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াও না, তদুত্তরে সে বলিল, ইহা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ কলেমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, ইহাতে সে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তি রাগান্বিত হইতেছিল, ইহাতে অন্য এক ব্যক্তি বলিল, ইহা অপেক্ষা কাফেরি ভাল, এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কাফের হইল।

এক ব্যক্তি নিষিদ্ধ কথা বলিতেছিল, ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি কি বলিতেছ? ইহাতে তোমার উপর কোফর বর্ত্তিবে, তৎশ্রবণে প্রথম ব্যক্তি বলিল, যদি আমার উপর কোফর বর্ত্তিয়া যায়, তবে তুমি কি করিবে? এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

শরহে- ফেকহে আকবরের ২৩৫-২৩৬ পৃষ্ঠায় আছে;— একজন অন্যকে বলিল, তুমি অমুকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সৎকার্য্যের আদেশ কর, ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, অমুক ব্যক্তি আমার কি ক্ষতি করিয়াছে কিম্বা আমার প্রতি কি অত্যাচার করিয়াছে যে, আমি তাহাকে সৎকার্য্যের আদেশ করিব? এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা তাতেম্মা কেতাবে আছে।

যদি কোন লোককে বলা হয় যে, তুমি সৎকার্য্যের হুকুম কর না কেন? আর ইহাতে সে বলে, উহাতে তাহা কর্ত্তৃক আমার কি ক্ষতি হইবে? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, ইহা জহিরিয়াতে আছে, কিন্তু মোল্লা আলিকারী বলেন, ইহাতে কাফের হইবে না।

এইরূপ যদি সে বলে, আমি শান্তি পছন্দ করিয়াছি, তবে জহিরিয়ার রেওয়াএতে কাফের হইবে, কিন্তু মোল্লা আলিকারী বলেন, সে ব্যক্তির উদ্দেশ্য এই যে, সৎকার্য্য করিতে আদেশ করিলে, বিপদ ও ফাছাদের সম্ভাবনা আছে, এই হেতু সে শান্তির কামনায় মৌনাবলম্বন করিয়াছে, ইহাতে সে কাফের হইতে পারে না। আর যদি সে বলে, আমার এই ফজুল কার্য্যের আবশ্যক নাই, তবে জহিরিয়ার রেওয়াএতে কাফের হইবে, কিন্তু মোল্লা আলিকারী বলিয়াছেন, যদি এই উদ্দেশ্যে উহা বলিয়া থাকে যে, উহা ওয়াজেব কার্য্য নহে, বরং উহা বাহুল্য কার্য্য, তবে কাফের হইবে, আর যদি এই উদ্দেশ্যে উহা বলিয়া থাকে যে, সৎকার্য্যের উপদেশ দেওয়া আমীর, কাজী ও আলেমগণের কার্য্য ইহা তাহার পক্ষে অতিরিক্ত কার্য্য, তবে সে কাফের হইবে না।

খোলাছা কেতাবে আছে, যদি কেহ সদুপদেশ প্রদানকারীগণকে বলে, তোমরা কি হট্টগোল কিম্বা কলহ উপস্থিত করিলে, তবে কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, যদি সদুপদেশ প্রদান করাকে হট্টগোল কিম্বা কলহ বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি সদুপদেশ প্রদানের পর যে বিপদ ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না।

ফাতাওয়ায়- ছোগরাতে আছে, এক ব্যক্তি বলিল, যদি আমি এই কার্য্য করিয়া থাকি, তবে আমি পারশিক কিম্বা আল্লাহ্ হইতে আলাহেদা হইব, আর সে জানে যে, উক্ত কার্য্য করিয়াছে, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, এমাম ফজলি বলেন, তাহার স্ত্রীর নিকাহ্ নষ্ট হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, এই মছলা সম্বন্ধে মুহিত কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি বলিল, যদি আমি ভবিষ্যতে এই কার্য্য করি, তবে আমি য়িহুদী খৃষ্টান পারশিক ইছলাম হইতে পৃথক কিম্বা তত্তুল্য কিছু হইব, ইহা আমাদের মজহাবে কছম বলিয়া গণ্য হইবে। যদি সে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ভবিষ্যতে উক্ত কার্য্য করিলে কাফের হইতে হয়, আর ইহা সত্বেও সে উক্ত কার্য্য করে তবে সে কাফের হইবে। আর যদি তাহার এই বিশ্বাস থাকে যে, ভবিষ্যতে উক্ত কার্য্য করিলে, কাফের হইতে হয় না, তবে সে উক্ত কার্য্য করিলে, কাফের হইবে না, অবশ্য তাহার উপর কছম ভঙ্গের কাফফারা দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

এক ব্যক্তি বলিল, যদি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি, তবে য়িহুদী খৃষ্টান পারশিক ইছলাম হইতে খারিজ বা তত্তুল্য কিছু হইব; এক্ষেত্রে যদি তাহার বিশ্বাস থাকে যে, এইরূপ মিথ্যা কথা বলিলে, কাফের হইতে হয় না, তবে সে ব্যক্তির উপর কাফফারা ওয়াজেব হইবে না, ইহা গোনাহ্ কবিরা হইবে, এজন্য তাহাকে দোজখে জ্বলিতে হইবে।

আর যদি তাহার বিশ্বাস থাকে যে, এইরূপ মিথ্যা কথা বলিলে, কাফের হইতে হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মোল্লা আলিকারী বলেন, এই মতটি ছহিহ্।

সমাপ্ত